শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতা

মাধুর্য্য-কাদম্বিনী

ব্যাখামূলক-বঙ্গানুবাদ-সমেতা

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত

প্রিয়পার্ষদপ্রবর 'শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজের অনুগৃহীত

ও পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীসমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-গোস্বামি-মহারাজের

অনুসৃতধারাবস্থিত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ-
কর্ত্তৃক সম্পাদিতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয়-সংস্করণ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী
৮ হৃষীকেশ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
১৮ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
(৬।৯।২০১৫)।

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে— শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রথম-সংস্করণে

নিবেদন

মদীশ্বর জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি মহারাজের অহৈতুকী করুণা ও শুভাশীর্ব্বাদে ''মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'' -নামক গ্রন্থরত্ন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে 'আদি সংস্করণ'-রূপে প্রকাশিত হইলেন। জগদ্‌গুরু পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার লিখিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকার বিবরণ'-নামক ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুরের রচিত গ্রন্থ-তালিকায় '১৫'-সংখ্যায় এই 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর'-নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুগত ভক্তমাত্রই এই গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতনভাবে কিছু বলিবার অবকাশ নাই।

বর্ত্তমানে গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ, ভক্তি-আবির্ভাবের ক্রমানুসারে ভজন-প্রণালীর প্রতিটী স্তরের জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তি-অনুকূল গ্রহণ ও ভক্তি-প্রতিকূল বর্জ্জন ইত্যাদি বিচারসমূহ শরণাগতিরই লক্ষণবিশেষ। তদ্বিষয়ে অনাদরে শরণাগতিরই অভাব প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থ-আলোচনার দ্বারা ভজন-অভিলাষী ভক্তমাত্রই নিজ নিজ অধিকার-অনুসারে উচ্চস্তরে উন্নীত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন। সকল শ্রেণীর ভক্তগণের জন্যই এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের প্রাচীন-সংস্করণসমূহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া গোবর্দ্ধন-নিবাসী শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী-কর্ত্তৃক বংলা পয়ার ছন্দে অনূদিত গ্রন্থখানির দর্শনলাভ সম্ভব হইয়াছে। ইহা ১৯৩৩ সনে ৩১৯ আপার চিৎপুর রোডস্থ ''শরচ্চন্দ্র শীল এণ্ড সন্স্'-কর্ত্তৃক ''ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শক-গ্রন্থঃ''-নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে উক্ত পদ্যানুবাদ সম্বলিত গ্রন্থ কিঞ্চিদধিক ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে ৪১২ শ্রীগৌরাব্দে শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি-কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদসহ ইহা প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সংস্করণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। পরে তদনুসরণে শ্রীসত্যেন্দনাথ বসু (এম.এ, বি.এল) মহাশয় ১৩৩৩ (বাং) সালে এবং ইহারও পরে শ্রীসতীশচন্দ্র ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি-

কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ-সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পুনরায়, কলিকাতা-মণিকতলাস্থ ''বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'' উক্ত গ্রন্থের ২টী প্রাচীন পুঁথি—''সং ২২৫ (১২৫৮ বঙ্গাব্দ)'' ও ''সং ৭৭ (সন-বিহীন)'' পাওয়া গিয়াছে। বলাবহুল্য, এইসকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বেশ কিছু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর-সমূহ যথাস্থানে উল্লিখিত হইল।

গ্রন্থের মূল-সংস্কৃতাংশ গদ্যাকারে হইলেও, বস্তুতঃ তাহা পদ্য বলিয়াই যেন প্রতীত হয়। ইঁহার প্রতি ছত্রে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারসমূহের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা আলোচনা করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিবেন।

বঙ্গানুবাদ-কালে কিছু কিছু অংশের ব্যাখ্যা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ায় তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উক্তি-সহযোগে, আবার কোনস্থলে তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া শাস্ত্র-প্রমাণসহ তা তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত হইল। ইহাতে পৃথক্‌ভাবে টীকা প্রকাশের প্রয়োজন হইল না।

গ্রন্থ-অনুবাদ-ব্যাপারে বহরমপুরস্থ (মুর্শিদাবাদ, পঃ বঃ) কৃষ্ণনাথ মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক এবং বৈষ্ণব-পণ্ডিত ডঃ কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সাহায্য এবং সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতা আশা করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক অবগত আছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত-গ্রন্থরাজির লেখক অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের বহু হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়ীয় রসিকভক্তগণের জন্যও বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ব্রজবাসি-গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—চতুর্থ অধস্তন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর নদীয়া জেলায় রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভুত হন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ-গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুকৃপা-বলে শ্রীল বিশ্বনাথ ব্রজধামে বিভিন্নস্থানে থাকিয়া বহু ভক্তিগ্রন্থাদি রচনা করেন। ঐ গ্রন্থসমূহই গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণের পরমাদরের বস্তু। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থাদিও তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা উত্তমরূপে অনুশীলন করিলেই তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের ভাব-গাম্ভীর্য্য অনুভবের বিষয় হয়।

শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রম (গৌড়ীয় মঠ), সুভাষপল্লী, খড়্গপুর ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, পাঁচরুলিয়া, খড়্গপুর (মেদিনীপুর) প্রভৃতি মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের বিশেষ আগ্রহেই এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশের সুযোগ হইয়াছে। তিনি আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত না করিলে ইহা প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার প্রকটকালে ইহা প্রকাশিত হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অধিক আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেন। কিন্তু আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীল জনার্দ্দন-মহারাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী তাঁহার স্নেহ-মমতায় বশীভূত হইয়া কয়েকবারই তাঁহার খড়্গপুরস্থ শ্রীমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠানে সেবকগণ-সহ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের সুগভীর শ্রদ্ধা সকলকেই আকর্ষণ করিত। তাঁহার সতীর্থ ও পরিচিত বৈষ্ণবগণ তাঁহার মঠে উপস্থিত হইলে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদের সেবা-যত্নের চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের সেবাযত্নে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, এইজন্য সেবকগণকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিতেন। তাঁহার স্মিত হাস্য ও স্নেহময় মধুর বাক্য সকলকেই সমানভাবে আকর্ষণ করিত। আমরা চিরদিন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ আদি থাকিব। ★ ★ ★ ★

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের
তিরোভাব তিথি
১৮ই কেশব, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ;
(ইং ১৩।১২।১৯৯৬)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

দ্বিতীয়-সংস্করণে

ভূমিকা

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী' গ্রন্থখানি পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রায় ২ দশক বৎসর পর দ্বিতীয় সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অতুলনীয় অবদান সকলেই সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রদত্ত নির্দ্দেশিকা অনুসরণ করিয়াই সকল বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি যাবতীয় গ্রন্থ অনুশীলন করিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সাধন-ভজনে কিরূপে অগ্রসর হওয়া যাইবে, তাহারই নির্দ্দেশিকা। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রেমলাভের যে ক্রম বর্ণন করিয়াছেন, সেই ক্রমের বাস্তব স্বরূপ কিপ্রকার, তাহা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণের তাহা যাহাতে বুঝিতে সুবিধা হয়, তজ্জন্য স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত ব্যাখ্যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। ইহাতে পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, মনে করি।

গ্রন্থ-প্রকাশে প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতকরণে ও প্রুফ্-সংশোধনাদি ব্যাপারে 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেসে'র সেবকগণ যাবতীয় উদ্যোগ লইয়াছেন। তাঁহাদের উক্ত সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহাদের যত্নাগ্রহ বর্দ্ধিত হউক,—মঙ্গলময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর শ্রীচরণে বিশেষ প্রার্থনা। অলমতি-বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী
৮ হৃষীকেশ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
১৮ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ,
(৬।৯।২০১৫)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

বিষয়সূচী

প্রথমামৃত-বৃষ্টিঃ **১—১৯ পৃঃ**

সামান্য মঙ্গলাচরণ—১; বিশেষ মঙ্গলাচরণ—৩; রসস্বরূপ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মেরও আশ্রয়—৪; শ্রীভগবানের স্বেচ্ছায় আবির্ভাব—৫; ভক্তিদেবী স্বয়ং প্রকাশমানা—৬; ভক্তি কোন কর্ম্মের অধীন নহেন—৬; ভগবৎকৃপায়ই ভক্তিলাভ—৭; ভগবদ্ ভক্তের কৃপা ভক্তিলাভের কারণ—৭; ভক্তকে ভগবানের কৃপাশক্তি-দান—৯; নিষ্কাম-কর্ম্মাদি ভক্তিলাভের দ্বার—১০; দান-ব্রতাদিদ্বারা সাত্ত্বিকী ভক্তিলাভ—১০; ভগবদুদ্দেশ্যে দান-ব্রতাদিতে নির্গুণা প্রেমভক্তি-লাভ—১১; ভক্তিবিনা জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি নিষ্ফল—১১; ভক্তির স্বয়ং অনন্যাপেক্ষতা—১২; ভক্তিহীন যাবৎ অনুষ্ঠান প্রাণহীন দেহতুল্য—১৩; ভক্তিতে দেশ-কাল-শুদ্ধির অপেক্ষা শূন্যতা—১৩; কর্ম্মযোগে মন্ত্রাদি-দোষে মহানর্থ-সৃষ্টি—১৪; জ্ঞানযোগ কর্ম্মাধীন, বিপর্যয়ে তন্নিন্দা—১৫; ভক্তিদ্বারা হৃদ্‌রোগ-কামের বিনাশ—১৫; দুরাচারীরও ভক্তিযাজনে নিন্দা নাই—১৬; নামাভাসেও অজামিলের ভক্তত্ব—১৭; কর্ম্মযোগাদির পারতন্ত্র্য—১৭; মোক্ষ অপেক্ষাও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—১৭; জ্ঞানের পোষণদ্বারা ভক্তির অনুগ্রহত্ব—১৮; ভক্তিসাধ্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—১৯; ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তি নিন্দনীয়—১৯।

দ্বিতীয়ামৃত-বৃষ্টিঃ **২০—৩৩ পৃঃ**

সাধনভক্তি—২০; উত্তমা ভক্তির স্বরূপ—২০; ভক্তির স্পর্শমণিত্ব, ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব—২১; রাগভক্তি ও বৈধভক্তি—২২; পঞ্চক্লেশ—২২; চতুর্ব্বিধ পাপ—২৩; ভক্তি শুভদত্বে শুভগণের বর্ণন—২৩; ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্বের ক্রম—২৪; আদৌ শ্রদ্ধা—২৪; সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়া—২৫; উৎসাহময়ী—২৬; ঘনতরলা—২৬; ব্যূঢ়বিকল্পা—২৭; বৈরাগ্যজাত-ভক্তি নহে, ভক্তিজাত-বৈরাগ্যই শুদ্ধ—২৮; বিষয়সঙ্গরা—৩০; নিয়মাক্ষমা—৩১; তরঙ্গরঙ্গিণী—৩২।

তৃতীয়ামৃত-বৃষ্টিঃ **৩৪—৬৫ পৃঃ**

চতুর্ব্বিধ অনর্থ ও তৎবিবরণ—৩৪; নাম, স্তোত্রপাঠ, সেবাদ্বারা সেবাপরাধের উপশমযোগ্যতা—৩৪; নামবলে পাপ নামাপরাধত্ব—৩৫; ভক্তিমার্গে অঙ্গবৈকল্যেও অপরাধহীনতা—৩৫; ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ে বিঘ্নশূন্যতা—৩৬; 'চক্ষু-নিমীলন'-এর

অর্থ অজ্ঞতা নহে—৩৭; শাস্ত্রকথিত সেবাপরাধসমূহ অপরিহার্য্য—৩৮; অজ্ঞানকৃত নামাপরাধ অবিশ্রান্ত নামদ্বারা উপশমনীয়—৩৮; 'সাধুনিন্দা' ১ম নামাপরাধ—৩৯; বৈষ্ণবাপরাধে অনুতাপপূর্ব্বক তৎপ্রীতিবিধান—৩৯; অনুতাপহীন অপরাধীর নামাশ্রয়েও অপরাধত্ব—৪০; কৃপালুতাদি-রাহিত্যেও ভগবদ্ভক্তের সাধুত্ব—৪০; মহাভাগবত-চরণরেণুর অসহিষ্ণুতা—৪১; মহাভাগবতগণের কৃপাবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য—৪২; গুর্ব্ববজ্ঞা ও দ্বিতীয় নামাপরাধ—৪২; ঈশ্বর ও জীব-নামে দ্বিবিধ চৈতন্য—৪৩; নারায়ণাদি মায়াস্পর্শরহিত ঈশ্বর-চৈতন্য—৪৩; শিবাদি মায়াস্পর্শ-অঙ্গিকারী ঈশ্বর-চৈতন্য—৪৩; ব্রহ্মা—ঈশ্বরশক্তি-দ্বারা আবিষ্ট জীব—৪৪; রজঃ হইতে তমোগুণের একটী বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব—৪৫; অবিদ্যাবৃত-বিচারে জীব-চৈতন্যের দ্বিবিধতা—৪৬; অবিদ্যা-অনাবৃত জ্ঞানীর ব্রহ্মে লীন, কিন্তু ভক্তের ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন—৪৭; শক্ত্যাবিষ্ট জীব পুনরায় দ্বিবিধ—৪৭; বিষ্ণু ও শিব অভেদ হইলেও বিষ্ণুই উপাস্য—৪৮; কখনও ঈশ্বারাবিষ্ট জীবের ব্রহ্মাবৎ শিবত্ব—৪৯; 'বিষ্ণু' ও 'শিবে'র ঈশ্বরত্ব বিষয়ে বিবাদে অপরাধ—৪৯; শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দন—চতুর্থ নামাপরাধ—৫১; ভক্ত্যুত্থ অনর্থ—৫২; পঞ্চপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি—৫৩; অপরাধোত্থ অনর্থ-নিবৃত্তির ক্রম—৫৩; ভগবৎপার্ষদ চিত্রকেতুর অপরাধ বাস্তব নহে—৫৪; 'জয়-বিজয়ে'র স্বেচ্ছায় প্রতিকূলভাব বরণ—৫৪; দুষ্কৃতোত্থ, ভক্ত্যুত্থ-অনর্থনিবৃত্তির ক্রম—৫৫; নিজ অপরাধীর প্রতি অপ্রসন্ন শ্রীনামের নিজশক্তি গোপন—৫৬; প্রমাদাদিবশতঃ নামাপরাধীও যমদণ্ড্য নহেন—৫৭; নামের প্রসাদে যাবৎ অনর্থনাশ—৫৮; নামাপরাধ-হেতু হৃদয়ের প্রস্তরত্ব, অপ্রাকৃতে প্রাকৃতবুদ্ধি—৬০; জরাক্রান্তের সুস্থতা লাভের ন্যায় ভক্তিতে রুচিলাভ—৬০; প্রেমাভাব, পাপপ্রবৃত্তি ও ব্যবহারিক দুঃখেও ভক্তের নিরপরাধত্ব ও প্রারব্ধাভাব—৬২; ভক্তপ্রতি-প্রসন্নত্বেও শ্রীনামের অপ্রকাশত্ব—৬৩; উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য ভক্তকে ভগবানের দুঃখদান—৬৩।

চতুর্থ্যমৃত-বৃষ্টিঃ **৬৬-৭১ পৃঃ**

ভাগবতোক্ত ক্রম অনুসারে নিষ্ঠাভক্তির বর্ণন—৬৬; নিষ্ঠা কাহাকে বলে—৬৭; নিষ্ঠার লক্ষণ—৬৮; লয়-বিক্ষেপ প্রভৃতি পঞ্চ অন্তরায়—৬৮; কামাদির অস্তিত্বেও ভক্তের তদ্দ্বারা অনভিভূতত্ব—৬৮; সাক্ষাদ্ভক্তিবর্ত্তিণী নিষ্ঠা—৬৯; ভক্তি-অনুকূল-বস্তুবর্ত্তিণী নিষ্ঠা—৬৯; অমানি-মানদত্ব নিষ্ঠার লক্ষণ নহে—৭০; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-বিষয়ে নিষ্ঠাই যথার্থ—৭১।

পঞ্চম্যমৃত-বৃষ্টিঃ **৭২-৭৭ পৃঃ**

নিষ্ঠাবলম্বনে রুচির উদয় ও রুচির লক্ষণ—৭২; রুচির 'আসক্তি'-উৎপাদন-কারিত্ব—৭২; পিত্তরোগ-নিরসনের ন্যায় ভক্তি-অনুশীলনে অবিদ্যার নিবৃত্তিতে রুচির উদয়—৭৩; বস্তুবৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী রুচি—৭৪; বস্তুবৈশিষ্ট্য-অনপেক্ষিণী রুচি—৭৫; জাতরুচি-ব্যক্তির নির্ব্বেদ—৭৫; জাতরুচি-ব্যক্তির আচরণ—৭৬; 'রুচি'-নামা নর্ত্তকী-কর্ত্তৃক শিক্ষায় ভক্তের পরমানন্দ অনুভব—৭৭।

ষষ্ঠ্যমৃত-বৃষ্টিঃ **৭৮-৮৩ পৃঃ**

'রুচি'—ভজনবিষয়ক, 'আসক্তি'—ভজনীয়-বিষয়ক—৭৮; 'আসক্তি'-অবস্থায় চিত্তের দর্পণতুল্যত্ব—৭৯; আসক্তিতে চেষ্টার পূর্ব্বেই ভগবন্নামাদিতে চিত্তের স্বয়ং প্রবেশ—৮০; সাধুদর্শনে আসক্তিযুক্ত ভক্তের আচরণ—৮০; ভাগবত-পাঠক প্রতি তাঁহার অভিব্যক্তি—৮১; মহাভাগবত-দর্শনে তাঁহার আর্ত্তিজ্ঞাপন—৮১; পশুপক্ষির ক্রিয়াতেও ভগবদনুগ্রহ-সন্ধান—৮২; বালকদর্শনে চতুঃসন-স্ফূর্ত্তি—৮২; কৃপণ বণিকের ন্যায় ভক্তের আচরণ—৮২; উক্ত ভক্তের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির ধারণা—৮২।

সপ্তম্যমৃত-বৃষ্টিঃ **৮৪-৯৩ পৃঃ**

'ভাব'—অঙ্কুরীভূত সচ্চিদানন্দ শক্তিত্রয়—৮৪; ভাবের সুদুর্ল্লভত্ব, মোক্ষকে তুচ্ছকারিত্ব ও কৃষ্ণাকর্ষণে সামর্থ্য—৮৪; ভক্তের দ্রবীভূত চিত্তে ভগবদঙ্গের সিক্তত্ব—৮৫; ভাব-লব্ধ ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি—৮৫; জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎস্ফূর্ত্তি—৮৬; ভক্তের পরমশুদ্ধ 'অহং মম'-ভাব—৮৭; কৃপণের ন্যায় গুপ্ত থাকিলেও বিজ্ঞগণের নিকট ভক্তের প্রকাশ—৮৮। রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধীভক্ত্যুত্থ-ভেদে ভাবের দ্বিবিধত্ব—৮৮; ভাবের প্রকারত্ব, স্থায়িভাব ও রসরূপে ভাবের পরিণতি—৯০; ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বরসের মূলাধার—৯২।

অষ্টম্যমৃত-বৃষ্টিঃ **৯৪-১২৪ পৃঃ**

'ভাব'-কুসুমের প্রেমফলে পরিণতি ও পত্র-স্তবকাদি সহ একত্রে অবস্থান—৯৪; মায়িকী চিত্তবৃত্তির চিন্ময়ত্ব লাভ ও ভগবন্মাধুর্য্যে নিবদ্ধতা—৯৫; প্রেমফল-রসের সান্দ্রানন্দত্ব ও কৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও ভক্তের সে-রসে অতিনিবিষ্টতা—৯৫; প্রেমের যুগপৎ বিরহোত্তাপ ও স্ফূর্ত্তিজাত শীতলতা—৯৬; ভগবদ্দর্শনের তীব্রস্পৃহা-হেতু

তৎস্ফূর্ত্তিতেও ভক্তের ক্ষোভ—৯৬; প্রেমাকৃষ্ট ভগবানের ভক্তকে সাক্ষাৎ দর্শনদান ও স্বীয় মাধুর্য্য-বিস্তার—৯৮; ভগবদ্দর্শন-জনিত আনন্দ জড়বাক্যে অপ্রকাশ্য—৯৮; ভক্তের নিকট ভগবানের স্বীয় 'সৌন্দর্য্য', 'সৌরভ্য' প্রকাশ—৯৯; তদনন্তর 'সৌস্বর্য্য', 'সৌকুমার্য্য' ও 'সৌরস্য' বিস্তার—১০০; 'ঔদার্য্য'-বিস্তার—১০১; ভগবানের তর্কাতীত অচিন্ত্য-শক্তি প্রকাশ—১০২; ভক্তের ভগবন্মাধুর্য্য সম্পূর্ণগ্রহণে অসামর্থ্যহেতু 'কারুণ্য'-শক্তির বিস্তার—১০২; 'কারুণ্য' —ভগবানের সর্ব্বপ্রধান শক্তি—১০৩; ভগবন্নয়ন-মাধ্যমে বিভিন্ন ভক্তপ্রতি নানারূপে কৃপাশক্তির প্রকাশ —১০৩; 'ভক্তবাৎসল্য'ই ভগবৎগুণগণের সম্রাট্—১০৩; শ্রীভগবানে নির্দ্দোষত্ব, দোষেরও মহাগুণে পরিণতি—১০৪; ভগবৎকৃপায় তন্মাধুর্য্য আস্বাদনে ভক্তের সামর্থ্য ও ভগবানের ভক্তপ্রশংসা—১০৫; ভগবানের নিকট ভক্তের দৈন্যপ্রকাশ —১০৭; ভগবৎরূপ সকল উপমার অতীত—১০৯; ভক্তের ভগবদ্ধাম ও তৎপরিকর-দর্শন—১১০। শ্রীহরির অন্তর্দ্ধানে ভক্তের নানা সংশয়—১১০; ভগবদ্দর্শনাভাবে ভক্তের উন্মাদবৎ আচরণ—১১১; তাঁহার অনিবারণীয় খেদ —১১২; ভগবদ্বিরহে ভক্তের নিকট জগৎ মৃত্যু-তুল্য—১১২; ভক্তের নিরন্তর বিলাপ ও অলৌকিক চেষ্টা—১১৩; ভক্তের নিত্যলীলায় প্রবেশ —১১৪; সাধকের প্রেমোত্তর-ফল আস্বাদনের অযোগ্যতা—১১৫; রুচি, আসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—১১৫; জীবের বদ্ধতা ও তৎমোচনোপায়—১১৯; 'প্রেম'—পুরুষার্থ-শিরোমণি—১২০; অহন্তা ও মমতার 'ব্যবহারে' নিবৃত্তি ও 'পরমার্থে' প্রবৃত্তির ক্রম—১২০; ভগবদ্ধ্যানের ক্রম—১২১; গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক নিত্যমঙ্গল-প্রার্থনা—১২৩।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিচয়

সাঙ্কেতিক চিহ্ন	গ্রন্থের নাম
গীঃ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
চৈঃ চঃ	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)
চৈঃ ভাঃ	শ্রীচৈতন্যভাগবত (শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর)
চৈঃ শিঃ	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)
ছাঃ উঃ	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
জৈঃ ধঃ	জৈবধর্ম্ম (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)
তৈঃ উঃ	তৈত্তিরীয় উপনিষৎ
প্রেঃ প্রঃ	প্রেমপ্রদীপ (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)
বৃঃ ভাঃ	বৃহদ্ভাগবতামৃত (শ্রীসনাতন গোস্বামী)
প্রেঃ বিঃ	প্রেমবিবর্ত্ত (শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত)
ভঃ রঃ সিঃ	শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (শ্রীরূপ গোস্বামী)
ভাঃ	শ্রীমদ্ভাগবতম্
লঘু ভাঃ	শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্ (শ্রীরূপ গোস্বামী)
হঃ চিঃ	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)
হঃ ভঃ বিঃ	শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ (শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী)
হঃ ভঃ সুঃ	শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ঃ

''এ'লো গৌর-রসনিধি কাদম্বিনী হ'য়ে।
ভাসাইল গৌড়দেশ প্রেমবৃষ্টি দিয়ে॥
নিত্যানন্দ-রায় তাহে মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেমবৃষ্টি, তাঁহা ল'য়ে যায়॥
হুড়্ হুড়্-শব্দে আইল শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জল-রসধারা তাহে রায়-রামানন্দ॥
চৌষট্টি মহান্ত আইল মেঘে শোভা করি'।
শ্রীরূপ-সনাতন তাহে হইল বিজুরি॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী।
যতনে রাখিল প্রেম হেমকুম্ভ ভরি'॥
এবে সেই প্রেম ল'য়ে জগজনে দিল।
এ-দাস **লোচন**-ভাগ্যে বিন্দু না মিলিল॥''

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাধুর্য্য-কাদম্বিনী

প্রথমামৃত-বৃষ্টিঃ

হৃদ্‌বপ্রে নবভক্তি-শস্যবিততেঃ সঞ্জীবনী স্বাগমা-
রম্ভে কামতপর্ত্তু-দাহদমনী বিশ্বাপগোল্লাসিনী।
দূরান্মে মরুশাখিনোঽপি সরসীভাবায় ভূয়াৎ প্রভু-
শ্রীচৈতন্যকৃপা-নিরঙ্কুশ-মহামাধুর্য্যকাদম্বিনী॥ ১॥

সামান্য মঙ্গলাচরণ

সাধকের হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে রোপিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিরূপ শস্যসমূহের যথার্থ জীবনদায়িনী অর্থাৎ পরিপোষণ-কারিণী, স্বীয় প্রকাশের প্রারম্ভেই প্রাকৃত কাম-ক্রোধাদিরূপ গ্রীষ্মঋতুর দাবদাহ-দূর-কারিণী, বিশ্বের নিখিল নদীরূপ ভক্তসমূহের আনন্দ-বিধান-কারিণী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিরঙ্কুশ কৃপারূপা মহামাধুর্য্যময় মেঘমালা দূর হইতে এই নিরস মরুবৃক্ষরূপ আমাকেও সরসতা প্রদান করুন। [*'কাদম্বিনী' অর্থাৎ মেঘমালা বলিতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্লোক-মধ্যে 'মহামাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও তাঁহার প্রতি ভক্তের ঐশ্বর্য্য-লেশহীন প্রীতি অর্থাৎ ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও বিশেষতঃ মধুর-রসাত্মক মেঘমালা বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, সেই মেঘমালা হইতে ব্রজের উন্নত-উজ্জ্বল-রস মাত্র বর্ষিত হয়—তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"**অনর্পিত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।**"—(বিদগ্ধমাধব)। এস্থলে যে 'সমর্পয়িতুম্' অর্থাৎ সমর্পণ করিতে' কথাটী বলা হইয়াছে, সেই সমর্পণটী কি-প্রকার? মেঘমালা হইতে ক্রমাগত প্রবল বর্ষণ হইতে থাকিলে যেরূপ*

সমগ্র স্থান প্লাবিত হইয়া যায়, তাহাতে সমগ্র মনুষ্য, ঘর-বাড়ী, পশু-প্রাণী, বৃক্ষ-লতা নিমগ্ন হয়—তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রেমের মহাপ্লাবন আনয়ন-দ্বারা সমগ্র আচ্ছাদিত-চেতন (বৃক্ষ-লতা), সংকুচিত চেতন (পশু-প্রাণী), মুকুলিত চেতন (দুর্জ্জন মানব), বিকশিত চেতন (সজ্জন মানব) জীবকে তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া সকলকে পূর্ণ-বিকশিত চেতন-রূপে স্থাপন করত ব্রজের প্রেমপ্রদান করিয়াছেন—এইপ্রকার সমর্পণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়— ***"যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন। তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন॥ উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সবারে ডুবায়॥ সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"*** *এরূপ প্রেমের মহাপ্লাবন সঙ্ঘটন-হেতুই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এস্থলে 'মহামাধুর্য্য-কাদম্বিনী' বলা হইয়াছে। এই মেঘমালা হইতে কৃপারূপ বৃষ্টি পাত্রাপাত্র বা স্থানাস্থান নির্ব্বিশেষে বর্ষিত হওয়ায় তাহা 'নিরঙ্কুশ'-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—* ***"পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥"*** *(চৈঃ চঃ আদি ৭/২১)। 'নবভক্তি' অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি, যাহাকে এস্থলে 'শস্যে'র সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ভক্তিসাধকগণ হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা সযত্নে যে-শস্যের ফলনে অভিনিবিষ্ট থাকেন, তাহার সম্যক্ জীবন লাভ হয় একমাত্র 'মেঘমালা'-স্বরূপ সপার্ষদ-মহাপ্রভুর কৃপাবর্ষণে। সেই কারুণ্য-ধারা আরম্ভ হইতেই জীব-হৃদয় শীতলতা-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণময় 'কাম'-রূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় মায়া-প্রদত্ত ত্রিতাপ দূর হইয়া যায়। প্রবল বর্ষণে এমনকি বৃষ্টিস্নাত সরস বায়ুপ্রবাহক্রমে দূরস্থ নীরস বৃক্ষসমূহও সরসতা লাভ করে। তদ্রূপ এই মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর কারুণ্যধারায় সরস বায়ুপ্রবাহ-ক্রমে অর্থাৎ ব্রজরসরসিক শ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে (যেমন "যুগলচরণসেবা সৌখ্যলাভাশয়াহসৌ ব্রজরসরসিকায়াঃ পাদপদ্মাশ্রয়েহত্র॥"—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর) দূরস্থ অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাবর্ষণস্থল—শ্রীগৌড়মণ্ডলাদি স্থান হইতে দূরে অবস্থিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দেশসমূহে বসবাস-কারী অভক্তিপর জ্ঞানী-যোগী-কর্ম্মীও শুদ্ধভক্তি-রসে সিঞ্চিত হউন্। ইহাতে 'দূরস্থ' বলিতে স্থানের ব্যবধান যেমন বুঝানো হইয়াছে, তেমনই সময়ের ব্যবধানও লক্ষিত হয়, অর্থাৎ, কাদম্বিনী-স্বরূপ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর*

ভক্তিঃ পূর্ব্বৈঃ শ্রিতা তাস্তু রসং পশ্যেদ্ যদাত্তধীঃ।
তং নৌমি সততং রূপনাম-প্রিয়জনং হরেঃ॥ ২॥

ইহ খলু পরমানন্দময়াদপি পুরুষাদ্ "**ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা**" ইতি ব্রহ্মতোঽপি পরাৎপরো—"**রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি**" ইতি শ্রুত্যা

অন্তর্দ্ধানের বহুসময় ব্যবধানে অবস্থিত জনগণও শ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষা-ধারায় সিঞ্চিত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণানুশীলনপর হউন্, এই অর্থ।] ১॥

বিশেষ মঙ্গলাচরণ

পূর্ব্বে-পূর্ব্বেও বৈষ্ণবগণ ভক্তিকে আশ্রয় করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি যাঁহার কৃপায় বুদ্ধি লাভপূর্ব্বক ভক্তগণ ভক্তিকে 'রস'-স্বরূপে দর্শন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীগৌরহরির শ্রীরূপ-নামক অতিপ্রিয়-জনকে সতত প্রণাম করি। *['ভক্তিযোগ' অনাদিকাল হইতেই জগতে বর্ত্তমান। কিন্তু এই বিশেষ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর যে বিশেষ অবদান উন্নতোজ্জ্বল-রসময়ী 'স্বভক্তিশ্রী', তাহা ভক্তিযোগের পরাকাষ্ঠা। এইরূপ মহা-ভক্তিযোগের যে মহা-বিজ্ঞান, তাহা একমাত্র মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বারাই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিতে'র সার-স্বরূপ পরম-রসময়ী ব্রজভক্তিটী যে কিরূপ—তাহা সুধীগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীল গ্রন্থকার শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রদর্শিত প্রেমভক্তি-লাভের যে-পন্থা—* ***"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধাকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"*** *(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫-১৬) —এইরূপ ক্রমপন্থায় সুধী সাধকগণ ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া প্রেমভক্তির রসময় স্বরূপ যে-প্রকারে দর্শন করিতে পারেন, তাহাই এস্থলে মেলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তজ্জন্য গ্রন্থকার এস্থলে এইরূপ ভক্তির আশ্রয়বিগ্রহ মূল-রসাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামীকে বন্দনা-দ্বারা বস্তুতঃ এস্থলে 'বস্তুনির্দ্দেশ'-রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।]* ২॥

(শ্রীরূপগোস্বামি-প্রদর্শিত সেই 'ভক্তিশ্রী' কিপ্রকার, তাহাই এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইতেছে—) পরমানন্দময় পুরুষ শ্রীভগবান্ হইতেই '**ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা**'

সূচ্যমানো "**মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্**" ইতি সর্ব্ববেদান্ত-সারেণ নিখিল প্রমাণ-চক্রবর্ত্তিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন রসত্বেন বিব্রিয়মাণঃ।

রসস্বরূপ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মেরও আশ্রয়

(তৈঃ উঃ ২।৫।১)—অর্থাৎ, 'পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' । *[ইহার অর্থ এই যে, অন্নময় (স্থূলদেহ-বিশিষ্ট), প্রাণময় (পঞ্চপ্রাণযুক্ত), মনোময় (ইন্দ্রিয়ময়) ও বিজ্ঞানময় (জীবাত্মা-বিশিষ্ট) পুরুষের ন্যায় 'আনন্দময়' আত্মা শ্রীভগবানও 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত সবিশেষ তত্ত্ব। তাঁহাকে পক্ষীর সহিত তুলনা করিয়া 'ব্রহ্ম'কে পক্ষীর পুচ্ছের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 'প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ আশ্রয়। সুতরাং শ্রীভগবান্ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়—যেমন, গীতায়—"**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্**" (১৪।২৭) ইত্যাদি।]* অতএব তিনি ব্রহ্ম অপেক্ষাও পরাৎপর-তত্ত্ব। আবার উক্ত উপনিষদে (তৈঃ উঃ ২।৭।১) পরংব্রহ্ম ভগবানের রসময়ত্ব সূচিত হইতেছে,—"**রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি**"—অর্থাৎ, 'তিনি স্বয়ং রসস্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিলেই জীব প্রকৃত আনন্দবিশিষ্ট হন।" *[জড়ানন্দের অনিত্যতা ও হেয়ত্ব-হেতু সংসার-বিরক্ত ব্যক্তিগণ, নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্-গণও ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্ভজন করত সেই রসস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিলে পরমানন্দে নিমজ্জিত হন, তখন ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়।—"**আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥**" (ভাঃ ১।৭।১০)।]* সর্ব্ববেদান্তসার নিখিলপ্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত রসময়ত্ব বর্ণনা করিতেছেন,—"**মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্**" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)—অর্থাৎ, 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকট বজ্রতুল্য, নরগণের নিকট নরোত্তম, কামিণীগণের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প ইত্যাদি-রূপে প্রতীত হইয়াছেন।' *[এই শ্লোকে দ্বাদশরসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ দ্বাদশরসে প্রতীয়মান হইয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি যখন মথুরায় কংসের আহ্বানে মল্লভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি মল্লগণে 'রৌদ্ররস', নরগণে 'বিস্ময়রস', কামিনীগণে 'শৃঙ্গাররস', শ্রীদামাদি গোপগণে 'সখ্য' ও 'হাস্যরস', দুষ্টরাজগণের নিকট শাসনকর্ত্তা-রূপে 'বীররস', শ্রীনন্দ-বসুদেবাদি গুরুবর্গের নিকট শিশুরূপে 'বাৎসল্য' ও 'করুণরস', কংসের নিকট সাক্ষাৎ*

"**ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্**" ইতি শ্রীগীতোপনিষদা চ এবায়মিতি সংমন্যমানঃ। শ্রীব্রজরাজ-নন্দনঃ এব শুদ্ধসত্ত্বময়-নিজনাম-রূপ-গুণ-লীলাদ্যোহনাদিবপুরেব কমপি হেতুমনপেক্ষমাণ এব স্বেচ্ছয়ৈব জন-শ্রবণ-নয়ন-মনো-বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়-বৃত্তিম্ববতরতে। যথৈব যদুরঘ্বাদিবংশেষু স্বেচ্ছয়ৈব কৃষ্ণ-রামাদিরূপেণ। তস্য ভগবত ইব তদ্রূপায়া ভক্তেরপি স্বপ্রকাশতা-সিদ্ধ্যর্থমেব হেতুত্বানপেক্ষতা। তথাহি "**যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা।**" ইত্যাদৌ হেতুং বিনৈবা-বির্ভবতীতি তত্রার্থঃ। তথৈব "**যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ**" "**মদ্‌ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া**"

মৃত্যুরূপে 'ভয়ানক-রস', অজ্ঞ-ব্যক্তিগণের নিকট বিরাট্‌রূপে 'বীভৎসরস', 'যোগিগণের নিকট পরংব্রহ্মরূপে 'শান্তরস' এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরদেবতারূপে 'দাস্যরসের' বিষয় হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রুতিতে যাহা 'রসো বৈ সঃ'-বাক্যে সূচনামাত্র হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত আলোচ্য শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ অখিল-রসস্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন।] পুনরায় শ্রীগীতোপনিষদেও স্বয়ং শ্রীভগবানের নিজ বাক্য,—'**ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহহং**' (গীঃ ১৪।২৭)—অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।' *['প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ'—ব্রহ্ম তাঁহাতে (ভগবানে) প্রতিষ্ঠিত, অতএব প্রতিষ্ঠা অর্থে আশ্রয়।—(শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদকৃত-সারার্থবর্ষিণী টীকা)।]* এইরূপে ভগবান্ স্বয়ংই নিজেকে পরাৎপর-তত্ত্বরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শ্রীভগবানের স্বেচ্ছায় আবির্ভাব

বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় অনাদিবিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলায় বিভূষিত হইয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা-বশতঃ কোন হেতুর অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছায়ই মানবগণের কর্ণ-চক্ষু-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে অবতরণ করেন অর্থাৎ প্রকাশিত হন। স্বয়ং ভগবান্ যদ্রূপ জন্মরহিত-তত্ত্ব হইয়াও স্বীয় ইচ্ছাশক্তিবশে যদুবংশ, রঘুবংশ-সমূহে অবতীর্ণ হন—তদ্রূপ, সেই শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার অভিন্না 'ভক্তি'রও নিজ প্রকাশ-বিষয়ে কোন হেতুর অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে "**যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা**"(ভাঃ ১।২।৬)—শ্লোকে সেই অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ভক্তিকে 'অহৈতুকী' ও 'অপ্রতিহতা' বলিয়া উল্লেখ থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তি কোনরূপ হেতু বিনাই আবির্ভূত হন।

"**যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা।**" ইত্যাদাবপি যদৃচ্ছয়েত্যস্য স্বাচ্ছন্দ্যেনেত্যর্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরিতেত্যভিধানাৎ। যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যেনেতি ব্যাখ্যানে ভাগ্যং নাম কিং শুভকর্ম্মজন্যং তদজন্যং বা? আদ্যে ভক্তেঃ কর্ম্মজন্য-ভাগ্যজন্যত্বে কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যে স্বপ্রকাশতাপগমঃ। দ্বিতীয়ে ভাগ্যস্যানির্ব্বাচ্যত্বেনাজ্ঞেয়ত্বাদসিদ্ধেঃ কথং হেতুত্বম্। ভগবৎকৃপৈব হেতুরিত্যুক্তে তস্যা অপি হেতাবন্বিষ্যমাণে-

ভক্তিদেবী স্বয়ং প্রকাশমানা

এবং এইরূপে '**যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ**' (ভাঃ ১১।২০।৮)—অর্থাৎ, যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত ব্যক্তি, '**মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া**' (ভাঃ ১১।২০।১১)—অর্থাৎ, যদৃচ্ছাক্রমে আমার প্রতি ভক্তিলাভ হইয়া থাকে, '**যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা**'—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ-সমূহে 'যদৃচ্ছা'-শব্দের অর্থ—স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ স্ব-অধীনতা বা স্বেচ্ছাময়তা বুঝায়। অভিধানেও 'যদৃচ্ছা' অর্থে স্বৈরীতা অর্থাৎ স্বেচ্ছাধীনতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার 'যদৃচ্ছা' অর্থে কোন ভাগ্যক্রমে বলিয়াও ব্যাখ্যাত হয়। *[শ্রীল শ্রীধরস্বামী "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" (ভাঃ ১১।২০।৮)-শ্লোকের টীকায় 'যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যদয়েন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ দৃষ্ট হয়,—"**ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥**"]* এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে, সেই ভাগ্যোদয়ের কারণ কি,—শুভকর্ম্ম, না শুভকর্ম্মের অভাব? প্রথমে

ভক্তি কোন কর্ম্মের অধীন নহেন

যদি শুভকর্ম্মই ভাগ্যোদয়ের কারণ বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে ভক্তি পক্ষান্তরে কর্ম্মেরই অধীন হইয়া পড়িলেন, ইহাতে ভক্তির 'স্বপ্রকাশ'-ধর্ম্ম ব্যাহত হয়। সুতরাং তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। দ্বিতীয়টীকে ('শুভকর্ম্মের অভাব'-কে) গ্রহণ করা হইলে ভাগ্যের কারণ অনির্ব্বাচ্য হইল (অর্থাৎ নিরূপণ হইল না; কোন 'অভাব' —কিছুর কারণ হইতে পারে না বলিয়া) ভাগ্যের কারণ অজ্ঞেয় হয়, সুতরাং দ্বিতীয়টী অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় তাহা কিরূপে ভাগ্যের হেতু হইতে পারে? *['**ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু**'—(শ্রীমনঃশিক্ষা)। শাস্ত্র-কথিত পুণ্যাত্মক 'ধর্ম্ম'-পালন বা পাপাত্মক 'অধর্ম্ম'-বর্জ্জন—কোনটীই ভগবানের প্রতি অব্যভিচারী ভক্তির জনক নহে বলিয়া উভয়ই বর্জ্জনীয়-রূপে বলা হইয়াছে।]*

হনবস্থা। তৎকৃপায়া নিরুপাধিকায়া হেতুত্বে তস্যা অসার্ব্বত্রিকত্বেন তস্মিন্ ভগবতি বৈষম্যং প্রসজ্জেত। দুষ্টনিগ্রহেণ স্বভক্তপালন-রূপন্তু বৈষম্যং তত্র ন দূষণাবহং প্রত্যুত ভূষণাবহমেব। ভক্তবাৎসল্য-গুণস্য সর্ব্বচক্রবর্ত্তিত্বেন সর্ব্বোপর্মদ্দকত্বেনোপরিষ্টাদষ্টম্যামৃতবৃষ্টৌ ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। নিরুপাধিকায়াস্তদ্-ভক্তকৃপায়া হেতুত্বে বস্তুতো ভক্তানামপি বৈষম্যানুচিতত্বেঽপি "**প্রেমমৈত্রী-**

ভগবৎ-কৃপায়ই ভক্তিলাভ

ভগবৎকৃপাই সেই দুর্ল্লভ ভাগ্যোদয়ের কারণ—এই বাক্যে, সেই কৃপারও আবার কারণ অনুসন্ধানপর হইলে (তখন উক্ত কারণেরও কারণ, তস্য কারণ, এরূপে কারণ-সন্ধানের বিরামহীনতা-হেতু) 'অনবস্থা'-নামক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তির কারণ-স্বরূপ ভগবানের সেই নিরুপাধিক-কৃপা সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সর্ব্বত্র-ব্যাপী না হওয়ায় ভগবানে বৈষম্য-দোষ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার 'দুষ্ট-নিগ্রহ ও স্বভক্ত-পালন'—ধর্ম্মে যে-বৈষম্য, তাহা প্রকৃতপক্ষে দোষাবহ নহে, পরন্তু ভূষণস্বরূপ। ভগবানের 'ভক্তবাৎসল্য' তাঁহার অন্যান্য সকল গুণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বাধিপতিরূপে সর্ব্বোপরি বিরাজ করে। ইহা পরে 'অষ্টম বৃষ্টিতে' ব্যাখ্যা করা হইবে। *[**সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥**' (গীঃ ৯।২৯)।—জগৎপতি ভগবান্ প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন। তাঁহার দ্বেষ্য অথবা প্রিয়—এরূপ প্রাকৃত কোন বৈষম্যই নাই। কিন্তু যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করেন, ভক্তবাৎসল্যহেতু তিনিও তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। আবার তিনি তজ্জন্য ঋণী বোধ করিয়া নিজেকে পর্য্যন্ত ভক্তের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। "**বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।**" (গৌতমীয় তন্ত্র)।]*

ভগবদ্ভক্তের কৃপা ভক্তিলাভের কারণ

কেবলমাত্র ভগবৎকৃপাই নহে, নিরুপাধিকা ভগবদ্ভক্ত-কৃপাও ভক্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। *['নিরুপাধিকা'-অর্থে—প্রাকৃত কোনরূপ উপাধি যথা, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য ইত্যাদির অপেক্ষা-শূন্যতা।]* বস্তুতঃ এস্থলেও ভক্তগণের কৃপাতে কোনরূপ 'বৈষম্য-দোষ'-দর্শন অনুচিত। তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১১।২।৪৬ শ্লোকে) মধ্যম-ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"**প্রেম-**

কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ” ইতি মধ্যমভক্ত-বৈষম্যস্য বিদ্যমানত্বাদ্ ভগবতশ্চ স্বভক্তবশ্যত্বেন তৎকৃপানুগামি-কৃপত্বে ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যম্। যতো ভক্ত-কৃপায়া হেতুর্ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব। তাং বিনা কৃপোদয়-সম্ভবাভাবাদিতি ভক্তেঃ স্বপ্রকাশত্বমেব সিদ্ধম্। অতো “**যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে**” ইত্যত্র অতিভাগ্যেন শুভকর্ম্মজন্য-ভাগ্যমতিক্রান্তেন কেনাপি ভক্তকারুণ্যেনেতি তত্ত্বার্থো জ্ঞেয়ঃ॥ ৩ ॥

মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ” অর্থাৎ, ‘যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে কৃপা ও ভগবদ্বিদ্বেষী- জনে উপেক্ষা-ভাব অবলম্বন করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত।’—ইহাতে মধ্যমভক্তে (আপাত) বৈষম্যের বিদ্যমানতা দেখা যায়। *[প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাই যথার্থ সমদর্শন। যিনি সমদর্শী, তিনি সকলকে যথাযোগ্য-ভাবে সেই সেই অধিকারোচিত মর্য্যাদা প্রদান করেন। ভগবৎতত্ত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি সরলতা-যুক্ত হইলে কৃপালাভের যোগ্য। কিন্তু ভগবদ্বেষি-জন অজ্ঞ হইলেও কপটতা, দাম্ভিকতা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি কারণে কৃপালাভের অযোগ্য, তজ্জন্য তাহারা উপেক্ষারই পাত্র, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি ভক্তগণ উদাসীন হন। **‘ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥’** (গীঃ ১৮।৬৭)—ইহাই ভগবানের আদেশ। বস্তুতঃ এরূপ উপেক্ষা-দ্বারা তাহাদিগকে অধিকতর অপরাধ-সঞ্চয় হইতে রক্ষাই করা হয়। শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই দ্বেষি-ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন—কোনরূপ বিষম মনোভাব হইতে নহে।]* ভগবান্ ভক্তের বশীভূত, অতএব তাঁহার কৃপা ভক্ত-কৃপার অনুগমন করে—ইহাতে কোনপ্রকার অসামঞ্জস্য নাই। আবার ভক্তের এইরূপ কৃপার কারণ—সেই ভক্তের হৃদয়-বর্ত্তিনী ভক্তিই। সেই ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান বিনা ভক্তের নিকট হইতে কৃপা উদয়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহাতে ভক্তিদেবীর ‘স্বপ্রকাশত্বই’ সিদ্ধ হইল। অতএব “**যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।**” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪)—অর্থাৎ ‘যিনি কোনও অতিভাগ্যবশতঃ ভগবানের সেবায় জাতশ্রদ্ধ হন’,—এইস্থলে ‘অতিভাগ্যবশতঃ’ বলিতে ‘শুভকর্ম্মজাত-ভাগ্য’—এরূপ বিচার নিরস্ত হইয়া কোনও ভক্তের করুণাবশতঃ—এই তত্ত্বার্থ জানিতে হইবে॥ ৩ ॥

ন চ ভক্তানাং কৃপায়াঃ প্রাথম্যাসম্ভবস্তেষামপীশ্বর-প্রের্য্যত্বাদিতি বাচ্যম্। ঈশ্বরেণৈব স্বভক্তবশ্যতাং স্বীকুর্ব্বতা স্বকৃপাশক্তি-সম্প্রদানীকৃত-স্বভক্তেন তাদৃশস্য ভক্তোৎকর্ষস্য দানাৎ। অন্তর্য্যামিনশ্চ ঈশিতব্যানাং স্বাদৃষ্টোপার্জ্জিত-বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারেষু নিয়মন-মাত্রকারিত্বেঽপি স্বভক্তেষু স্বপ্রসাদ এব দৃশ্যতে। যদুক্তং শ্রীগীতাসু “**তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানম্**” ইতি।★ প্রসাদশ্চ

ভক্তকে ভগবানের কৃপাশক্তি দান

(যদি বল, ‘ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপার অনুগামী’ বলা হইলেও) ভক্তগণের কৃপা প্রথমে হওয়া অসম্ভব, যেহেতু তাঁহারাও ঈশ্বর-প্রেরণার অধীন, (তদুত্তর এই যে)—না, ইহা বলা যাইবে না। কারণ, নিজভক্তের বশ্যতা স্বীকারকারী শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাদৃশ ভক্তগণের উৎকর্ষ বিধানের জন্যই ভক্তগণকে নিজ কৃপাশক্তি সম্প্রদান করেন। *[অতএব, ভক্তগণ নিজ ইচ্ছা-বশেই জীবের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহাতে ঈশ্বর-প্রেরণার অপেক্ষা নাই, যেহেতু তাঁহারা ভগবান্ হইতে সেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।]* অন্তর্যামি-ঈশ্বরের ঈশিতব্য (অধীন) জীবগণের নিজ নিজ অদৃষ্ট (অর্থাৎ জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্ম)-দ্বারা অর্জ্জিত বাহ্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা পাপ-পুণ্য ভোগ-ব্যাপারে নিয়মন-কারিত্ব থাকিলেও নিজভক্তগণের প্রতি কিন্তু তাঁহার প্রসাদই অর্থাৎ অনুগ্রহই দৃষ্ট হয়। *[“**ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥**” (গীঃ ১৮।৬১)। ঈশ্বর কর্ম্মচক্রের যন্ত্রে আরূঢ় সকল জীবকে তিনি নিজ মায়াশক্তির দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া থাকেন,—ইহাই ঈশ্বরের ‘নিয়মন-মাত্র-কারিত্ব’। অপরদিকে শ্রীভগবান্ নিজভক্তগণকে কিন্তু চৈত্ত্যগুরুরূপে স্বয়ং বুদ্ধিযোগ-প্রদানদ্বারা অনুগ্রহ করেন —“**তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।**” (গীঃ১০।১০)—এরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।]* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (গীঃ ১৮।৬২) এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—“**তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্**” —অর্থাৎ, ‘তুমি সেই ঈশ্বরের প্রসাদে পরমশান্তি ও নিত্যধাম

★ পাঠান্তরে—“মৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং মৎসংস্থাধিমধিগচ্ছতি”। কিন্তু কলিকাতাস্থ (মাণিকতলা) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথিদ্বয়ে (‘সং৭৭’ ও ‘সং২২৫’) “তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানম্” (গীঃ ১৮।৬২) পাঠই দৃষ্ট হয়।

স্বকৃপাশক্তি-দানাত্মকঃ পূর্ব্বম্ উক্ত এব। কিঞ্চ "**স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ**" ইতি "**স্বেচ্ছাময়স্য**" ইত্যাদি-প্রমাণশতৈরবগতেন স্বাচ্ছন্দ্যেনাবতরতোঽপি তস্য ভূভার-হরণাদেঃ স্থূলদৃষ্ট্যা হেতুত্বে ইব নিষ্কামকর্ম্মাদেঃ ক্বাপি দ্বারত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। কিঞ্চ—"**যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি।**" ইত্যাদিনা দানব্রতাদীনাং স্পষ্টমেব হেতুত্বখণ্ডনেঽপি—"**দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥**" ইতি যদ্ধেতুত্বং শ্রূয়তে তৎ খলু

প্রাপ্ত হইবে।' এস্থলে 'প্রসাদ' অর্থে স্বীয় কৃপাশক্তি-দান বুঝিতে হইবে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নিষ্কাম-কর্ম্মাদি ভক্তিলাভের দ্বার

আবার '**স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ**' (ভাঃ ৪।৮।৫৭), '**স্বেচ্ছাময়স্য**' ভাঃ (১০।১৪।২) ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে শত শত প্রমাণদ্বারা ভগবান্ স্বেচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হন, জানা যায়। তথাপি স্থূলদৃষ্টিতে ভূভার-হরণাদি তাঁহার অবতারের হেতুরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিষ্কাম-কর্ম্মাদিকেও ভক্তিলাভের দ্বার বা উপায় বলিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু (শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদে দেখা যায়—) "**যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি।**" (ভাঃ ১১।১২।৯)—'যাঁহাকে অর্থাৎ আমাকে যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শ্রুতিব্যাখ্যা, বেদপাঠ এবং সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারা অতি প্রযত্নশীল হইয়াও লাভ করিতে পারা যায় না।'—ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভক্তি-লাভের হেতুরূপে দান-ব্রতাদি নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহ স্পষ্টভাবেই নিরাকৃত হইয়াছে। আবার (অন্যত্র এই দান-ব্রতাদিকেও ভক্তির সাধনরূপে জানা যায়,—) "**দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥**" (ভাঃ ১০।৪৭।২৪)

দান-ব্রতাদি দ্বারা সাত্ত্বিকী ভক্তিলাভ

—'জীবগণ ইহলোকে দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান-দ্বারা কৃষ্ণভক্তির সাধন করিয়া থাকেন।" (তাহা হইলে, এই উভয়প্রকার উক্তির সঙ্গতি কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন,—) ইহাতে দান-ব্রতাদিকে যে ভক্তিলাভের হেতুরূপে ব্যাখ্যা

জ্ঞানাঙ্গভূতায়াঃ সাত্ত্বিক্যা এব ভক্তের্ন তু নির্গুণায়াঃ প্রেমাঙ্গভূতায়াঃ। কেচিৎ তু দানং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্প্রদানকং ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি তপস্তৎপ্রাপ্তিহেতুকো ভোগাদি-ত্যাগ ইতি সাধনভক্ত্যঙ্গান্যেবাহুঃ। তৎসাধ্যত্বে ভক্তেঃ "**ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা**" ইতিবৎ নির্হেতুকত্বমেব সিদ্ধমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্॥ ৪॥

"**শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো**" ইতি "**কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ**" ইতি "**পুরৈহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ**" ইত্যাদিভ্যো জ্ঞানকর্ম্ম-

---

করা হইয়াছে,—তাহা জ্ঞানাঙ্গভূতা সাত্ত্বিকী-ভক্তির বিষয়েই, প্রেমাঙ্গ-ভূতা নির্গুণা ভক্তি-সম্বন্ধে নহে। *["**সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা**.....**মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥**" (ভাঃ ১১।২৫।২৭)—এস্থলে 'আধ্যাত্মিকী' অর্থাৎ জড়-দেহাদি ব্যতিরিক্ত কেবল জীবাত্মা-বিষয়ে (অর্থাৎ 'ত্বং পদার্থ জ্ঞান'-বিষয়ে) যে শ্রদ্ধা, তাহাই লক্ষিত হয়। সেইরূপ শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক (কিন্তু 'মায়াবাদ' বর্জ্জন করত) দান, ব্রত, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি অনুষ্ঠান সাধন করিলে তদ্দ্বারা জ্ঞানাঙ্গভূতা সাত্ত্বিকী ভক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু ভগবৎসেবা-বিষয়েই সাধিত হইলে উহারা নির্গুণত্ব লাভ করে, এবং তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।]* কেহ কেহ কিন্তু 'দান' বলিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে সম্প্রদান; 'ব্রত'-দ্বারা একাদশী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি ব্রত-পালন; 'তপস্যা'-অর্থে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভোগাদি ত্যাগ অর্থাৎ 'কৃষ্ণার্থে অখিল ভোগ-ত্যাগ'—এইরূপে 'সাধন-ভক্তি'র অঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সেইপ্রকার দান-ব্রত-তপস্যাদির সাধ্য—ভক্তিই, তজ্জন্য "**ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা**"—(ভাঃ ১১।৩।৩১) অর্থাৎ 'সাধনভক্তি-দ্বারা সঞ্জাত প্রেমভক্তি-বলে'—এই সূত্রে ভক্তির অহৈতুকত্বই সিদ্ধ হয়। অতএব ইহাতে সকলই সামঞ্জস্য হইতেছে॥ ৪॥

ভক্তিবিনা জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি নিষ্ফল

"**শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো**"—(ভাঃ ১০।১৪।৪) অর্থাৎ 'হে বিভো! আত্মমঙ্গল-লাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ 'কেবল জ্ঞান' লাভের জন্য বহু কৃচ্ছ-সাধন করেন, পরন্তু তাহা স্থূল-তুষকে আঘাতের ন্যায় শুধু ক্লেশমাত্রই সার হয়। "**কো বার্থ আপ্ত ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ**"—(ভাঃ

যোগাদীনাং প্রতিস্বফলসিদ্ধ্যৈ ভক্তিমবশ্যমপেক্ষমাণানামিব ভক্তেঃ স্বীয়-ফল-প্রেম-সিদ্ধ্যৈ স্বপ্নেঽপি ন তত্তৎসাপেক্ষত্বং; প্রত্যুত **"নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ"** ইতি **"ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ"** ইত্যাদিভ্যস্তস্যাঃ সর্ব্বথানন্যাপেক্ষিত্বং কিং বক্তব্যং তেষামেব জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদীনাং প্রাতিস্বিকেষু ফলেষ্বপি কদাচিদাত্মনা সাধ্যমানেষু ন তত্তদ্-

---

১।৫।১৭) অর্থাৎ 'ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়?' **"পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ"**—(ভাঃ ১০।১৪।৫) অর্থাৎ 'হে ভূমন্! পূর্ব্বে বহুযোগিপুরুষ কেবল যোগমার্গে আপনাকে লাভ না করিতে পারিয়া অবশেষে আপনাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করেন ও তৎফলে আপনার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির প্রভাবে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আপনাতে সামীপ্য-রূপা পরাগতি লাভ করিয়াছিলেন।'—ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদিতে নিজ নিজ অভীপ্সিত ফললাভে অবশ্যই ভক্তি-অবলম্বনের অপেক্ষা আছে। কিন্তু ভক্তির স্বীয় প্রেমফল-সিদ্ধিতে স্বপ্নেও

ভক্তির স্বয়ং অনন্যাপেক্ষতা

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদির কোন অপেক্ষা নাই। পরন্তু দেখা যায়, **"নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ"** (ভাঃ১১।২০।৩১)—অর্থাৎ, 'আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত-জনের পক্ষে এই সংসারে জ্ঞান কিংবা বৈরাগ্য শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না।' আবার **"ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ"** (ভাঃ ১১।১১।৩২)—অর্থাৎ, 'বেদরূপে আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট সকল স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে আমার ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম।'—ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ভক্তি যে সর্ব্বপ্রকারে অন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির অপেক্ষা-শূন্য, তাহা সিদ্ধ হয়। *[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সনাতন শিক্ষায় দেখা যায়,—**'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥' 'কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি-বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥'**]* সেই ভক্তি যে অন্য কোন সাধনের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না, সে-বিষয়ে আর কি বলিব, ভক্তি সেই জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি

গন্ধাপেক্ষত্বমপি। যদুক্তম্—**'যৎকর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।'** ইত্যাদৌ। **'সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।'** ইতি। তাং বিনা তু তেষাং—**"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ। অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥"** ইত্যাদের্বৈফল্যায়ৈব স্যাদিতি, তস্যাঃ পরম-মহত্যা অধীনত্বং তেষাং সংপ্রাণায়ৈবাস্তাম্। অপি তু কর্ম্মযোগস্য কালদেশপাত্রদ্রব্যানুষ্ঠান-শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা চ তত্তৎ-স্মৃতিপ্রসিদ্ধৈব। অস্যাস্তু ন তথা—**"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামানি লুব্ধক॥"** ইত্যাদেঃ।

সাধনার নিজ নিজ ফল-সম্পাদন সময়েও তাহাদের (সাহায্যের) গন্ধমাত্রও অপেক্ষা করেন না—যেহেতু শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—**"'যৎকর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।.....সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।'** (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)—অর্থাৎ, 'কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-সমূহ-দ্বারা যাহা যাহা লাভ হয়, আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগ-দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় লাভ করিয়া থাকেন।' সেই ভক্তিবিহীন হইলে জ্ঞান-কর্ম্ম-তপস্যাদির

ভক্তিহীন যাবৎ অনুষ্ঠান প্রাণহীন দেহতুল্য

যে-অবস্থা হয়, তাহা এইপ্রকার,—**"ভগবদ্ভক্তি-হীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ। অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥"** (হরিভক্তিসুধোদয় ৩।১১)—অর্থাৎ, 'ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ, তপস্যা প্রভৃতি প্রাণহীন দেহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।" ইত্যাদি প্রমাণ-বচনে ভক্তিহীন কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যে বিফল, তাহা দৃষ্ট হয়, অতএব উহারা সম্যক্ প্রাণধারণের জন্যই সেই পরম-মহতী ভক্তিদেবীর অধীন হইয়া থাকে।

ভক্তিতে দেশ-কাল-শুদ্ধির অপেক্ষা নাই

পরন্তু কর্ম্মযোগের অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বিভিন্ন কার্য্যের সম্বন্ধে দেশ-কাল পাত্র-দ্রব্য-অনুষ্ঠানের শুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা আছে,—ইহা সেই সেই স্মৃতি-শাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভক্তি-বিষয়ে তাদৃশ কোন অপেক্ষা নাই। যেমন—**"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামানি লুব্ধক॥"** (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বাক্য) অর্থাৎ 'হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তন-বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কিংবা কোনপ্রকার অশুচি

কিঞ্চাস্যাঃ শ্রদ্ধাদি-প্রসিদ্ধ-সাপেক্ষত্বমপি ন। **"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"** ইত্যাদেঃ কিমন্যদ্বক্তব্যং স্বশুদ্ধি-পর্য্যন্তাপেক্ষাপি নৈবাস্য দৃষ্টা **"শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্"** ইত্যাদেঃ।★ কর্ম্মযোগস্য তথাভূততত্বে মহানর্থকারিত্বমেব। **"মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথো প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হি হিনস্তি॥"** ইত্যাদেঃ। এবং জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বং

অবস্থাতেও নিষেধ নাই।" ইত্যাদি। আবার এই ভক্তির ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার অপেক্ষতারও প্রসিদ্ধি নাই। যেমন,—**"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"** (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কান্দ-বচন) অর্থাৎ 'হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায় কৃষ্ণনাম যদি একবারও পরিগীত হন অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তিত হন, তবে তাঁহা নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি। কি আর বলিব, ভক্তি যাজনে নিজশুদ্ধির অপেক্ষা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। **"শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্"** অর্থাৎ, শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা ব্যবহিতরহিত যেরূপেই উচ্চারিত হউক্, শ্রীনাম সত্যই উক্ত-ব্যক্তিকে তারণ করেন। ইত্যাদি।

কর্ম্মযোগে মন্ত্রাদি-দোষে মহানর্থ সৃষ্টি

কর্ম্মযোগের সম্বন্ধে কিন্তু সেইরূপ কিছু হইলে মহা-অনর্থই ঘটিয়া থাকে। যেমন, 'শিক্ষাশাস্ত্রে' দেখা যায় যে,—**"মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথো প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হি হিনস্তি॥"** অর্থাৎ 'যজ্ঞাদি সময়ে মন্ত্রের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—উচ্চারণে ভ্রম হইলে, কিংবা কোন বর্ণহীনতা ঘটিলে অথবা যথার্থরূপে প্রযুক্ত না হইলে, 'ইন্দ্রশত্রো' উচ্চারণে ত্রুটি-হেতু যেরূপ বিপর্য্যয় হইয়াছিল, সেইরূপ তাহা বজ্রতুল্য হইয়া যজমানের সর্ব্বনাশ সাধন করে।' *['ইন্দ্রশত্রো' পদে 'ইন্দ্রের শত্রু (হন্তা) ইন্দ্রশত্রু' —এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র' অনুদাত্ত হইতে হয়। ত্বষ্টামুনি*

★ "কিমন্যদ্---সত্যমিত্যাদেঃ"—এই অংশটী বর্ত্তমান সংস্করণসমূহে দৃষ্ট না হইলেও পূর্ব্ব-উল্লিখিত প্রাচীন পুঁথিদ্বয়ে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের পদ্যানুবাদেও এইরূপ দেখা যায়।

প্রসিদ্ধমেব। নিষ্ফলকর্ম্মযোগেনান্তঃকরণস্য শুদ্ধৌ নিষ্পাদিতায়ামেব তত্র তস্য প্রবেশাৎ কর্ম্মাধীনত্বঞ্চ। তদধিকৃতস্য দৈবাৎ দুরাচারত্বলবেঽপি **"স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ"** ইতি নিন্দা। কংস-হিরণ্যকশিপু-রাবণাদীনাং তত্তৎ-প্রকরণদৃষ্ট্যা জ্ঞানাভ্যাসবতামপি ন তত্ত্বেন ব্যপদেশ-লবোঽপি। ভক্তেস্তু **"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ"** ইত্যাদৌ—**"ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগ-মাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"** ইত্যত্র **'ক্ত্বা'**-প্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্যেবাধিকারিণি

এই অভিপ্রায়েই সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু 'অনুদাত্ত' স্থলে 'উদাত্ত' স্বরেই পাঠ হওয়ায় তাহা বহুব্রীহি সমাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রই যাহার শত্রু (হন্তা)—এইরূপ অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত যজ্ঞ-ফলেও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।] এইরূপে জ্ঞানেরও অর্থাৎ জ্ঞানযোগ-অবলম্বনকারী পক্ষেও

জ্ঞানযোগ কর্ম্মাধীন; বিপর্য্যয়ে তন্নিন্দা

অন্তঃকরণ শুদ্ধির অধীনতা (বা অপেক্ষা) প্রসিদ্ধ আছে। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি নিষ্পাদিত হইলেই জ্ঞানযোগে তাহার প্রবেশ সম্ভব হয়, অতএব জ্ঞানযোগের কর্ম্মাধীনতা লক্ষিত হয়। আবার সেই জ্ঞানাধিকারীর দৈবাৎ সামান্য-দুরাচারত্বেও **"স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ"** (ভাঃ ৭।১৫।৩৬)—শাস্ত্রবাক্যানুসারে 'বমনভোজী', 'নির্লজ্জ' ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা দেখা যায়। কংস, হিরণ্যকশিপু, রাবণাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রের সেই সেই প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তাঁহারা জ্ঞানাভ্যাস-যুক্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের নামমাত্রও ছিল না (সেহেতু তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দাই শ্রুত হয়)।

ভক্তিদ্বারা হৃদ্‌রোগ-কামের বিনাশ

ভক্তিমার্গে কিন্তু—**"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। 'ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্য-চিরেণ ধীরঃ॥"** (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—ইত্যাদি শ্লোকে অবগত হওয়া যায় যে, 'ভগবানের শ্রীরাস-ক্রীড়াদি অপ্রাকৃত লীলাসমূহ শ্রদ্ধাসহকারে অর্থাৎ ভগবান্ এবং তৎপরিকরগণে প্রাকৃত-কামাদির গন্ধমাত্রও নাই—এরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়-সহকারে যিনি বৈষ্ণব আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, (কিন্তু কখনও মন-দ্বারাও সেই ঈশ্বর-উপযোগী লীলা স্বয়ং আচরণে প্রবৃত্ত হন না), তিনি অচিরেই ভগবানে

পরমায়া অপি তস্যাঃ প্রথমমেব প্রবেশস্ততস্তয়ৈব পরমস্বতন্ত্রয়া কামাদী-নামপগমশ্চ। তেষাং কদাচিৎ সত্ত্বেঽপি—"**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্**" ইতি "**বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তি**" ইত্যাদিভ্যশ্চ তদ্বতাং ন ক্বাপি শাস্ত্রেষু নিন্দা-

---

পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ 'কাম' আশু পরিত্যাগে সমর্থ হন।' এস্থলে শ্লোকে 'প্রতিলভ্য'-পদে 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগদ্বারা *'সমান্-কর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে ক্ত্বা'*—এই সূত্রে হৃদ্‌রোগবিশিষ্ট হইলেও প্রথমেই সেই পরমা ভক্তির তাহাতে প্রবেশ, তাহার পর সেই পরম-স্বতন্ত্রা ভক্তিদ্বারাই উক্ত কামাদির অপসারণ বুঝিতে হইবে। সেই কামাদির আবার কদাচিৎ অস্তিত্ব থাকিলেও

দুরাচারীরও ভক্তি-যাজনে নিন্দা নাই

"**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্**"—(গীঃ ৯।৩০) অর্থাৎ 'সুদুরাচার হইলেও যিনি অনন্যরূপে আমাকে ভজন করেন, তিনি সাধুই'; পুনরায় "**বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তিঃ**" (ভাঃ ১১।১৪।১৮)—অর্থাৎ 'আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেও ভক্তির প্রাবল্য-হেতু বিষয়ে অভিভূত হন না'—ইত্যাদি প্রমাণবচনে কোথাও নিন্দার লেশমাত্রও দেখা যায় না। *[ইহাদ্বারা ভক্তিযাজনে দুরাচারিত্বের প্রশ্রয় আছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে না।* ***'প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাঁহার বদন॥'****(চৈঃচঃ);* ***'গোরা বলে,—আমার মত করহ চরিত। আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত॥'*** *(প্রেঃ বিঃ);* ***'প্রভু বলে,—তোরা আর না করিস পাপ। জগাই-মাধাই বলে,—আর নারে বাপ॥'****(চৈঃ ভাঃ);* ***'শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।'*** *(চৈঃ চঃ)—ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবচনে দুরাচার-পরিমার্জ্জনের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশই দেখা যায়। তবে যদি প্রমাদবশতঃ তাহা ঘটিয়া যায়, তজ্জন্য ভগবানের প্রতি তাঁহার অনন্যভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। এস্থলে 'অনন্যভাক্' (গীঃ ৯।৩০) শব্দ-দ্বারা একটী বিশেষ বিষয় লক্ষিতব্য যে, এরূপ ব্যক্তি সাধুনিন্দা, গুর্ব্ববজ্ঞা, নামে অর্থবাদ, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ হইতে মুক্ত এবং দুরাচারকে ভজন-প্রতিকূল, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য বলিয়াই জানেন, তজ্জন্য অনুশোচনাক্রান্ত হন। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই সাধুরূপে মন্তব্য। গ্রন্থকার মহোদয় তাঁহার "শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'-গ্রন্থের সর্ব্বশেষাংশে জানাইয়াছেন,—'যাহারা কিন্তু*

লেশোঽপি। অজামিলস্য ভক্তত্বং বিষ্ণুদূতৈর্নিরূপিতম্। সঙ্কেত-ভগবন্নাম পুত্র-স্নেহানুষঙ্গজমিত্যাদিদৃষ্ট্যা তদাভাসবতামপ্যজামিলাদীনাং ভক্তত্বং সর্ব্বৈঃ সঙ্গীতমেব। তদেবং কর্ম্মযোগাদীনামন্তঃকরণশুদ্ধিদ্রব্যদেশশুদ্ধ্যাদয়ঃ সাধকাস্তদ্-বৈগুণ্যাদয়ো বাধকা ভক্তিস্তু প্রাণদায়িন্যেবেতি। সর্ব্বথা পারতন্ত্র্যমেব তেষাম্। ন হি স্বতন্ত্রাঃ কেনাপি সাধ্যন্তে বাধ্যন্তে বেতি। কিঞ্চ জ্ঞানৈকসাধনমাত্রত্বং ভক্তেরিত্যজ্ঞৈরেবোচ্যতে যতো জ্ঞানসাধ্যান্মোক্ষাদপি তস্যাঃ পরমোৎকর্ষ এবালোচ্যতে। "**মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্**" ইতি। "**মুক্তানামপি**

---

*রাগানুগা ভক্তিকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রবিধির অতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহারা গীতার "****যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ*** *(১৭।১) এবং "****বিধিহীনমসৃষ্টান্নম্****" (১৭।১৩)—শ্লোকানুসারে মহানিন্দনীয় এবং তদ্দ্বারা তাহারা বারম্বার উৎপাত অনুভব করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে।" ইহারা কিন্তু '****ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা****'—(গীঃ ৯।৩১) শ্লোকের বিষয়বস্তু হন না।]*

নামাভাসেও অজামিলের ভক্তত্ব

অজামিলের ভক্তত্ব বিষ্ণুদূতগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, (সুতরাং তাহা যথার্থই হইয়াছে, কারণ বিষ্ণুদূতগণ তত্ত্ববেত্তা)। পুত্রস্নেহবশতঃ সঙ্কেতে ভগবন্নাম উচ্চারণ-হেতু তাহা নামাভাস হইলেও অজামিল প্রভৃতির ভক্তত্ব সকলেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে,) কর্ম্মযোগাদির সম্বন্ধে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, দ্রব্য-দেশ-শুদ্ধি ইত্যাদি সাধক অর্থাৎ নিষ্পাদক; কিন্তু তাহাদের দোষাদি উহাদের বাধক অর্থাৎ বিঘ্নকর। ভক্তি কিন্তু উহাদের প্রাণদায়িনী (অর্থাৎ ভক্তিহীন হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্প্রাণ, অতএব নিষ্ফল)। সুতরাং কর্ম্মযোগাদির সর্ব্বপ্রকারে পরতন্ত্রতাই লক্ষিত হয়। তাহারা কাহারও দ্বারা সাধিত হয় অথবা বিঘ্নিত হয়, স্বয়ং স্বতন্ত্র নহে।

কর্ম্মযোগাদির পারতন্ত্র

মোক্ষ অপেক্ষাও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

'ভক্তি জ্ঞানেরই সাধন মাত্র' (অর্থাৎ ভক্তি কেবল 'ব্রহ্মজ্ঞান'-লাভেরই সাধন বা উপায় মাত্র, সাধ্যরূপে ভক্তির স্বতন্ত্র স্থান নাই)—ইহা অজ্ঞগণই বলিয়া থাকেন। কারণ, জ্ঞানের সাধ্য যাহা মোক্ষ, তাহা অপেক্ষাও ভক্তির পরম-উৎকর্ষতাই শাস্ত্রে আলোচিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৫।৬।১৮) দেখা যায়,—"**মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম**

সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভো প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।" ইত্যাদিভ্যঃ। ইন্দ্রমেব প্রধানীকৃত্য স্বয়ং গুণীভবতোপেন্দ্রেণ তং সর্ব্বথা পুষ্ণতা স্বকৃপালুত্বমেব যথাভিজ্ঞজনেষু প্রত্যায্যতে ন তু স্বাপকর্ষস্তথৈব জ্ঞানং পুষ্ণন্ত্যা-স্তত্তৎ প্রকরণবাক্যেষু তস্যা ভক্তেরনুগ্রহ এব সুধীভিরনুগম্যতে ইতি॥ ৫॥

"ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ভক্তেঃ ফলং প্রেমরূপা সৈবেতি স্বয়ং পুরুষার্থ-মৌলিরূপত্বং তস্যাঃ। তদেবং ভগবত ইব স্বরূপভূতায়া মহাশক্তেঃ

ন ভক্তিযোগম্" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভজনকারীদের সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু সহসা প্রেমভক্তিযোগ প্রদান করেন না।' পুনরায় **"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভো প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।"** (ভাঃ ৬।১৪।৫) অর্থাৎ 'হে মহামুনে! কোটী কোটী মুক্ত এবং সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।"—ইত্যাদি দ্বারা ভক্তির পরমোৎকর্ষতাই প্রমাণিত হয়। *["**সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈ-কত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥**" (ভাঃ ৩।২৯।১৩)—অর্থাৎ 'আমার ভক্তগণ আমার সেবা-ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করেন না।' **"হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্তাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥**" (নারদ-পঞ্চরাত্র)—অর্থাৎ 'সর্ব্বপ্রকার মুক্তি, সিদ্ধি, ও অদ্ভুত ভুক্তিসমূহ হরিভক্তি-রূপ মহাদেবীর পশ্চাতে দাসীর ন্যায় অনুগমন করে।'—ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাই ঘোষিত হয়।]*

জ্ঞানের পোষণ-দ্বারা ভক্তির অনুগ্রহত্ব

(তাহা হইলে কোথাও কোথাও যে ভক্তিকে জ্ঞানের পোষকরূপে দেখা যায়, তাহার কারণ কি? তদুত্তরে উদাহরণ-সহ বলা হইতেছে,—) ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া ভগবান্ শ্রীবামন-দেব স্বয়ং গৌণত্ব স্বীকারপূর্ব্বক উপেন্দ্র-রূপে ইন্দ্রকে সর্ব্বপ্রকারে পোষণ করায় তাহাতে শাস্ত্র-অভিজ্ঞগণের নিকট তাঁহার কৃপালুতাই প্রমাণিত হয়, অপকর্ষতা নহে। তদ্রূপ নির্গুণা ভক্তি সত্ত্বগুণ-অবলম্বনে সেই সেই জ্ঞান-প্রকরণ বাক্যসমূহে জ্ঞানাঙ্গভূতা হইয়া জ্ঞানকেই পোষণ করায় তাহাতে সেই ভক্তির অনুগ্রহই সুধীগণ অনুভব করিয়া থাকেন॥৫॥

সর্ব্বব্যাপকত্বং সর্ব্ববশীকারিত্বং সর্ব্বসঞ্জীবকত্বং সর্ব্বোৎকর্ষ-পরমস্বাতন্ত্র্যং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ কিঞ্চিদুট্টঙ্কিতং তদপি তাং বিনা অন্যত্র প্রবৃত্তৌ প্রেক্ষাবত্ত্বস্যাভাব ইতি কিং বক্তব্যম্। নরত্বস্যাপি **'কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্'** ইত্যাদি-ভিরবগমো দৃষ্টঃ॥ ৬॥

ইতি মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষনামা প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ॥১॥

ভক্তিসাধ্য-প্রেমই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ

"ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" (ভাঃ ১১।৩।৩৯) অর্থাৎ, 'ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তি বলে'—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে ভক্তির ফল—প্রেম। ভক্তির সেই প্রেমরূপ ফলই স্বয়ং পুরুষার্থ-শিরোমণি। *['শুদ্ধভক্তি' হইতেই মাত্র জীব-হৃদয়ে 'প্রেম' উদয় হয়—যদ্দ্বারা অজিত শ্রীকৃষ্ণও জিত হন। সেই প্রেমের গন্ধমাত্রেই বৈভবশালী সকল সিদ্ধি, সত্য-শৌচ-দানাদি ধর্ম্মসমূহ, সমাধি, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি তথাকথিত মহান্ বিষয়গুলি তৃণতুল্য হইয়া পড়ে। সেহেতু 'প্রেম'ই সর্ব্বদা সর্ব্ব পুরুষার্থ-শিরোমণি-রূপে দেদীপ্যমান।]* এই প্রকারে সেই শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার স্বরূপভূতা মহাশক্তি—ভক্তিদেবীর সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্ববশীকারিত্ব, সর্ব্বসঞ্জীবকত্ব (প্রাণসঞ্চারকত্ব), সর্ব্বোৎকর্ষত্ব, পরম-স্বাতন্ত্র্য এবং স্বপ্রকাশত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা হইল। তাহার পরও সেই ভক্তিভিন্ন অন্যত্র প্রবৃত্তি জাত হইলে, তাহার যে পর্য্যালোচনার অভাব, ইহা আর কি বলিব! **'কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্'** অর্থাৎ, 'নরেতর পশু ভিন্ন আর কে সেই প্রেমময় ভগবান্‌কে সেবা না করে?"—ইত্যাদি নানা শাস্ত্র উক্তিতে নরত্ব লাভ হইলেও তাহার অধোগমন দৃষ্ট হয়। *["**ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।**" (ভাঃ ১০।১।৪)—এক পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি 'উত্তমশ্লোক' শ্রীভগবানের গুণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হয়? অর্থাৎ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও হরিভজনে যাহার প্রবৃত্তি না জন্মে, তাহার মনুষ্য-আকারই সার হয়, মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটে না।]* ৬॥

ভগবদ্ভক্তি-বিহীন ব্যক্তি নিন্দনীয়

ইতি ''মাধুর্য্য কাদম্বিনী''-গ্রন্থে 'ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষতা'-নামক প্রথম অমৃত-বৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১॥

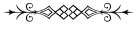

দ্বিতীয়ামৃত-বৃষ্টিঃ

অথাত্র মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-বিবাদয়োর্নাবকাশঃ লভ্যন্তে ইতি কৈশ্চিদপেক্ষণীয়াশ্চৈদৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যাং দৃশ্যতাং নাম॥ ১॥

ইদানীং করণকেদারিকাসু প্রাদুর্ভবন্ত্যাস্তস্যা এব ভক্তের্জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রিত-ত্বেন শুদ্ধায়াঃ কল্পবল্ল্যা অপি নিরস্তান্যফলাভিসন্ধিতয়ৈব ধৃতব্রতৈর্মধুব্রতৈরিব ভব্যজনৈরাশ্রিয়মাণায়াঃ স্ববিষয়ৈকানুকূল্য-মূলপ্রাণায়াঃ স্বস্পর্শেন স্পর্শমণিরিব

অতঃপর এই 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে 'দ্বৈতাদ্বৈত' বিচার সম্বন্ধে বাদ-বিবাদের অবকাশ নাই। কিন্তু যদি কাহারও সে-বিচারের অপেক্ষা থাকে, তবে তিনি তাহা 'ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী'-নামক গ্রন্থে (বর্ত্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ্য) দর্শন করুন॥ ১॥

সাধন-ভক্তি

(এক্ষণে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে—) সেই ভক্তি (সাধনভক্তি-রূপে) সাধক-জীবের ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষেত্রে (কায়-মন-বাক্যে) প্রাদুর্ভূত হন। *[**"কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"** (ভঃ রঃ সিঃ)—অর্থাৎ ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা। সেই সাধ্য ভাব-রূপ ভক্তি যখন সাধক-জীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হয়, তখন তাহার নাম 'সাধনভক্তি'। তবে জড়াভিনিবেশ থাকাকালে জড় দেহমন-দ্বারা যে-ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহা সাধনক্রিয়া—সাধনভক্তি নহে। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তি আত্মার নিত্যধর্ম্ম—সুতরাং আত্মানুগত মন ও ইন্দ্রিয়দ্বারা যে-ভক্তির অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি, তদ্দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটন হয়—সুতরাং তাহাই সাধনভক্তি।]*

উত্তমা-ভক্তির স্বরূপ

সেই ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা অমিশ্রিতা বলিয়া শুদ্ধা এবং তাঁহা কল্পলতা-স্বরূপা হইলেও অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ফলপ্রদায়িনী হইলেও একমাত্র ভক্তিভিন্ন অন্য ফলানুসন্ধান-ত্যাগই যাঁহাদের ব্রত, সেই মধুব্রত—ভ্রমর-তুল্য সাধুগণই মাত্র সেই লতাকে আশ্রয় করেন। এক ভগবৎপ্রীতি-বিষয়ক অনুকূলাচরণই সেই লতার মূলপ্রাণ। *[ইহাই উত্তমা*

করণবৃত্তীরপি প্রাকৃতত্ব-লৌহতাং শনৈস্ত্যাজয়িত্বা চিন্ময়ত্ব-শুদ্ধ-জাম্বুনদতাং প্রাপয়ন্ত্যাঃ কন্দলীভাবান্তে সমুদ্গচ্ছন্ত্যাঃ সাধনাভিখ্যে দ্বে পত্রিকে বিব্রিয়েতে। তয়োঃ প্রথমা ক্লেশঘ্নী দ্বিতীয়া শুভদেতি। দ্বয়োরপি তয়োরন্তস্তু লোভ-প্রবর্ত্তকত্ব-লক্ষণ-চৈকণ্যেন "**যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ**" ইত্যাদি শুদ্ধসম্বন্ধ-স্নিগ্ধতয়া

---

*ভক্তির পরিচয়—"**অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥** (ভঃ রঃ সিঃ) আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। তজ্জন্য তাঁহাকে শরীরস্থ পঞ্চবায়ু-মধ্যে হৃদয়স্থ মূল 'প্রাণ-বায়ু'র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদক সেই অনুশীলন অন্যান্য সকল ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি ফলানুসন্ধান রহিত হইয়া, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-বৈরাগ্য-যজ্ঞ-সাংখ্য ইত্যাদি সকলপ্রকার চর্চ্চাশূন্য হইয়া অনুক্ষণ কায়-মন-বাক্যে সংঘটিত হইলে তাহাকে 'উত্তমা ভক্তি' বলা হইয়া থাকে।]*

ভক্তির স্পর্শমণিত্ব, ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব

(সেই ভক্তি-যাজনের ফলে কি ঘটে? তাহা এইরূপ—) উক্ত 'ভক্তি' নিজ স্পর্শদ্বারা স্পর্শমণির ন্যায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমূহের প্রাকৃতত্ব-রূপ লৌহতা ধীরে ধীরে ত্যাগ করাইয়া চিন্ময়তা-রূপ শুদ্ধ এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল 'জাম্বুনদ'- স্বর্ণতা প্রাপ্ত করাইতে থাকে। *[এস্থলে ভক্তি-বলে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই মাত্র প্রাকৃতত্ব দূর হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ হয়, বলা হইয়াছে—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চিন্ময় হইয়া যায়, এরূপ বলা হয় নাই। জড় বস্তু কখনও চেতন হয় না। ইন্দ্রিয়ের যে ভোগোন্মুখ-বৃত্তি বা ত্যাগোন্মুখ-বৃত্তি, তাহাই ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব বা লৌহত্ব। সেই ইন্দ্রিয়সমূহ যত সেবোন্মুখ হয়, ততই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এইপ্রকারে 'জাম্বুনদ'-তুল্য স্বর্ণত্ব লাভ করিলে তাহা অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-ভাজন হয়। "**অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম**"—চৈঃ চঃ (মঃ ২।৪৩)।]* ইতোমধ্যে তাঁহা হইতে নবাঙ্কুর প্রকাশিত হইয়া ও সম্যক্ উদ্গত হইয়া সাধন-শোভারূপ দুইটী পত্র উৎপন্ন করায়। তাহার মধ্যে প্রথমটীর নাম 'ক্লেশঘ্নী' (ক্লেশ-নাশিনী) এবং দ্বিতীয়টী 'শুভদা' (শুভ-দায়িনী)। সেই পত্রদুইটীর মধ্যে যেটী অন্তর্বর্ত্তী অংশ, তাহা হইল লোভ-প্রবর্ত্তক-লক্ষণরূপ মসৃণতা (অর্থাৎ হরিভজনে লোভোৎপত্তি-হেতু ভগবদ্-ভক্তিতে স্বাভাবিকতারূপ মসৃণতা); সেহেতু এবং "**যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ**"

চ প্রাপ্তোৎকর্ষে দেশে রাগ-নাম্নো রাজ্ঞ এবাধিকারঃ। বহিস্তু **"তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা"** ইত্যাদি শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকত্ব-লক্ষণ-পারুষ্যাভাসেন প্রিয়াদি-শুদ্ধ-সম্বন্ধাভাবাৎ স্বত এবাতিস্নিগ্ধতানুদয়েন পূর্ব্বতঃ কিঞ্চিদপকৃষ্টে দেশে বৈধ-নাম্নোঽপরস্য রাজ্ঞ। ক্লেশঘ্নত্ব-শুভদত্বাভ্যান্তু প্রায়স্তয়োর্ন কোঽপি বিশেষঃ॥ ২॥

"তত্রাবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ"। প্রারব্ধাপ্রারব্ধ-রূঢ়-বীজ-পাপাদয়স্তন্ময়া এব। শুভানি দুর্ব্বিষয়-বৈতৃষ্ণ্য-ভগবদ্বিষয়সতৃষ্ণ্যানুকূল্য-

---

রাগভক্তি ও বৈধীভক্তি

(ভাঃ ৩।২৫।৩৮)—অর্থাৎ 'আমি যাঁহাদিগের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র' ইত্যাদিরূপে শুদ্ধসম্বন্ধ-যুক্ত স্নিগ্ধতা-দ্বারা উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত যে ভক্তির রাজ্য, তাহাতে 'রাগ'-নামক রাজার অধিকার। এবং পত্রদ্বয়ের যেটী বহির্ভাগ, তাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে—**"তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥"** (ভাঃ ২।১।৫)—অর্থাৎ 'অতএব হে ভারত! যিনি অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।'—ইত্যাদি শাস্ত্রশাসন-প্রবর্ত্তক-লক্ষণরূপ কর্কশতার (অর্থাৎ শাস্ত্রশাসন-বলে মাত্র ভক্তির অনুশীলন, যাহা ভক্তিতে স্বাভাবিক অনুরাগের অভাবের পরিচায়ক, তাহার) প্রকাশ-হেতু এবং 'প্রিয়', 'পুত্র' প্রভৃতিরূপে ভগবানের সহিত শুদ্ধ-সম্বন্ধের অভাব-হেতু সেস্থলে আপনা হইতেই স্নিগ্ধতা উদয় হয় না বলিয়া সেই ক্ষেত্রটী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট—তাহাতে 'বৈধ'-নামক অপর এক রাজার অধিকার। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রই 'ক্লেশনাশ' ও 'শুভ-দান' বিষয়ে সমান—তাহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ নাই। ২॥

পঞ্চক্লেশ

(এক্ষণে ভক্তির 'ক্লেশনাশত্ব'-ধর্ম্ম বর্ণনার জন্য প্রথমে ক্লেশ কি, তাহা বলা হইতেছে) **"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ"** (পাতঞ্জল-দর্শন-সাধনপাদ, ৩য় সূত্র)—অর্থাৎ, সেই ক্লেশ পঞ্চপ্রকার—**অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।** । *['পাতঞ্জল-দর্শনের সাধনপাদে এইরূপে পঞ্চক্লেশের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। **"অনিত্যাশুচি-দুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মাখ্যাতিরবিদ্যা"** (২।৫)—'অনিত্য বস্তুতে নিত্য-বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখকর বস্তুতে সুখকর বোধ, দেহ ও দেহসম্বন্ধীয়*

কৃপা-ক্ষমা-সত্য-সারল্য-সাম্য-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-মানদত্বামানিত্ব-সর্ব্বসুভগত্বাদয়ো গুণাশ্চ **"সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ"** ইত্যাদিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়াঃ॥৩॥

---

*অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিকে অবিদ্যা বলে।' **"দৃগ্দর্শন-শক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা"** (২।৬)—'দৃক্‌শক্তি (জীব) এবং দর্শনশক্তি (বুদ্ধি) বস্তুতঃ উভয়ই ভিন্ন। কিন্তু উভয়ের যে একাত্মবোধ তাহাই অস্মিতা।' **"সুখানশয়ী রাগঃ"** (২।৭)—'সুখের অনুসরণ- কারিত্বকে রাগ বলে।' **"দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ"** (২।৮)—'দুঃখভোগের ফলে দুঃখের কারণ প্রতি যে ক্রোধ,—তাহাই দ্বেষ।' **"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ"** (২।৯)—'পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সংস্কারজাত মৃত্যুভয়কে অভিনিবেশ বলে। বিদ্বান্ ব্যক্তিতেও তাহা দৃষ্ট হয়।' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপে পঞ্চক্লেশ বর্ণনা করিয়াছেন,—"ওরে মন, ক্লেশ-তাপ দেখি যে অশেষ! অবিদ্যা, অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্ব্বার, রাগ, দ্বেষ—এই পঞ্চক্লেশ॥ অবিদ্যাত্ব- বিস্মরণ, অস্মিতান্য-বিভাবন, অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি। অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মাবিশুদ্ধিতা, পঞ্চক্লেশ সদাই দুর্গতি॥" পুনরায়—"মায়াসুখে মত্তজীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল। সেই সে 'অবিদ্যা' বশে 'অস্মিতা' জন্মিল॥ অস্মিতা হইতে হৈল 'মায়াভিনিবেশ'। তাহা হইতে জড়গত 'রাগ' আর 'দ্বেষ'॥"]*

চতুর্ব্বিধ পাপ

প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, রূঢ় ও বীজ—এই চতুর্ব্বিধ পাপ ক্লেশময় হইয়া থাকে। *["**অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়তে বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ধৃত পাদ্মবচন)। প্রারব্ধ পাপ—যে পাপ ফলোন্মুখ হইয়াছে এবং যাহা জীব ভোগ করিতেছে। অপ্রারব্ধ পাপ—যাহার ফলোদয়কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। রূঢ় বা কূট—যে পাপ কর্ম্মসংস্কাররূপে জীবের সূক্ষ্ম দেহে থাকিয়া বীজত্ব-উন্মুখ হয়। বীজ—পাপবাসনাময় যাহা প্রারব্ধত্ব-উন্মুখ হয়। বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্তগণের এই চারিপ্রকার পাপ ক্রমে ক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।—ইহাই ভক্তির ক্লেশঘ্নত্ব।]*

ভক্তির শুভদত্বে শুভগণের বর্ণন

ভক্তিযাজনে উদিত শুভসমূহ যথা,—ভগবৎসম্বন্ধ-হীন বিষয়ে বিতৃষ্ণা, ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণা, আনুকূল্য (সহায়তা), কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সমভাব, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব, সর্ব্বসৌভাগ্য প্রভৃতি গুণসমূহের উদয় হয়; ইহা **"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র**

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" ইত্যুক্ত-প্রকারেণ যুগপদপি প্রবৃত্তয়োরপি তয়োঃ পত্রিকয়োরুদ্গম-তারতম্যেনৈব তত্তদশুভনিবৃত্তি-শুভপ্রবৃত্তি-তারতম্যাদস্ত্যেব ক্রমঃ। স চাতিসূক্ষ্মো দুর্ল্লক্ষ্যোঽপি তত্তৎকার্য্য-দর্শন-লিঙ্গেন সুধীভিরবসীয়তে॥ ৪॥

তত্র ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রথমং শ্রদ্ধা। সা চ তত্তচ্ছাস্ত্রার্থে দৃঢ়-প্রত্যয়ময়ী। প্রক্রম্যমাণ-যত্নৈকনিদানরূপ-তদ্বিষয়কত্বৈকনির্ব্বাহরূপ-সাদরস্পৃহা চ। সা চ

সমাসতে সুরাঃ" (ভাঃ ৫।১৮।১২) —'ভগবানে যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি বর্ত্তমান, দেবতাগণ সমস্ত গুণের সহিত তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন।'—ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ-দ্বারা জানিতে হইবে। *["সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥ সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ। সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দর্শন॥ কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥ সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥ মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২অঃ)।]* ॥৩॥

ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্বের ক্রম

(ভক্তির 'ক্লেশঘ্নত্ব' ও 'শুভদত্ব' ধর্ম্ম দুইটী কিপ্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহা বলা হইতেছে) **"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ"** (ভাঃ ১১।২।৪২)—অর্থাৎ 'শরণাগত পুরুষ ভজন করিতে থাকিলে—শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তি, ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনরূপ অনুভব এবং মায়িক বিষয়সুখে বিরক্তি—এই কার্য্য তিনটী একই-কালে ঘটিয়া থাকে।' উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বাক্যানুসারে ভক্তির ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্বের যুগপৎ আবির্ভাব হইলেও সেই পত্রদ্বয়ের উদ্গমের তারতম্য-অনুযায়ী সেই সেই অশুভ-নিবৃত্তি এবং শুভ-প্রবৃত্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে—ইহাই ক্রম। তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাধারণভাবে লক্ষীভূত হয় না, তথাপি তত্তৎ কার্য্য-দর্শনের লক্ষণ-দ্বারা সুধীগণ তাহা নির্ণয় করেন॥৪॥

আদৌ শ্রদ্ধা

ভক্তি-অধিকারীর প্রথম লক্ষণ 'শ্রদ্ধা'। তাহাও সেই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাসময়ী। *[অর্থাৎ তাহা সাধারণ লৌকিকী শ্রদ্ধার ন্যায় নহে। "**মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।**" (ভাঃ*

সা চ স্বাভাবিকী কেনাপি বলাদুৎপাদিতা চ। ততশ্চাশ্রিত-গুরুচরণস্য তস্য জিজ্ঞাস্যমান-সদাচারস্য তচ্ছিক্ষয়ৈব সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ-ভক্ত্যভিজ্ঞ-সাধুসঙ্গ-ভাগ্যোদয়ঃ। ততো ভজনক্রিয়া। সা চ দ্বিবিধা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতা চ। তত্র প্রথমমনিষ্ঠিতা ক্রমেণোৎসাহময়ী-ঘনতরলা-ব্যূঢ়বিকল্পা-বিষয়সঙ্গরা-নিয়মাক্ষমা-তরঙ্গরঙ্গিণীতি ষড়্‌বিধা ভবন্তীতি স্বাধারং বিলক্ষয়তি॥৫॥

তত্রোৎসাহময়ী প্রথমমেব শাস্ত্রমধ্যেতুমারভমাণস্য সর্ব্বলোকশ্লোক্যমান-পাণ্ডিত্যমুপপন্নমিব স্বস্মিন্ মন্যমানস্য বটোরিব উৎসাহং স্বাধিকরণস্য প্রচুরয়তী-ত্যুৎসাহময়ী॥৬॥

১১।২০।৯)—'আমার কথিত শাস্ত্রোপদেশ-শ্রবণে যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা না হয়'—তাহা যথার্থ শ্রদ্ধা নহে। 'শ্রদ্ধা-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥' (চৈঃ চঃ ২২।৬২)] শাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে তাহাতে যত্ন সহকারে সেই বিষয়ে নির্ব্বাহ করিবার যে সাদর স্পৃহা, তাহাকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয়। তাহা 'স্বাভাবিকী' এবং 'বল-পূর্ব্বক উৎপাদিতা'-রূপে দুইপ্রকার। *['স্বাভাবিকী' অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে সঞ্চিত সুকৃতি বা সংস্কার হইতে জাত। এরূপ সুকৃতি বা সংস্কারবিহীন ব্যক্তির মধ্যে বলপূর্ব্বক উৎপাদিতা যে শ্রদ্ধা, তাহা—'বলাদুৎপাদিতা'। যেমন ব্যাধপ্রতি শ্রীনারদ, বেশ্যার প্রতি শ্রীহরিদাস ঠাকুর বিশেষ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা উদয় করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।]* সেই শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রীগুরুচরণ-আশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তিযাজন-সম্পর্কিত

সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়া

সদাচারসমূহ জিজ্ঞাসিত হয়। তাহা অভ্যাস হইতেই সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট, স্নেহবৎসল ও ভজন-বিজ্ঞ সাধুগণের সঙ্গ-লাভের ভাগ্যোদয় হয়। তাহার পর হয় ভজনক্রিয়ার শুভারম্ভ। *[অর্থাৎ সদাচার-পালনই ভজনক্রিয়া নহে। আবার সদাচার-নিষ্ঠ না হইলে ভজন-শিক্ষাদাতা সাধুর সঙ্গলাভও সম্ভব নহে। কারণ অসদাচারী ব্যক্তি ভজনোপদেশ লাভের অযোগ্য।]* সেই ভজনক্রিয়া—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া—**উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিনী**—এই ক্রমে ছয়প্রকার। পরিশেষে তাহা (সাধুসঙ্গপ্রভাবে) স্বীয় আধাররূপ 'নিষ্ঠিতা-ভজনক্রিয়া'কে বিশেষরূপে লক্ষ্য করায়॥ ৫॥

অথ ঘনতরলা। প্রক্রম্যমাণানি ভক্ত্যঙ্গানি কদাচিন্নির্ব্বহন্তি কদাচিচ্চ ন বেতি ঘনত্বং তরলত্বঞ্চাস্যাঃ যথা বটোঃ শাস্ত্রাভ্যাসঃ কদাচিৎ সান্দ্রঃ কদাচিৎ তদর্থ-প্রবেশাসমর্থতয়া সারস্যানুদয়েন শিথিলশ্চ॥ ৭॥

'উৎসাহময়ী'

প্রথমে 'উৎসাহময়ী'-নামক অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। শাস্ত্র-অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া,—'আমার সর্ব্বলোকের প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য লাভ হইয়াছে'—এইরূপে স্বয়ংই মননকারী ব্রাহ্মণ-বালকের যেরূপ প্রচুর উৎসাহ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অনিষ্ঠ-ভক্তেরও নিজ ভজন-বিষয়ে (প্রথমে) যে উৎসাহের প্রাচুর্য্য ঘটে—তাহাকেই উৎসাহময়ী অবস্থা বলা হইয়া থাকে। *[এই 'উৎসাহময়ী' অবস্থায় সাধকের ভজনে খুব অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। এমনকি তিনি নিজেকে 'রাগানুগা ভক্তি'র অধিকারী বলিয়া বিচার করেন—কারণ, তিনি মনে করেন—তাঁহার মনে সেই 'লোভ' উদয় হইয়াছে। কখনও কখনও মনের আবেগ-বশে ঘটিত অশ্রুপাতকে তাহার 'সাত্ত্বিক বিকার' বলিয়া ধারণা হয়। বস্তুতঃ ইহা তাহার সকলই মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তিতারই পরিণাম। ইহা হইতে সাধক বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।]*॥ ৬॥

'ঘনতরলা'

তদনন্তর 'ঘনতরলা'—অনুষ্ঠেয় ভক্ত্যঙ্গসমূহ কখনও সম্পাদিত হয়, আবার কখনও হয় না—এইরূপে ভজনক্রিয়ার যে ঘনত্ব ও তরলত্ব, তাহাই 'ঘনতরলা'। যেমন, ব্রাহ্মণবালকের শাস্ত্র-অভ্যাস কখনও গাঢ়ত্ব লাভ করে, আবার কখনও সেই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ সম্ভব না হইলে তাহাতে রসের উদয় না হওয়ায়, বালকের যত্ন শিথিল হইয়া পড়ে, তদ্রূপ। *[সাধক ভজনক্রিয়ার আরম্ভমাত্রেই মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তিতা ত্যাগ করিতে পারেন না। ফলে কোন কারণে মন ভাল না থাকিলে বা মনোগত সুখোদয়ের চাহিদা পূরণ না হইলে ভজনে উৎসাহভঙ্গ ঘটে। ইহাই ঘনতরলা। কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"**উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ..... ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥**" (শ্রীউপদেশামৃতম্)। উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক ভক্তির অনুকূল সেই সেই কার্য্যসমূহ সাধনে ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উৎসাহ—ভক্তির অনুষ্ঠান আদরের সহিত অনুশীলন। নিশ্চয়—"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" (চৈঃ ভাঃ)—*

অথ ব্যূঢ়বিকল্পা। কিমহং সপরিগ্রহ এব পুত্রকলত্রাদীন্ বৈষ্ণবীকৃত্য ভগবৎ-পরিচর্য্যায়াং নিযোজ্য গৃহ এব সুখং তং ভজে কিংবা সর্ব্বানেব পরিত্যজ্য নির্ব্বিক্ষেপঃ শ্রীবৃন্দাবনং ধ্যেয়স্থানমেবাসীনঃ কীর্ত্তন-শ্রবণাদিভিঃ কৃতার্থী ভবেয়ম্। স চ ত্যাগঃ কিং ভুক্তভোগস্যাবগত-বিষম-বিষয়-দাবদবথোর্মম চরম-দশায়ামেব কিং বাধুনৈব সমুচিত ইতি। কিঞ্চ "**তামীক্ষেদাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্**" ইতি দৃষ্ট্যা আশ্রমস্যাস্যাবিশ্বাস্যতয়া "**যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্**" ইত্যত্র "**জহৌ যুবৈব মলবৎ**" ইত্যাদিদৃষ্ট্যা ত্যক্তবিলম্বস্তত্রাপি "**অহো মে**

এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ধৈর্য্য—অভীষ্টলাভের অত্যন্ত বিলম্বেও সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। কিন্তু এইসকল কার্য্য কেবল বুদ্ধির দৃঢ়তা-দ্বারাই সম্ভব হয়। মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তিতা বজায় রাখিয়া যে ভজন, তাহাতে কখনও ঘনত্ব, কখনও তরলতা ঘটিতে বাধ্য—তদ্দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি সুদূর-পরাহত হয়।]। ৭॥

'ব্যূঢ়বিকল্প'

অনন্তর 'ব্যূঢ়বিকল্পা'-গ্রস্ত সাধকের অবস্থা বলা হইতেছে —আমি কি বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদিকে বৈষ্ণবে পরিণত করিয়া গৃহেই ভগবৎ-পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিয়া সুখে তাঁহার ভজন করিব? কিংবা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপহীন চিত্তে পরমধ্যেয় শ্রীবৃন্দাবনেই স্থিত হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজনদ্বারা কৃতার্থ হইব? আমার পক্ষে কি বিষয়ভোগের ভয়ংকর দাবানল অবগত হইয়া সেই চরমদশাতেই সংসার-ত্যাগ করা উচিত, নাকি এখনই উচিত? কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়,—"**তামীক্ষেদাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্**" (ভাঃ ৩।৩১।৪০)—অর্থাৎ, 'বুদ্ধিমান্ পুরুষ স্ত্রীজাতিকে তৃণ-আচ্ছাদিত কূপের ন্যায় নিজ মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিবেন।' সুতরাং গৃহস্থাশ্রম বিশ্বাসযোগ্য নহে। সেহেতু রাজা ভরতও —"**যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ। জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥**" (ভাঃ ৫।১৪।৪৩)—"ভগবদ্ভাবে আসক্ত হইয়া যৌবনকালেই মনোজ্ঞ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্য প্রভৃতি দুস্ত্যজ্য বিষয় সকলকে বিষ্ঠাতুল্য হেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"—এস্থলে 'যৌবনকালেই সংসার বিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন' —এই শাস্ত্র-প্রমাণহেতু সংসার-ত্যাগ-বিষয়ে বিলম্ব করা কিছুমাত্র উচিত হয় না। তথাপি অত্যন্ত গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে "**অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা**

পিতরৌ বৃদ্ধৌ" ইত্যত্র "**অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ**" ইতি ভগবদ্বাক্যেন ত্যাগেঽলব্ধবলশ্চ সম্প্রত্যেব প্রাণধারণমাত্রবৃত্তির্বনং তদৈব প্রবিশ্যাষ্টাবেব চ যামানভ্যর্থয়ানীতি। "**ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ**" ইত্যত্র তু বৈরাগ্যস্য ভক্তিজনকত্বে এব দোষো ন তু ভক্তিজনিতত্বে ইতি তদনুভাব- রূপতয়া তদধীনত্বমিতি। "**যদ্‌যদাশ্রমমগাৎ স ভিক্ষুকস্তত্তদন্নপরিপূর্ণমৈক্ষত**" ইতি ন্যায়েন কদাচিদ্বৈরাগ্যং '**তাবদ্রাগাদয়ঃ**

বালাত্মজাত্মজাঃ। অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥" (ভাঃ ১১।১৭।৫৭)—'অহো! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী এবং পুত্রগণ আমাবিনা দীন, দুঃখিত ও অনাথ হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে?"—এইরূপে বিলাপ করিতে দেখা যায়। এবং এবিষয়ে ভগবানের স্বয়ং উক্তি,—"**অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ**" (ভাঃ ১১।১৭।৫৮)—'অবিবেকী পুরুষ অতৃপ্ত হইয়া আত্মীয়গণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পর অতিতামসী যোনি লাভ করিয়া থাকেন।'—এই বাক্যে সংসার-ত্যাগে যেহেতু আমার সামর্থ্য লাভ হয় নাই, সেহেতু সম্প্রতি আমি সংসারে থাকিয়া প্রাণধারণ মাত্র বৃত্তি অবলম্বন করি। পশ্চাৎ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া অষ্টযামই ভগবদ্ভজন করা যাইবে। শাস্ত্রে আছে,—"**ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ**" (ভাঃ ১১।২০।৩১)—অর্থাৎ 'আমার ভক্তের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য কোনটীই শ্রেয়জনক হয় না।'। এস্থলে ভক্তির জনকত্বেই কিন্তু বৈরাগ্যের দোষ (অর্থাৎ বৈরাগ্য-দ্বারা ভক্তি সাধিত হইতে গেলে, তবেই তাহা দোষদুষ্ট), কিন্তু ভক্তি-জনিত বৈরাগ্যে দোষ নাই। কারণ, বৈরাগ্য ভক্তিরই 'অনুভাব'-বিশেষ, অতএব তাহা ভক্তিরই অধীন (অর্থাৎ এখনই বৈরাগ্য অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, ভক্তিযাজন করিতে করিতে বৈরাগ্যের উদয় হইলে তখন সংসার ত্যাগ করিব)। (আবার কখনও তাঁহার মনে হয়—) "**যদ্‌যদাশ্রমমগাৎ স ভিক্ষুকস্তত্তদন্ন-পরিপূর্ণমৈক্ষত**" অর্থাৎ, 'সেই ভিক্ষুক যে যে আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান অন্নে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন'—এইরূপ বিচারে কখনও ভিক্ষুকাশ্রম-গ্রহণই স্থির হয়। (আবার কখনও মনে হয়—) "**তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।**

বৈরাগ্যজাত-ভক্তি নহে, ভক্তিজাত-বৈরাগ্যই শুদ্ধ

স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্' ইতি কদাচিদ্‌গার্হস্থ্যঞ্চ নিশ্চিন্বন্ কিমহং কীর্ত্তনমেব কিংবা কথা-শ্রবণমপি উত সেবামেব উতাহো তাবদম্বরীষাদিবদনেকাঙ্গামেব ভক্তিং করবৈ ইত্যাদি বিবিধা এব প্রাপ্তা বিকল্পা যত্র ভবন্তীতি ব্যূঢ়বিকল্পা॥ ৮॥

তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩৬)—অর্থাৎ, 'হে কৃষ্ণ! আপনার প্রতি মনুষ্যগণ যাবৎ অনুরক্ত না হয়, তাবৎ তাহাদের সংসার-প্রতি রাগ (আসক্তি) প্রভৃতি চৌর-স্বরূপ এবং গৃহ কারাগৃহ সদৃশ এবং মোহ পাদশৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে"—এই শাস্ত্রবাক্য-অনুসারে (ভগবানে অনুরক্ত হইলে কিন্তু গৃহ আর কারাগার নহে, অতএব) গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বনই নিশ্চিত হয়। অনন্তর গৃহে থাকিয়া আমি কি (শ্রীশুকদেবের ন্যায়) 'কীর্ত্তনই', কিংবা (শ্রীপরীক্ষিতের ন্যায়) শুধুমাত্র 'শ্রবণ' অথবা (লক্ষ্মীদেবীর ন্যায়) 'পরিচর্য্যা' —এইরূপ একাঙ্গা ভক্তি যাজন করিব, নাকি শ্রীঅম্বরীষাদির ন্যায় অনেকাঙ্গা ভক্তি যাজন করিব? এইরূপ বহুপ্রকার বিকল্প (সংশয়) যখন উদ্ভূত হয়, তখন তাহাকে 'ব্যূঢ়বিকল্পা' বলা হয়। *[এস্থলে দেখানো হইয়াছে যে, মনের অধীন হইয়া ভজন করিতে চাহিলে সাধক কিরূপ সংকল্পাত্মক বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা সর্ব্বদা পীড়িত হইতে থাকেন। তৎকালে শাস্ত্রীয় বিচার জানা থাকিলেও তাঁহার কর্ত্তব্য-বিষয়ে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। মনের অধীনতা অতিক্রম করিতে না পারিলে কোন ভজনবিজ্ঞ সাধুর নিকট গিয়া ভজনে নিজের অধিকার-সম্বন্ধে জানিয়া তাঁহার পরামর্শ-ক্রমে ও তাঁহার আনুগত্যেই ভজন করা কর্ত্তব্য। "সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন। ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥ এ আশার নাহি প্রয়োজন। এমন দুরাশা-বশে, যাবে প্রাণ অবশেষে, না হইবে দীনবন্ধু চরণ-সেবন॥ যদি সুমঙ্গল চাও সদা কৃষ্ণ নাম গাও, গৃহে থাক বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)। 'গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, 'নরোত্তম' মাগে তার সঙ্গ॥'—ইত্যাদি বাক্যে 'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার' (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৭)—ইহাই প্রমাণিত হয়। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥" (প্রেমবিবর্ত্ত)—ইহাই মুখ্য বিচার। এইরূপ বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক চলিলে 'ব্যূঢ়বিকল্পা হইতে রক্ষা লাভ হয়।]*। ৮॥

অথ বিষয়সঙ্গরা। "**বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।**" ইতি ভোগা এব বলাৎ স্বস্মিন্নভিনিবেশ্য মাং ভজনেশিথিলয়ন্তীতিতদমী ত্যক্ত্বা নামগ্রাহং কাংশ্চনকাংশ্চন ত্যক্তবতোঽপি ভুঞ্জানস্য "**জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর**" ইতি ভগবদ্-বাক্যস্যোদাহরণত্বং প্রাপ্তবতস্তস্য পূর্ব্বাভ্যস্তৈর্বিষয়ৈস্তৈঃ সহ সঙ্গরো যুদ্ধং কদাচিৎ তৎপরাজয়ঃ কদাচিৎ স্বপরাজয় ইতি বিষয়সঙ্গরা॥ ৯॥

'বিষয়সঙ্গরা'

অনন্তর 'বিষয়সঙ্গরা'—শাস্ত্রে আছে—"**বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।**" অর্থাৎ 'বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে কৃষ্ণাবিষ্ট হওয়া সুদুষ্করই হইয়া থাকে। কারণ, পশ্চিমদিকে স্থিত বস্তুকে পূর্ব্বদিগ্‌গামী ব্যক্তি কি লাভ করিতে পারে?' বিষয়ভোগই আমাকে বলপূর্ব্বক নিজের প্রতি অভিনিবিষ্ট করাইয়া ভজনে শিথিলতা আনয়ন করিতেছে—(এইপ্রকার চিন্তা করিয়া) সেই বিষয়-সমূহকে ত্যাগ করিয়া তিনি নামগ্রহণে ব্রতী হন। এইরূপে বিষয়ত্যাগ করিতে থাকিলেও পুনরায় কখনও কখনও বিষয়-ভোগ ঘটিয়া যায়। "**জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ**" (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)—অর্থাৎ 'বিষয় পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে নিন্দা করত ভোগ করিতে থাকেন"—এই ভগবদ্বাক্যের উদাহরণস্থলে পরিণত হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব-অভ্যস্ত বিষয়সমূহের সহিত সঙ্গর (যুদ্ধ) হইতে থাকে। তাহাতে কখনও বিষয়ের পরাজয়, আবার কখনও নিজের পরাজয় হয়—এইরূপ অবস্থাকে 'বিষয়সঙ্গরা' বলা হয়। *[বিষয়াসক্তি, স্ত্রীসঙ্গাসক্তি প্রভৃতি এক বদ্ধজীব-মধ্যে দৃঢ়সংস্কার-বদ্ধ হইয়া থাকেই। অপরদিকে জীব প্রবলভাবে মনোধর্ম্মের অধীন। এমতাবস্থায় শাস্ত্রে 'যুক্তবৈরাগ্য' উপদিষ্ট হইয়াছে—**'যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ধৃত নারদীয় বচন)—অর্থাৎ 'যেরূপ বিষয় ও ব্যবহার স্বীকার করিলে নিজ ভক্তি নির্ব্বাহিত হয়, অর্থাৎ বিঘ্নিত না হয়, অর্থবিৎ পুরুষ তদ্রূপ স্বীকার করিবেন। তাহার অধিক কিংবা অল্প স্বীকার করিলে তাহাতে পরমার্থ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।' ভগবৎসম্বন্ধে মাত্র বিষয়াদি স্বীকার উপদিষ্ট হইয়াছে, নিজ ভোগানুকূলে নহে—"যথাযোগ্য*

অথ নিয়মাক্ষমা। 'অদ্যারভ্য ইয়ন্তি নামানি গৃহীতব্যানি এতাবত্যশ্চ প্রণতয়ঃ কার্য্যা ইত্থমেব তদ্ভক্তা অপি সেবনীয়া ভগবদসম্বন্ধা বাচোঽপি নোচ্চারণীয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবতাং সন্নিধিস্ত্যক্তব্যঃ' ইত্যাদি প্রতিদিনমপি প্রতিজানতোঽপি সময়ে তথা ন ক্ষমত্বম্ ইতি নিয়মাক্ষমা। বিষয়সঙ্গরায়াং বিষয়ত্যাগাক্ষমত্বম্। অত্র তু ভক্ত্যুৎকর্ষাক্ষমত্বমিতি ভেদঃ॥ ১০॥

ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব। আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"—(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ)। "জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়, তদুপায় করহ সন্ধান।"—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)। এরূপ বিচারপূর্ব্বকই সাধকগণের চলা কর্ত্তব্য।]।৯॥

'নিয়মাক্ষমা'

অনন্তর 'নিয়মাক্ষমা'—'আজ হইতে এত-সংখ্যক নাম করিতে হইবে, অত-সংখ্যক প্রণতি অনুষ্ঠিত হইতে হইবে (কারণ ষড়্‌গোস্বামীও সংখ্যাপূর্ব্বক নাম, প্রণতির অনুষ্ঠান করিতেন), এইপ্রকারে ভগবদ্ভক্তগণকে সেবা করিতে হইবে, ভগবৎ-সম্বন্ধ শূন্য একটী বাক্যও উচ্চারণ করা যাইবে না, গ্রাম্যবার্ত্তা-যুক্ত ব্যক্তিগণের সান্নিধ্য এখন হইতে পরিত্যজ্য।'—এইরূপে প্রতিদিনই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সময়ে তাহা পালনে অক্ষমতাই—'নিয়মাক্ষমা'। বিষয়ত্যাগে অক্ষমতা—'বিষয়সঙ্গরা'। এক্ষেত্রে কিন্তু 'নিয়মাক্ষমা'—ভক্তির উৎকর্ষ-সাধনে অক্ষমতা; ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। *[ভজনে উৎকর্ষ-সাধনের জন্য মনের অধীনতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি-বিধি অবলম্বন করিতে হয়। মন স্বভাবতঃ ষড়্‌রিপুর আশ্রয় বলিয়া মনের আনুগত্যে কোন নিয়মপূর্ব্বক ভজন হইতে পারে না। তজ্জন্য 'বুদ্ধি'র অধীন হইয়াই ভজন কর্ত্তব্য। শীঘ্র ভজনোন্নতির জন্য ব্যস্ততা ঘটিলে অধিকার-লঙ্ঘন-জনিত বিঘ্ন ঘটিতে বাধ্য। আবার, ব্যস্ততা পরিহার করিবার নামে আলস্যের প্রশ্রয় দিলেও তাহাতে উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—"যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতি-বিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না।" (চৈঃ শিঃ ৩।১)। ক্রমোন্নতি-বিধিতে ব্যস্ততা এবং আলস্য—উভয়ই পরিত্যজ্য। ইহাতে ভজনোন্নতি অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—"নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এ-চেষ্টা অপেক্ষা*

অথ **তরঙ্গরঙ্গিণী**। ভক্তেঃ স্বভাব এবায়ং যৎ তদ্বতি সর্ব্বেঽপি জনা অনুরজ্যন্তীতি **"জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদ"** ইতি প্রাচাং বাচোঽপি। ভক্ত্যুত্থাসু বিভূতিষু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিষু বল্লীবলিতাসূপশাখাসু তরঙ্গেষ্বিবাচরন্ত্যা অস্যা রঙ্গ ইতি তরঙ্গরঙ্গিণী॥ ১১॥

ইতি মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ শ্রদ্ধাদি-ক্রমত্রয়-কথনপূর্ব্বকং ভজনক্রিয়া-ভেদ-কথনং নাম দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ॥২॥

নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নাম হইবে, ইহার যত্ন করা উচিত।" (হঃ চিঃ)। সেই ভাবযুক্ত নামেরই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে—ইহা ক্রমোন্নতি-বিধির এক উদাহরণ। মোটকথা, শুদ্ধভজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দৃঢ় বুদ্ধির আশ্রয়ে মনের দুষ্টতা দমনপূর্ব্বক প্রকৃত ভজনবিজ্ঞ সাধুর আনুগত্যেই মাত্র ভজন করিতে থাকিলে ভজনের যাবতীয় বাধা দূর হয়, অন্যথা নহে।]। ১০॥

'তরঙ্গরঙ্গিণী'

অনন্তর 'তরঙ্গরঙ্গিণী'—ভক্তির স্বভাবই এইরূপ—যাঁহাতে তিনি অবস্থান করেন, তাঁহার প্রতি সকল ব্যক্তি অনুরক্ত হন। প্রাচীন ব্যক্তিগণের বাক্যও এইপ্রকার—**"জনানুরাগ-প্রভবা হি সম্পদ"** অর্থাৎ, 'জনগণের অনুরাগজনিত প্রভাবই সম্পদ্স্বরূপ।' অর্থাৎ সেই প্রভাব-বশেই সম্পদ্-সমাগম ঘটিয়া থাকে। ভক্তি হইতে উত্থিত এইরূপ বিভূতি-সমূহ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাসমূহ সেই কল্পলতার উপশাখাস্বরূপ। পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ তরঙ্গরাশির রঙ্গের (অর্থাৎ নৃত্যের) ন্যায় আচরণযুক্তা এই ভজনক্রিয়াকে 'তরঙ্গরঙ্গিণী' বলা হয়। *[শ্রীল গ্রন্থকার ভজনক্রিয়ার 'তরঙ্গরঙ্গিণী'-পর্য্যায়টীকে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া-মধ্যে অন্তর্গত করায় বুঝিতে হইবে যে, সাধকের মধ্যে যাবৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-রূপ তরঙ্গরাশির নৃত্য চলিতে থাকে, তাবৎ তাঁহার মধ্যে ভজনে 'নিষ্ঠা'ই উদয় হয় নাই। অনর্থ প্রবল থাকিলে ভজনে নিষ্ঠা উদয় হয় না—ভজনের গৌণফল-রূপ লাভ-পূজাদিতেই বস্তুতঃ নিষ্ঠা থাকে। "**লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ**"—(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৯)। সেইকালে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেচন জলে উপশাখাসমূহই পুষ্ট হয়, মূল-লতার কিছু লাভ হয় না; এবং "**কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥**" সুতরাং ইহা সাধক-জীবনের অত্যন্ত বিপদ্ঘন মুহূর্ত্ত।*

*অতএব "**প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ, কথং সাধুঃ প্রেম্না স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।**"—এই 'মনঃশিক্ষা' সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক "**প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥**" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬১)—এই কার্য্যে যত্নবিশিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপে?*

'শ্রদ্ধা' এবং 'নিষ্ঠার' মধ্যবর্ত্তী—অনিষ্ঠার যে একটী অবস্থা বোধগম্য হয়, তজ্জনিত ভজনক্রিয়াই—'অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া'। শ্রদ্ধা লাভান্তে সাধুসঙ্গের পরও মনের বশবর্ত্তিতা-হেতু সাধক-ভক্তের সহসা 'নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া'য় প্রবেশ ঘটে না। মন স্বভাবতঃ সর্ব্বদা ভোগোন্মুখ—সুতরাং সেই মনের অধীনে ভজনক্রিয়া ঘটিতে থাকিলে তাহাতে সাধক 'উৎসাহময়ী' হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তে 'তরঙ্গরঙ্গিণী' পর্য্যন্ত যাবতীয় বাধার সম্মুখীন হন। মনের অধীনতা বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত এ-হেন অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-লাভ অসম্ভব। মন যে কিরূপ শত্রু—তাহা যতদিন স্পষ্টরূপে বোধগম্য না হয়, ততদিন কাহারও যথার্থ চৈতন্যোদয় হয় না। সেই চৈতন্যোদয় ঘটিলেই সাধক মনের বশবর্ত্তিতা বর্জ্জন করিবার জন্য যত্নশীল হন ও 'বুদ্ধি'-অবলম্বনে মনোনিগ্রহ করত 'ষড়ঙ্গ শরণাগতি' সহকারে ভজনে অগ্রসর হন। এইবার তাহার প্রকৃতপ্রস্তাবে ভজন হইতে থাকে—'উপশাখা'র ছেদন হয় ও 'মূলশাখা' পুষ্ট হইতে থাকে। কেবল হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বাণী অবলম্বনেই সেই 'বুদ্ধি' সর্ব্বদা ভজনোপযোগী হইয়া থাকে ও ইতর-সঙ্গ ঘটিলেই সেই বুদ্ধি শিথিল হইয়া পড়ে—তাহাও সাধক নিজ অভিজ্ঞতা-দ্বারা উপলব্ধি করেন। সাধুসঙ্গেই মাত্র বুদ্ধিকে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়া তদাশ্রয়ে সকলপ্রকার দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করত ভজন করিতে থাকিলে তবেই প্রকৃতপক্ষে অনর্থ-সমূহ দূরীভূত হইতে থাকে ও সাধক 'অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া'র স্তর অতিক্রম-পূর্ব্বক 'নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া'য় প্রবেশাধিকার লাভ করেন।]। ১১॥

ইতি "মাধুর্য্য কাদম্বিনী"-গ্রন্থে ভক্তির—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়া, এই ক্রমত্রয় বর্ণনপূর্ব্বক 'ভজন-ক্রিয়ার ভেদ-কথন' নামক দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টির ব্যাখ্যা-মূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥২॥

তৃতীয়ামৃত-বৃষ্টিঃ

অথানর্থানাং নিবৃত্তিঃ। তে চানর্থাশ্চতুর্ব্বিধাঃ—দুষ্কৃতোত্থা সুকৃতোত্থা অপরাধোত্থা ভক্ত্যুত্থাশ্চেতি। তত্র দুষ্কৃতোত্থা দুরভিনিবেশ-দ্বেষ-রাগাদ্যাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ক্লেশা এব। সুকৃতোত্থা ভোগাভিনিবেশা বিবিধা এব। তে চ ক্লেশান্তঃপাতিন ইতি কেচিৎ। অপরাধোত্থা ইত্যত্র নামাপরাধা এব গৃহ্যন্তে। সেবাপরাধানান্তু নামভিস্তত্তন্নিবর্ত্তক-স্তোত্র-পাঠৈঃ সেবা-সাতত্যেন চ ভব্যস্য বিবেকিনঃ প্রায়ঃ প্রতিদিনমেবোপশমেনাঙ্কুরীভাবানুপলব্ধেঃ। কিন্তু তত্তদুপশম-

চতুর্ব্বিধ অনর্থ এবং তৎবিবরণ

অনন্তর অনর্থসমূহের নিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। সেই অনর্থ চারিপ্রকার,—দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত ও ভক্তি-জাত। তন্মধ্যে যেটী **দুষ্কৃত-জাত** (পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুষ্কৃত অর্থাৎ অসৎকর্ম্ম হইতে জাত) **অনর্থ**, তাহা হইল মন্দবিষয়ে অভিনিবেশ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি পূর্ব্বে কথিত ক্লেশসমূহ। '**সুকৃত-জাত অনর্থ**'—বিবিধ প্রকার (দেহ-মনোধর্ম্ম বিষয়ক) ভোগের বিষয়ে অভিনিবেশ। কেহ কেহ ইহাদিগকেও ক্লেশের অন্তর্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। *[যেমন,'পাতঞ্জল-দর্শনে' সাধনপাদ-১৪, ১৫ সূত্রে—পাপকর্ম্মের ফলে দুঃখভোগ এবং পুণ্যকর্ম্ম-জন্য সুখভোগ—উভয়ই পরিণামবিশিষ্ট, তাপদায়ক এবং সংস্কার- উৎপাদক বলিয়া ক্লেশকর—এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।]* '**অপরাধ-জাত অনর্থ**' বলিতে এস্থলে নামাপরাধসমূহই গৃহীত হইয়াছে (সেবাপরাধ নহে)। সেবাপরাধ-সমূহ

নাম-স্তোত্রপাঠ-সেবা দ্বারা সেবাপরাধের উপশম-যোগ্যতা

কিন্তু সজ্জন, বিবেকী ব্যক্তির হরিনামাশ্রয়- দ্বারা, সেই সেই অপরাধ-নিবারক স্তোত্রসমূহ-পাঠদ্বারা এবং সেবার নৈরন্তর্য্য-হেতু প্রায় প্রতিদিনই উপশম হয় বলিয়া সে-সব অপরাধ অঙ্কুরিত হয় না। *[শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্'-এর "**বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি**" শ্লোকে বলা হইয়াছে,—'হে কৃষ্ণ! তোমার ২টী স্বরূপ—'বাচ্য' (শ্রীবিগ্রহ) ও 'বাচক' (শ্রীনাম); জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃত-অপরাধী (সেবাপরাধী) হইয়া বাচক-স্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবা মাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎ-প্রেমসুখে নিমজ্জিত হন।']* কিন্তু অপরাধ-

সম্ভব-বলেন তত্র সাবধানতা-শৈথিল্যে সেবাপরাধা অপি নামাপরাধা এব স্যুঃ। তথাহ্যুক্তম্—"**নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিরিতি।**" তত্র নাম ইত্যুপলক্ষণং ভক্তিমাত্রস্যৈবোপশমকস্য। ধর্ম্মশাস্ত্রেঽপি প্রায়শ্চিত্ত-বলেন পাপাচরণে ন তস্য পাপস্য ক্ষয়ঃ প্রত্যুত গাঢ়তৈব। নন্বেবং—"**ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি**" ইতি "**বিশেষতো দশার্ণোঽয়ং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদ**" ইত্যাদি বাক্য-বলেন তত্তদঙ্গানামননুষ্ঠানে বৈকল্যাদাবপি বা জাতে নামাপরাধঃ প্রসজ্জেত।

নাম্নবলে পাপে নাম্নাপরাধত্ব

উপশমের উপায়-বলে সেই সেই অপরাধ-বিষয়ে যদি সাবধানতার শৈথিল্য ঘটে, তবে সেই সেবাপরাধও শেষে নামাপরাধরূপেই গণ্য হইয়া থাকে। এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—"**নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ**" (হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত পাদ্ম-বাক্য)—'নামের বলে যাহার পাপাচরণে বুদ্ধি হয়' (অর্থাৎ হরিনাম যেহেতু পাপবিনাশক, সেহেতু নামাশ্রয়-পূর্ব্বক পাপাচরণ করা যাউক্—এইরূপ বুদ্ধিতেই নামের প্রতি অপরাধ হয়)। এস্থলে 'নাম্নো বলাদ্'—এই বাক্যে 'নাম'-উপলক্ষণে কেবল 'নাম'ই নহে, পরন্তু পাপ-উপশমকারী ভক্তির অঙ্গ মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। *['উপলক্ষণ'—'স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্' —অর্থাৎ যাহা নিজকে প্রতিপাদন-পূর্ব্বক অন্যকেও প্রতিপাদন করে, তাহা। এস্থলে 'নাম'—এই উপলক্ষণে নাম-বলে পাপাচরণের বুদ্ধি হইতে নামাপরাধ তো হইবেই, আবার 'নাম' ব্যতীতও পাপ-উপশমক অন্যান্য ভক্তির অঙ্গ-বলেও পাপ করিবার বুদ্ধি হইলে তাহাও নামাপরাধ-রূপেই গণ্য হয়, এই অর্থ।]* ধর্ম্মশাস্ত্রেও লক্ষিত হয় যে, প্রায়শ্চিত্ত-বলে পাপাচরণে সেই পাপের ক্ষয় হয় না, বরং গাঢ়তা লাভ করে।

ভক্তিমার্গে অঙ্গ-বৈকল্যেও অপরাধ-হীনতা

যদি বল, '**ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি**' (ভাঃ ১১।২৯।২০)—অর্থাৎ 'হে উদ্ধব! আমার এই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বৈগুণ্যাদি-দ্বারা বিন্দুমাত্রও ধ্বংস হয় না'; আবার, "**বিশেষতো দশার্ণোঽয়ং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদঃ**"—'এই দশাক্ষর-মন্ত্র জপমাত্রেই সিদ্ধি হয়'—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য- বলে সেই সেই অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে অথবা অনুষ্ঠিত হইলেও কিছু দোষ ঘটিলে তাহাতে

মৈবম্। নাম্নো বলাদ্ যস্যেত্যত্র পাপে বুদ্ধিশ্চিকীর্ষাদি। তদেব হি পাপং যত্র সতি নিন্দা-প্রায়শ্চিত্তাদি-শ্রবণম্। ন চ কর্ম্মমার্গ ইব ভক্তিমার্গেঽপি অঙ্গ-বৈকল্যাদৌ ক্বাপি নিন্দাশ্রবণমিতি ন তত্রাপরাধশঙ্কা। যদুক্তম্—"**যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।**" ইতি। অত্র নিমীল্যেতি কর্ত্তৃব্যাপার-লিঙ্গেন বিদ্যমানে

নামাপরাধই হইয়া থাকে। তদুত্তর এই যে,—না, ইহা এইপ্রকার নহে। "**নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ**"—বলিতে পাপ করিবার ইচ্ছা বুঝাইতেছে; এবং সেইটীই পাপ, যেস্থলে নিন্দা, প্রায়শ্চিত্ত-বিধান ইত্যাদি শ্রুত হইয়া থাকে। ইহা কর্ম্মমার্গের ন্যায় নহে, ভক্তিমার্গে অঙ্গবৈকল্যাদি হইলেও শাস্ত্রে কোথাও নিন্দা দৃষ্ট হয় না, অতএব সেক্ষেত্রে অপরাধের আশঙ্কা নাই। *[শ্রীল গ্রন্থকার তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দুঃ'-গ্রন্থে দেখাইয়াছেন—ভক্তির কোন কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলেও তাহাতে দোষ হয় না; যেমন, অর্চ্চনাদিতে মুদ্রা, ন্যাস প্রভৃতি, বা দ্বারকা-ধ্যান, রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের পূজা ইত্যাদির বিধান থাকিলেও তাহা রাগানুগ-সাধকগণের ভাবের প্রতিকূল বলিয়া করণীয় নহে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু ভক্তির যাহা 'অঙ্গি'-স্বরূপ, যেমন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, তাহার সম্বন্ধে বৈকল্য ঘটিলে "**শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥**" বাক্য-অনুসারে অবশ্যই দোষ ঘটিয়া থাকে।]*

ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ে বিঘ্ন-শূন্যতা

শাস্ত্রে দেখা যায়,—"**যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥**" (ভাঃ ১১।২।৩৪-৩৫)—অর্থাৎ,'হে রাজন্, অজ্ঞজনগণের পক্ষেও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবান্ যে-সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই সেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে, যে-ধর্ম্ম অবলম্বনে মানব কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত হয় না, এমনকি নেত্রনিমীলন-পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত কিংবা পতিত হইতে হয় না।" এস্থলে "নিমীল্য"

এব নেত্রে মুদ্রয়িত্বা তত্রাপি ধাবন্ পাদন্যাস-স্থলমতিক্রম্যাপি ব্রজন্ ন স্খলেদিতি অক্ষরার্থ-লব্ধের্ভগবদ্ধর্ম্মমাশ্রিত্য তদঙ্গানি সর্ব্বাণি জ্ঞাত্বাপি অজ্ঞ ইব কানিচি-দুল্লঙ্ঘ্যাপি অনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ নাপি ফলাদ্রশ্যেদিত্যেষৈব ব্যাখ্যা উপপদ্যতে। নিমীলনং নামাজ্ঞানং তস্যাপি শ্রুতিস্মৃতী বিষয়াবিত্যেষা তু ন সঙ্গচ্ছতে মুখ্যার্থ-বাধ-যোগাৎ। ন চ ধাবন্ নিমীল্যেত্যেতদেব দ্বাত্রিংশদ-

---

অর্থাৎ 'নিমীলন করিয়া' যে শব্দ আছে—ইহাতে 'কর্ত্তার কৃত কার্য্য'—এই লক্ষণে 'নেত্র বিদ্যমানেও তাহা মুদ্রিত করিয়া' অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিমীলন বুঝাইতেছে। তদুপরি, "ধাবন্"—এই শব্দে পাদনিক্ষেপের যে স্বাভাবিক স্থল, তাহা অতিক্রম করিয়াও গমন করিলে স্খলন হয় না—এরূপ শব্দার্থ লাভ হয়। তদ্রূপ, ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার সকল অঙ্গ জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় কিছু উল্লঙ্ঘন করিয়াও (মূলধর্ম্ম) অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে প্রত্যবায় অর্থাৎ বিঘ্ন হয় না, ফলভ্রষ্টও হইতে হয় না—এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রতিপাদিত হয়। (যদি বল, শ্রীল শ্রীধরস্বামী 'নিমীলন' অর্থে অজ্ঞানতাই বুঝাইয়াছেন। যেমন,

'চক্ষু-নিমীলন'—অর্থ অজ্ঞতা নহে

"নিমীলনং নামাজ্ঞানং। যথাহুঃ—শ্রুতি-স্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতঃ। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। ইতি অজ্ঞাত্বাঽপীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ—'নিমীলন' অর্থে অজ্ঞান; যেমন বলা হয়, 'শ্রুতি-স্মৃতিদ্বয় বিপ্রগণের নেত্রদ্বয়-স্বরূপ। তন্মধ্যে একটী বিকল হইলে 'কাণা' এবং উভয়নেত্র-বিহীন হইলে 'অন্ধ' বলা হয়।' অতএব না জানিয়াও, এই অর্থ; তদুত্তর এই যে,—) 'নিমীলন'-অর্থে শ্রুতি-স্মৃতি-বিষয়ে অজ্ঞানতা—এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, কারণ তাহাতে মুখ্যার্থের বাধা হয়। *[চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা কিন্তু অন্ধত্ব নহে। অতএব এস্থলে শ্রুতি-স্মৃতি-বিষয়ে জ্ঞান বিদ্যমানেও তদনুরূপ আচরণ না করা—ইহাই বুঝায়। 'যান্ আস্থায়'—এইস্থলে 'ক্ত্বাচ্'-প্রত্যয়ে প্রথমে 'ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়'ই লক্ষিত হয়। পশ্চাৎ শ্রীভগবানে অনুরাগবশতঃ (অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা-বশতঃ নহে) কোন কোন (গৌণ) অনুষ্ঠান-বিষয়ে নেত্র-নিমীলনাদি ক্রিয়া—এইরূপ অর্থ হইতেছে। তজ্জন্য তাহার স্খলন বা পতন হয় না। কারণ মূল 'প্রয়োজন'-বিষয়ে নেত্র কখনও নিমীলিত হয় না। যেমন, গম্ভীরায় শয়নরত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহনের জন্য তৎসেবক*

পরাধাভাবমপি ক্রোড়ীকরোত্বিতি বাচ্যম্। যান্ ভগবতা প্রোক্তানুপায়ানাশ্রিত্যে-ত্যুক্তত্বাৎ। **''যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে''** ইত্যাদয়স্তু তত্র নিষিদ্ধা এব। সেবাপরাধে তু **"হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ"** ইত্যাদিষু শ্রূয়ন্ত এব নিন্দাঃ। কিঞ্চ তে নামাপরাধাঃ প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা বা যদি সম্যগনভিজ্ঞাত-প্রকারাঃ স্যুঃ কিন্তু তৎফললিঙ্গেনানুমীয়মানা এব তদা তেষাং নামভিরেবাবিশ্রান্ত-প্রযুক্তৈর্ভক্তিনিষ্ঠায়ামুৎপদ্যমানায়াং ক্রমেণোপশমঃ। যদি তে জ্ঞায়ন্ত এব তদা ত্বস্তি ক্বচিৎ কশ্চিদ্বিশেষঃ॥ ১॥

---

*গোবিন্দ-কর্ত্তৃক তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-উল্লঙ্ঘনে কোন অপরাধরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই এবং ভগবৎপ্রীতি-উৎপাদনরূপ ফল হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয় নাই। তাঁহার এই নিয়ম—"**সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি। স্বনিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥**"—(চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯৬)।]*

শাস্ত্রোক্ত-সেবাপরাধ-সমূহ অপরিত্যাজ্য

যদি বল, ''**ধাবন্ নিমীল্য**''—ইহাতে বত্রিশপ্রকার সেবাপরাধের অভাবও ক্রোড়ীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা সেবাপরাধ ঘটিলেও তাহাতে অসুবিধা নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন,—না, ইহা বলা যাইবে না। কারণ (পূর্ব্বেই) বলা হইয়াছে, —''**যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াঃ**'' অর্থাৎ 'ভগবান্-কর্ত্তৃক কথিত যে উপায়সমূহ', তাহা আশ্রয় করিয়া (পরিত্যাগ করিয়া নহে)। ''**যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে**'' (পদ্ম পুঃ)—'যানে আরোহণ করিয়া বা পাদুকাসহ ভগবদ্‌গৃহে গমন' ইত্যাদি কিন্তু সেস্থলেই (ভগবদ্বাক্যেই) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সেবাপরাধ-বিষয়ে কিন্তু **"হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিপদ-পাংশনঃ"** (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য)—অর্থাৎ 'যে দ্বিপদপশু শ্রীহরির নিকটও অপরাধ

অজ্ঞানকৃত-নামাপরাধ অবিশ্রান্ত নামদ্বারা উপশম্যনীয়

করে'—এইরূপে শাস্ত্রবাক্য-সমূহে নিন্দাই শ্রুত হয়। আবার সেই নামাপরাধ সমূহ প্রাচীন বা আধুনিক—যাহাই হউক্, যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞান-বশতঃ হইয়া থাকে, তবে সেই ফলদ্বারাই অপরাধসমূহকে অনুমান করিতে হইবে। *["হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি 'অপরাধ' তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"—(চৈঃ চঃ আঃ*

যথা ''**সতাং নিন্দেতি**'' দশসু নাম্নঃ প্রথমোঽপরাধঃ। তত্র নিন্দেত্যনেন দ্বেষদ্রোহাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ দৈবাৎ তস্মিন্নপরাধে জাতে ''হন্ত পামরেণ ময়া সাধুষু অপরাদ্ধমিতি'' অনুতপ্তো জনঃ ''কৃশানৌ শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনা এবায়ম্'' ইতি ন্যায়েন তৎপদাগ্র এব নিপত্য প্রসাদয়ামীতি বিষণ্ণচেতসা প্রণতিস্তুতিসম্মানাদিভিস্তস্যোপশমঃ কার্য্যঃ। কদাচিৎ কস্যচন কৈরপি

৮।২৯-৩০)।] তৎকালে অবিরাম-ভাবে নামগ্রহণ-দ্বারা 'নিষ্ঠা'রূপা ভক্তি উৎপন্ন হইলে ক্রমে ক্রমে সেই অপরাধের উপশম হয়। *["**জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥**" (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবচন)—অর্থাৎ, প্রমাদ-বশে কোন নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তন করিতে হইবে।]* যদি সেই সকল অপরাধ জ্ঞানবশতঃই ঘটিয়া থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়॥ ১॥

সাধুনিন্দা—১ম নাম্নাপরাধ

যেমন, ''**সতাং নিন্দা**'' (পদ্মপুরাণ)—অর্থাৎ 'সাধুগণের নিন্দা'—ইহা দশপ্রকার নামাপরাধের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অপরাধ। 'নিন্দা' বলিতে দ্বেষ, দ্রোহাচরণ প্রভৃতিও লক্ষিত হয়। *["**হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥** (স্কান্দবাক্য)।—অর্থাৎ 'বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা ও তাঁহার দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এই ছয়টি অসৎ ক্রিয়াদ্বারা অধঃপতন হইয়া থাকে।' এইসকল প্রকারেই বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিয়া থাকে।]*

বৈষ্ণবাপরাধে অনুতাপ-পূর্ব্বক তৎপ্রীতি-বিধান

বৈষ্ণবগণের প্রতি সেইরূপ কোন অপরাধ দৈবাৎ ঘটিয়া গেলে,—'হায় হায়! আমি কিরূপ পামর! সাধু-গণের নিকট অপরাধ করিলাম।'—এই প্রকারে অনুতপ্ত হইয়া তিনি—'অগ্নিতে দগ্ধ হইলে অগ্নির দ্বারাই শান্তিলাভ হয়' *["কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?"—চৈঃ ভাঃ]*—'এই নিয়মে আমি তাঁহাদের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে তোষণ করিব'—এইরূপে বিষণ্ণচিত্তে প্রণতি, স্তুতি, সম্মানাদি-দ্বারা সেই অপরাধের উপশম করিবেন। কিন্তু কখনও যদি কাহারও কোন প্রকারেই প্রীতি-বিধান

দুষ্প্রসাদনীয়ত্বে বহুদিনমপি তন্ননোভিরোচিন্যনুবৃত্তিঃ কার্য্যা। অপরাধস্যাতিমহত্ত্বাৎকথঞ্চিৎ তয়াপ্যনিবর্ত্ত্যকোপত্বে "ধিঙ্মামক্ষীণভক্তাপরাধং নিরয়কোটিষু পতন্তম্" ইতি নির্ব্বিদ্য সর্ব্বং পরিত্যজ্য সমাশ্রয়ণীয়া নাম- সংকীর্ত্তন-সন্ততিস্তয়া চ মহাশক্তিমত্যাবশ্যমেব কালে ততঃ স্যাদেবোদ্ধারঃ। ''কিং মে মুহুর্মুহুরেব পাদপতনাদিভিঃ স্বাপকর্ষ-স্বীকারেণ; **'নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্**' ইত্যস্যৈব পরমোপায়ঃ স এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ" ইতি ভাবনায়াং পূর্ব্ববদেব পুনরপি নামাপরাধঃ। ন চ **'কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্**' ইত্যাদি সম্পূর্ণধর্ম্মকা এব সন্তস্তেষামেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যম্। ''সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ'' ইতি তৎপ্রকরণবর্ত্তিনা বচনেন তাদৃশ-

---

সম্ভব না হয়, তবে বহুদিন ধরিয়া তাঁহার মনের অভিরুচি-অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। আবার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধবশতঃ কোনভাবেও তাঁহার কোপ শান্ত করিতে না পারিলে,—'ধিক্ আমাকে! ভক্তের প্রতি এরূপ অপরাধ যথার্থই ক্ষীণ হইবার নহে। সেইহেতু কোটী কোটী নরকে আমার পতন হউক্'—এইরূপে নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া সকল প্রকার নিন্দা, অসৎচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অবিরাম নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই আশ্রয় করিবেন। মহাশক্তিমান্ সেই সঙ্কীর্ত্তন-বলে যথাকালে অবশ্যই তাহা হইতে তিনি উদ্ধার লাভ করিবেন।

অনুতাপহীন অপরাধীর নামাশ্রয়েও অপরাধত্ব

(কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি যদি এইরূপ চিন্তা করেন—) 'মুহুর্মুহুঃ পদতলে পড়িয়া, বন্দনাদি করিয়া নিজেকে হেয় করিবার কি প্রয়োজন? কারণ শাস্ত্রে আছে—''**নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্**" (হঃ ভঃ বিঃ-১১শ বিলাস) অর্থাৎ, 'নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ শ্রীনামই হরণ করেন', অতএব সেই পরম উপায় শ্রীনামাশ্রয়ই বরং কর্ত্তব্য'—এইরূপ ভাবনা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় (নামবলে পাপবুদ্ধি হেতু) নামাপরাধই হইয়া থাকে।

কৃপালুত্বাদি-রাহিত্যেও ভগবদ্ভক্তের সাধুত্ব

যদি বল, ''**কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্**" (ভাঃ ১১।১১।২৯) অর্থাৎ 'সাধু—কৃপালু, সর্ব্বভূতে বিদ্বেষহীন, ক্ষমাশীল প্রভৃতি'—এইরূপে শাস্ত্রে উল্লিখিত সম্পূর্ণ গুণযুক্ত ব্যক্তিই সাধু এবং তাঁহাদের নিন্দাই অপরাধজনক, তদুত্তর এই যে,—না, ইহা বলা

দুশ্চরিতানামপি ভগবন্তং ভজতাং কৈমুতিক-ন্যায়েন সচ্ছব্দ-বাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ। কিঞ্চ কশ্চিন্মহাভাগবতত্বাৎ মহাপরাধিন্যপি যদ্যপি ন কুপ্যতি তদপি তত্রাপরাধবতা স্বশুদ্ধ্যর্থং প্রণত্যাদিভিরনুবর্ত্তনীয়ঃ এব সঃ। ''**সের্য্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ত-তেজঃসু তদেব শোভনম্**" ইতি সতাং বাক্যেন তচ্চরণরেণুনামসহিষ্ণুতয়া তৎফল-প্রদত্বাবগমাৎ। কিঞ্চ দুরবগম-নিষ্কারণকে কাচিৎ

যাইবে না। কারণ, সর্ব্বাচারবর্জ্জিত, শঠবুদ্ধি, ব্রাত্য (বেদব্রত-চ্যুত), জগদ্বঞ্চক—এইরূপ দুরাচারগণ পর্য্যন্ত ভগবানকে ভজন করিলে সেই প্রকরণবর্ত্তী (''অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।"—গীঃ ৯।৩০) বাক্যবলে 'কৈমুতিক-ন্যায়ে' সাধু-নামেই অভিহিত হন্। *[কৈমুতিক ন্যায়'—যে ভার দুর্ব্বল ব্যক্তি বহন করিতে পারে, তাহা বহনে সবল ব্যক্তি অবশ্যই সমর্থ। পূর্ব্ববাক্যের অর্থদ্বারা পরবাক্যের অর্থকে সংস্থাপনে বা নিবারণে এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ যেস্থলে সুদুরাচারী ব্যক্তিও সম্যক্ ভগবদ্ভজন করিলে তাঁহাকে সাধুরূপে মনন করিতে হয়, সেস্থলে ভগবদ্ভক্তে আপাতদৃষ্টিতে কৃপালুতা, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সদ্‌গুণ না দেখা গেলেও তাঁহারা সাধুরূপেই বিবেচনীয় এবং তাঁহাদের নিকট কৃত অন্যায়ও অপরাধরূপেই গণ্য। চতুর্থামৃত-বৃষ্টির সর্ব্বশেষে ইহার সুষ্ঠু সমাধান দেখিতে পাওয়া যায়।]*

মহাভাগবত-চরণরেণুর অসহিষ্ণুতা

আবার, কোন মহাভাগবতের চরণে মহাপরাধ কৃত হইলে তিনি যদিও অপরাধীর প্রতি কুপিত হন না, তথাপি সেই অপরাধী ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য প্রণতি, স্তুতি ইত্যাদি-দ্বারা তাঁহার অনুগমন করিবেন। *[শ্রীগৌর-শক্তি শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত প্রভু জগৎশিক্ষার জন্য বাহ্যে বিষয়ীর ন্যায় প্রতীয়মান মহাভাগবত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর প্রতি মানসে অবজ্ঞা-জনিত অপরাধের জন্য তাঁহার অনুগমনের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।]* শাস্ত্রে আছে—''**সের্য্যং মহাপুরুষ-পাদপাংশুভির্নিরস্ত-তেজঃসু তদেব শোভনম্**" (ভাঃ ৪।৪।১৩) অর্থাৎ 'মহাপুরুষগণের পদরেণুসমূহ মহৎপ্রতি অপরাধীর তেজ নাশ করিয়া থাকে; অসৎ ব্যক্তিগণের পক্ষেই মহৎবিদ্বেষ শোভনীয়, (কারণ ইহাতে তাহাদের সমুচিত ফল লাভ হইয়া থাকে)'—সজ্জনগণের এইরূপ বাক্য হইতে জানা যায় যে, মহাপুরুষের

কৃপাদৃষ্টৌ প্রভবিষ্ণৌ স্বচ্ছন্দ-চরিতে ক্বচিন্মহাভাগবতমৌলৌ তু ন কাপি মর্য্যাদা পর্য্যাপ্নোতি। যথা শিবিকাং বাহয়তি কটূক্তি-বিষবর্ষিণ্যপি রহূগণে শ্রীজড়ভরতস্য কৃপা। যথা চ পাষণ্ডধর্ম্মাবলম্বিনি স্বহিংসার্থমুপসেদুষি দৈত্য-সমূহে উপরিচরস্য বসোশ্চেদিরাজস্য। যথা বা মহাপাপিনি স্বললাটে রুধির-পাতিন্যপি মাধবে প্রভুবরস্য নিত্যানন্দস্যেতি। এবমেব গুরোরবজ্ঞা ইত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিত্যত্রৈবং বিবেচনীয়ম্॥ ২॥

চৈতন্যং হি দ্বিবিধং ভবতি স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ। তত্র প্রথমং সর্ব্বব্যাপক-মীশ্বরাখ্যং, দ্বিতীয়ং দেহমাত্রব্যাপিশক্তিকং জীবাখ্যমীশিতব্যম্। ঈশ্বরচৈতন্যং

চরণে অপরাধ কৃত হইলে চরণরেণুসমূহ উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অপরাধের ফল প্রদান করেন।

মহাভাগবতগণের কৃপাবিষয়ে স্বতন্ত্রতা

আবার দুর্ব্বোধ কোন কারণবশতঃ এবং বিনা কারণেও কৃপাদৃষ্টি-দানে যিনি সমর্থ ও স্বতন্ত্র-স্বভাববিশিষ্ট, সেরূপ কোন মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠের পক্ষে কিন্তু কোন বিধিনিষেধই যোগ্য নহে। উদাহরণ-স্বরূপে যেমন,—শিবিকা বহন করাইয়া কটূক্তিরূপ-বিষবর্ষণ করিলেও রহূগণ প্রতি মহাভাগবতপ্রবর শ্রীজড়ভরতের কৃপা। যেমন, —হিংসার্থে উপনীত পাষণ্ড-ধর্ম্মাবলম্বী দৈত্যগণের প্রতি চেদিরাজ উপরিচর বসুর কৃপা। যেমন,—স্বীয় ললাটে রক্তপাতকারী মহাপাপী মাধবের (মাধাই) প্রতি প্রভুবর শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা।

গুর্ব্ববজ্ঞা ও দ্বিতীয় নাম্নাপরাধ

গুর্ব্ববজ্ঞারূপ (তৃতীয়) নামাপরাধ-বিষয়েও সাধুনিন্দার ন্যায় এইপ্রকারই জানিতে হইবে। *[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থরত্নে নামাপরাধ, সেবাপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে সুবিস্তৃতরূপে বর্ণনা আছে। নামাশ্রয়ী ব্যক্তি মাত্রেরই উক্ত গ্রন্থ আলোচ্য।]* "**শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।**" (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য)—'যে ব্যক্তি এই সংসারে শ্রীবিষ্ণু ও শিবের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতিতে বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভিন্নভাবে দর্শন করেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামের নিকট অপরাধ করে।'—দ্বিতীয় নামাপরাধ বর্ত্তমানে এইপ্রকারে বিবেচনীয়॥ ২॥

দ্বিবিধং মায়াস্পর্শরহিতং, লীলয়া স্বীকৃতমায়াস্পর্শঞ্চ তত্র প্রথমং নারায়ণাদ্যভিধম্। যদুক্তম্—"**হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর**" ইতি। দ্বিতীয়ং শিবাদ্যভিধম্। যদুক্তম্—"**শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত**" ইতি। অত্র গুণসংবৃত-লিঙ্গেনাপি তস্য জীবত্বং নাশঙ্কনীয়ম্। "**ক্ষীরং যথা দধিবিকার-বিশেষ-যোগাৎ, সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি**" ইতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ।

'ঈশ্বর' ও 'জীব'-নামে দ্বিবিধ চৈতন্য

'চৈতন্য' দুই প্রকার—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটী 'ঈশ্বর'-নামক সর্ব্বব্যাপক স্বতন্ত্র-চৈতন্য এবং দ্বিতীয়টী 'জীব'-নামক ঈশ্বরাধীন দেহমাত্রব্যাপী অস্বতন্ত্র-চৈতন্য। 'ঈশ্বর-চৈতন্য' আবার দুই প্রকার—মায়াস্পর্শরহিত (অর্থাৎ তুরীয়তত্ত্ব) এবং লীলাবশে স্বেচ্ছায় মায়াস্পর্শ-স্বীকারকারী। তাহার মধ্যে প্রথম মায়াস্পর্শ-রহিত ঈশ্বর-চৈতন্য—নারায়ণাদি-নামে অভিহিত।

নারায়ণ—মায়াস্পর্শ-রহিত ঈশ্বর-চৈতন্য

যেহেতু, শাস্ত্রে কথিত আছে,—"**হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ**" (ভাঃ ১০।৮৮।৫) অর্থাৎ 'শ্রীহরিই প্রকৃতির অতীত ও সাক্ষাদ্ গুণাতীত পুরুষ'। দ্বিতীয় মায়াস্পর্শ-স্বীকারকারী ঈশ্বর-চৈতন্য—শিবাদি নামে অভিহিত। তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,—"**শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত**" (ভাঃ ১০।৮৮।৩) অর্থাৎ, 'শিব নিরন্তর মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণকর্ত্তৃক সংবৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত' ('নিজাংশে-কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি। সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরি॥'—চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩০৭)। এস্থলে 'গুণ-সংবৃত'—এই বাক্যে তাঁহার জীবত্ব আশঙ্কা করিতে হইবে না। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে,—"**ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষ-যোগাৎ, সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি**" অর্থাৎ 'বিকার-বিশেষ যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে তাহা পৃথক্ তত্ত্ব হয় না। সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি।"

শিব—মায়াস্পর্শ-অঙ্গিকারী ঈশ্বর-চৈতন্য

অন্যত্র চ পুরাণাগমাদিষু বহুত্র ঈশ্বরত্বেন প্রসিদ্ধেশ্চ। যত্তু "**সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা**" ইত্যত্র **"স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরা"** ইত্যনেন তৎসাধারণ্যাৎ ব্রহ্মণ্যপীশ্বরত্বমবগম্যতে তদীশ্বরাবেশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। "**ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু**

*["**সতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ**"—(সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসার')—'একটী সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্যতত্ত্বের উদয় হইলে তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি তাহাই 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম।'(জৈঃধঃ)। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত শ্লোকের শ্রীল জীব-গোস্বামি-কৃত টীকায় দেখা যায়,—'কার্য্যকারণ-ভাবমাত্রাংশো দৃষ্টান্তোঽয়ং দার্ষ্টান্তিকস্য কারণস্য নির্ব্বিকারত্বাৎ'—অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-সম্বন্ধী কারণরূপ শ্রীগোবিন্দ অবিকারী বলিয়া বিকারের দৃষ্টান্ত এস্থলে কেবল কার্য্যকারণ-ভাবমাত্রেই জানিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শম্ভুর ঈশ্বরতা ভগবানের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও পরতন্ত্র, সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থশক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনী-মিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত 'স্বাংশভাবাভাস' স্বরূপই — ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন।"]*

এইরূপ অন্যত্র বহু পুরাণ ও আগমাদিতেও শ্রীশিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে।

ব্রহ্মা—ঈশ্বরশক্তি-দ্বারা আবিষ্ট জীব

আবার, শ্রীমদ্ভাগবতে "**সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি-সংজ্ঞাঃ**" (ভাঃ ১।২।২৩) শ্লোকে—'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরমপুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন,'—এইরূপ বর্ণনায় সাধারণী-করণ ঘটায় ব্রহ্মারও যে-ঈশ্বরত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা ঈশ্বর-শক্তির আবেশজনিত জানিতে হইবে। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতায়ও তাহা উল্লিখিত আছে, —"**ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ, স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।**

নিজেষু তেজঃ, স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ড-বিধানকর্ত্তা" ইতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ। তথা—"**পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নি-স্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।**" ইত্যত্র তমসঃ সকাশাৎ রজসঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বস্তুতো রজসি ধূমস্থানীয়ে শুদ্ধতেজঃস্থানীয়স্যেশ্বরস্যা-নুপলব্ধেশ্চ। সত্ত্বে সংজ্বলনাগ্নৌ শুদ্ধতেজসঃ সাক্ষাদিব পার্থিবে দারুস্থানীয়ে তমস্যপি তস্যান্তর্হিততয়োপলব্ধিরস্ত্যেব। তৎকার্য্য-সুষুপ্তৌ নির্ভেদজ্ঞান-সুখানুভব ইবেত্যাদি বিচার্য্য তত্ত্বমবসেয়ম্।

ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা"—অর্থাৎ, 'সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকান্ত প্রমুখ নিজ প্রস্তরসমূহে স্বীয় তেজকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন। সেইরূপ যে আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ কোন সমর্থ-জীবে শক্তিস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মারূপে জগদণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) রচনা করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি', *["ভক্তিমিশ্র-কৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম। রজোগুণে বিভাবিত করি তাঁর মন॥ গর্ভোদকশায়িদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'। ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২০অঃ।]*

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—"**পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।**" (ভাঃ ১।২।২৪)

রজঃ হইতে তমোগুণের একটী বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব

—অর্থাৎ 'পার্থিব অর্থাৎ প্রকাশরহিত চেতনাহীন জড়কাষ্ঠ হইতে ঈষৎ প্রকাশক (অর্থাৎ ঈষৎ কর্ম্মসাধক) ধূম শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার সাক্ষাদ্ভাবে বস্তুর প্রকাশক বেদত্রয়ী-ময় (অর্থাৎ বেদত্রয়-অনুসারে যজ্ঞাদি ক্রিয়াসাধক) অগ্নি শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ, লয়াত্মক যে তমোগুণ তাহা অপেক্ষা সত্ত্বের সান্নিধ্য-হেতু রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও ব্রহ্মদর্শনের দ্বারস্বরূপ সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ।' এস্থলে তমঃ অপেক্ষা রজোগুণের শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ধূমস্থানীয় রজোগুণে কিন্তু শুদ্ধ তেজঃস্থানীয় ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপ সত্ত্বগুণে শুদ্ধ তেজরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতের ন্যায় দারু-স্থানীয় তমোগুণেও তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তবে তাহা আচ্ছাদিতরূপে। (সেই আচ্ছাদিত উপলব্ধি কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে,—) তমো-গুণের কার্য্য যে সুষুপ্তি, উহাতে সুখানুভবের ন্যায়ই নির্ভেদজ্ঞান-জনিত ঈশ্বর-উপলব্ধি হইয়া থাকে—এইরূপে বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে।

অথেশিতব্যং চৈতন্যঞ্চ স্বদশাভেদেন দ্বিবিধম্; অবিদ্যয়াবৃতমনাবৃতঞ্চ। তত্রাবৃতং দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি। অনাবৃতং দ্বিবিধম্—ঈশ্বরৈণেশ্বর্য্যশক্ত্যা-নাবিষ্টমাবিষ্টঞ্চ। অনাবিষ্টং স্থূলতো দ্বিবিধম্; জ্ঞানভক্তি-সাধনবশাৎ ঈশ্বরে

[তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্য-বিচারে সত্ত্বগুণ ও উহার অধিষ্ঠাতা—শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তমঃ অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ—এই বিচারে তত্তৎ অধিষ্ঠাতা শিব অপেক্ষা যে ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হয়, সেস্থলে শ্রীল গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে—রজোগুণ বিক্ষেপাত্মক এবং ধূম-স্থানীয়; তমোগুণ—সুষুপ্ত্যাত্মক এবং দারু-স্থানীয়। ধূম—অগ্নির বিকার, কিন্তু ধূম-মধ্যে শুদ্ধ অগ্নির অভাব; অপরদিকে দারু-মধ্যে অগ্নি সুপ্তরূপে বিরাজমান, দারু ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে অগ্নি প্রকাশিত হয়; সুতরাং ধূম অপেক্ষা দারু শ্রেষ্ঠ। পুনরায়, রজোগুণ—বিক্ষেপাত্মক; সংসারাসক্তি-হেতুই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, 'বিক্ষেপ' থাকিলে ভগবদ্ধ্যান হয় না। অপরদিকে 'সুষুপ্তি' —অসংসারিত্ব ও কেবলাত্ম-অনুভব সূচক; সুষুপ্তি-মধ্যে সুখ অনুভূত হয়, তাহা ঈশ্বরের সহিত নির্ভেদ-জ্ঞান-জনিত সুখের ন্যায়। সেহেতু দারু-স্থানীয় সুষুপ্ত্যাত্মক তমোগুণ—ধূম-স্থানীয় বিক্ষেপাত্মক রজোগুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এরূপ বিচারে তমোগুণ-অঙ্গিকারী শ্রীশিব রজোগুণ-বিভাবিত শ্রীব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই—এই অর্থ।]

জীব-চৈতন্যের দ্বিবিধতা

অনন্তর ঈশ্বরাধীন 'জীব'-নামক অস্বতন্ত্র-চৈতন্য সম্বন্ধে বর্ণনা হইতেছে। তাহা স্বীয় দশাভেদে দুই প্রকার,—অবিদ্যা-দ্বারা **আবৃত** ও **অনাবৃত**। *['স্বীয় দশাভেদে' বলিবার কারণ এই যে, জীব-স্বরূপে বস্তুতঃ অবিদ্যার কোনই স্থান নাই। কিন্তু ভগবদিচ্ছাবশতঃ তাহাদের অবিদ্যাদ্বারা আক্রান্ত-যোগ্যতা থাকায় স্ব-স্ব স্বতন্ত্রতাবশে অবিদ্যা-দ্বারা আক্রান্ত এবং অনাক্রান্ত—এইরূপ অবস্থা-বিচারে মাত্র ভাগ করা হইয়াছে, স্বরূপ-বিচারে নহে। স্বরূপতঃ জীব মাত্রই শুদ্ধ এবং 'নিত্য কৃষ্ণদাস'।]* **অনাবৃত জীব-চৈতন্য** দুইপ্রকার—ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি-দ্বারা **আবিষ্ট** ও **অনাবিষ্ট**। তন্মধ্যে অনাবিষ্ট জীব-চৈতন্য স্থূলতঃ দুইপ্রকার—জ্ঞানভক্তি-সাধনবশে ঈশ্বরে লীন এবং (শুদ্ধভক্তি-সাধনবশে নিত্য-সেব্যের সেবকরূপে) তাঁহাতে অ-লীন।

লীনমলীনঞ্চ। প্রথমং শোচ্যং; দ্বিতীয়ং তন্মাধুর্য্যাস্বাদাশোচ্যম্। আবিষ্টঞ্চ দ্বিবিধম্—চিদংশভূত-জ্ঞানাদিভির্মায়াংশভূত-সৃষ্ট্যাদিভিশ্চেতি। প্রথমং চতুঃসনাদি; দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাদীতি। এবঞ্চ বিষ্ণু-শিবয়োরভেদ এব প্রসক্ত-

অবিদ্যা-মুক্ত জ্ঞানীর ব্রহ্মে লীন, কিন্তু ভক্তের ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন

প্রথমটী শোচনীয় এবং দ্বিতীয়টীতে ভগবন্নাম রূপ-গুণ-লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন-যোগ্যতা থাকায় তাহা অশোচ্য অর্থাৎ পরমানন্দময়। *[অদ্বৈতবাদিগণ জড়বিশেষতাকে হেয় ও দুঃখজনক জানিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনপর জ্ঞানযোগে সাধন করেন ও অবশেষে নির্ব্বিশেষ মায়াতীত যে-ব্রহ্মে লয় লাভ করেন, তাহা বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা-জাত জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশ। তাহাতে কেবল মায়িক সম্বন্ধ-জনিত দুঃখের আত্যন্তিক মোচন হয় মাত্র। ব্রহ্মানন্দ-নামে পরিচিত এই আনন্দ জীবের স্বরূপানুবন্ধি-ভগবদ্দাসত্ব-জনিত চিদানন্দ-রূপ মহাসমুদ্রের তুলনায় 'গোষ্পদ' মাত্র। তাই এরূপ সাযুজ্য জীবের জন্য শোচনীয়। **"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"** (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)—শ্রীহরি-কর্ত্তৃক হত অসুরগণও এই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। সুতরাং তাহা প্রশংসনীয় নহে। সেই সাযুজ্য 'বনে লীনা বিহঙ্গাঃ'—এই ন্যায়ানুসারে জীবের চিৎসত্ত্বা বজায় থাকিয়াই ব্রহ্মে একীভূত অবস্থামাত্র, ব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিক একত্ব নহে। যদি ব্রহ্মবাদিগণ ভগবদ্বিগ্রহকে 'অনিত্য', 'মায়িক' ইত্যাদি বিচার করত অবজ্ঞা করে, তবে এইরূপ সাযুজ্যও সুদূর-পরাহত হয়, বরং তাঁহাদিগকে যম যাতনার পাত্র হইতে হয়। **"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ডী॥"**—(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৭)। অপরদিকে যোগসাধন-দ্বারা যোগিগণ ঈশ্বরবিগ্রহে যে লীনত্ব লাভ করেন, সেই 'ঈশ্বর-সাযুজ্য' কিন্তু ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও নিন্দনীয়। **"ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥"**—চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৭০।]*

শক্ত্যাবিষ্ট জীব পুনরায় দ্বিবিধ

ঐশ্বরিক শক্তি-দ্বারা আবিষ্ট জীব-চৈতন্য পুনরায় দুইপ্রকার—১) ঈশ্বরের 'চিদ্'-অংশভূত 'জ্ঞান'াদি শক্তি-দ্বারা আবিষ্ট চতুঃসনাদি এবং ২) মায়াংশভূত 'সৃজন'াদি শক্তিদ্বারা আবিষ্ট ব্রহ্মাদি। এইরূপে চৈতন্যের একরূপত্ব-হেতু অর্থাৎ উভয়েই

শৈচতন্যৈক-রূপ্যাৎ। নিষ্কামৈরুপাস্যত্বানুপাস্যত্বে তু নির্গুণত্ব-সগুণত্বাভ্যামে-বেত্যবগন্তব্যম্। বিষ্ণুব্রহ্মাদ্যোস্তু ভেদ এব চৈতন্য-পার্থক্যাদেব। ক্বচিত্তু সূর্য্যস্য তদাবিষ্ট-সূর্য্যকান্ত-মণেরভেদ ইব বিষ্ণুব্রহ্মণোরভেদশ্চ পুরাণবচনেষু দৃষ্টঃ। কিঞ্চ ক্বচিন্মহাকল্পে শিবোঽপি ব্রহ্মেব ঈশ্বরাবিষ্টো জীব এব ভবেৎ। যদুক্তম্—**"ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব"** ইতি। অতএব—**"যস্তু নারায়ণং**

বিষ্ণু ও শিব অভেদ হইলেও বিষ্ণুই উপাস্য

'ঈশ্বর-চৈতন্য' বলিয়া বিষ্ণু ও শিবের অভেদত্বই সঙ্গত হয়। তথাপি নিষ্কাম-সাধকগণের পক্ষে তাঁহাদের উপাস্যত্ব ও অনুপাস্যত্ব নির্গুণত্ব ও সগুণত্বের বিচার দ্বারাই জানিতে হইবে। *[শ্রীবিষ্ণু ও শিবের অভেদত্ব নিরূপিত হইলেও উভয়েই উপাস্য, এরূপ নহেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু—নির্গুণ, অতএব উপাস্য। কিন্তু শিব—সগুণ বলিয়া উপাস্য নহেন। "**সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাঃ**"(ভাঃ ১।২।২৩) শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত 'সারার্থদর্শিণী' টীকায় ইহার সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ: এক আদিপুরুষ শ্রীহরি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কিন্তু বিষ্ণুই ভজনীয় অর্থাৎ উপাস্য। এস্থলে বিষ্ণু সত্ত্বের নিয়ামক-রূপে সত্ত্বের সমীপে মাত্র অবস্থান করেন,—যুক্ত হয়েন না, অর্থাৎ সগুণ হয়েন না। এরূপ অবস্থান-দ্বারাই বিশ্বের পালনরূপ ধর্ম্ম ঔদাসীন্য-ভাবে তাঁহার মধ্যে নিহিত থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার নির্গুণত্ব ব্যাহত হয় না। অপরদিকে রজঃ তমোগুণে সংযোগ-সম্বন্ধহেতু ব্রহ্মা ও শিবের সগুণত্বই নিরূপিত হয়। তন্মধ্যে শিবের বৈশিষ্ট্য এই যে, শিব—ঈশ্বর-চৈতন্য। কিন্তু ব্রহ্মা—জীব-শক্তি জাত চৈতন্য। তবে উভয়েই সগুণ বলিয়া নিষ্কাম-সাধকগণের দ্বারা উপাস্য নহেন। কারণ, নির্গুণ বস্তুর উপাসনায়ই মাত্র উপাসকের নির্গুণত্ব লাভ হয়—সগুণ বস্তুর উপাসনায় তাহা লাভ হয় না। "**হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥**" (ভাঃ ১০।৮৮।৫)।]*

ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্য—এইরূপে চৈতন্যের পার্থক্যবশতঃ বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার মধ্যে ভেদ জানিতে হইবে। কোন কোন পুরাণবচনে বিষ্ণু এবং

দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" ইতি বচনমপি ব্রহ্ম-সাহচর্য্যেণ সঙ্গচ্ছতে ইতি। এবমপর্য্যালোচয়তাং 'বিষ্ণুরেবেশ্বরো ন শিবঃ', 'শিব এবেশ্বরো ন বিষ্ণুঃ' 'বয়মনন্যা নৈব পশ্যামঃ শিবং', 'বয়ঞ্চ ন বিষ্ণুম্' ইত্যাদি বিবাদগ্রস্তমতীনামপরাধে জাতে কালেন কদাচিৎ তত্তাৎপর্য্যালোচন-বিজ্ঞসাধুজন-প্রবোধিতত্বে তেষামেব শিবস্য ভগবৎস্বরূপাদ-ভিন্নত্বেন লব্ধপ্রতীতীনাং নামকীর্ত্তনেনৈবাপরাধক্ষয়ঃ।

কখনও ঈশ্বরাবিষ্ট জীবের ব্রহ্মাবৎ শিবত্ব

ব্রহ্মার যে অভেদত্ব দৃষ্ট হয় তাহা সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির অভেদত্বের ন্যায়। আবার কোন মহাকল্পে ব্রহ্মার ন্যায় ঈশ্বর-শক্ত্যাবিষ্ট জীবও শিবত্ব লাভ করেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে,—**"কচিজ্জীব-বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব"**—(লঘু ভাগবতামৃতম্)। অতএব **"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"** (হঃ ভঃ বিঃ ১।১১৭)—অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সঙ্গে নারায়ণদেবকে সমান মনে করে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়'—এই বাক্যও রুদ্রকে ব্রহ্মার সাহচর্য্যেই (অর্থাৎ সমান ধর্ম্মাচরণত্বেই) বিচার করিলে তাহা সঙ্গত হয়। *[অর্থাৎ যে-ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নারায়ণ-সমরূপে বলা হইলে শাস্ত্রানুসারে 'পাষণ্ডী'-রূপে চিহ্নিত হইতে হয়, তাঁহারা উভয়ই জীবকোটীর অন্তর্গত,—ঈশ্বরকোটীর নহেন। "**স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।**" (ভাঃ ৪।২৪।২৯)—শ্রীমহাদেবের নিজ উক্তি—'বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চিতা প্রাপ্ত হন। ততোধিক পুণ্যাতিশয়-দ্বারা জীব আমার ভাব লাভ করেন।' এস্থলে উপযুক্ত জীবের পক্ষে ব্রহ্ম-পদ ও শিব-পদ প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ই জীব-চৈতন্য বলিয়া শ্রীনারায়ণের সমান নহেন। কিন্তু ঈশ্বর-চৈতন্য যে শ্রীমহাদেব, তিনি শ্রীনারায়ণ হইতে অভিন্ন। তিনি বস্তুতঃ ভগবদবতার বলিয়া ভগবৎপার্ষদগণের দ্বারাও সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন।]*

বিষ্ণু ও শিবের ঈশ্বরত্ব-বিষয়ে বিবাদে অপরাধ

এইরূপে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা না করিয়া,—'বিষ্ণুই ঈশ্বর—শিব নহেন', কিংবা 'শিবই ঈশ্বর—বিষ্ণু নহেন', অথবা 'শ্রীবিষ্ণুর আমরা অনন্য ভক্ত, অতএব শিবকে দেখিব না', 'আমরাও

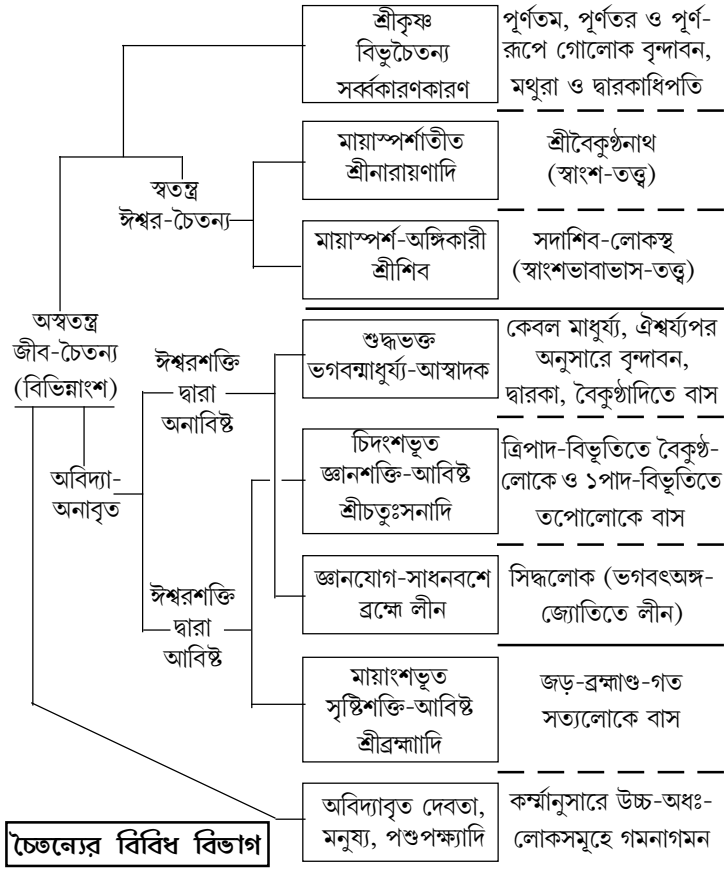

চৈতন্যের বিবিধ বিভাগ

বিষ্ণুকে দেখিব না'—এরূপে পরস্পর বিবাদগ্রস্ত-মতিগণের অপরাধই মাত্র হইতে থাকে। তাঁহারা কোনকালে উক্ত তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনায় কোন অভিজ্ঞ সাধুর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে পর শিবকে ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন-রূপে জানিতে পারেন। তখন (পূর্ব্বের বিবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক) নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই তাহাদের উক্ত অপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে।

এবঞ্চ 'নৈতা ভগবদ্ভক্তিং স্পৃশন্তি বহির্ম্মুখ্যো বিগীতা' ইতি জ্ঞানকর্ম্ম-প্রতিপাদিকাঃ শ্রুতীর্যেনৈব মুখেন নিন্দংস্তেনৈব মুখেন তাস্তদনুষ্ঠাতৃংশ্চ জনান্ মুহুরভিনন্দ্য নামভিরুচ্চৈঃ সংকীর্ত্তিতৈঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দন-রূপাচ্চতুর্থা-পরাধান্নিস্তরেয়ুঃ। যতস্তাঃ শ্রুতয়ো ভক্তিমার্গেঽনধিকারিণঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ পরমরাগান্ধানপি বর্ত্মমাত্রমধ্যারোহয়িতুমুদ্যতাঃ পরমকারুণিকা এবেতি তত্তাৎপর্য্য-বিজ্ঞজন-প্রবোধিতা যদি ভাগ্যবশাদ্ভবেয়ুস্তদৈবেতি। এবমেবান্যেষা-মপি ষণ্ণামাপরাধানামুদ্ভব-নিবৃত্তি-নিদানানি অবগন্তব্যানি॥৩॥

'শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দন' ৪র্থ নাম্নাপরাধ

'এই সকল শ্রুতি ভগবদ্ভক্তিকে স্পর্শও করে না, ইহারা বহির্ম্মুখী (অথবা বহির্ম্মুখকারিণী) তজ্জন্য নিন্দনীয়া'—এইরূপে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিগণকে যে-মুখে নিন্দা করা হইয়া থাকে, সেই মুখেই তাঁহাদিগকে এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানকারি-গণকে মুহুর্মুহুঃ অভিনন্দন করত উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তনে রত হইলে তদ্দ্বারা 'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন'-রূপ চতুর্থ নামাপরাধ হইতে নিস্তার লাভ হয়। 'যেহেতু সেইসকল শ্রুতিগণ ভক্তিমার্গে অনধিকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণকেও শাস্ত্র-পথে আরূঢ় করাইতে উদ্যোগযুক্ত এবং ইহাতে তাঁহাদের পরমকরুণাই প্রকাশ পায়'—এইরূপে সেই সেই তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তি হইতে ভাগ্যবশতঃ জ্ঞান লাভ হইলে তবেই ঐরূপ নিন্দাজনিত অপরাধ উপযুক্ত চেষ্টায় ক্ষয় হইয়া থাকে। *["**শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।**" (ভাঃ ১১।৩।২৬)—'ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে অনিন্দা অভ্যাস করিতে হইবে।' আবার "**নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে। প্রবৃত্তায় নির্বৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥**" (ভাঃ ১০।১৬।৪৪)। নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—'আপনিই শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ ও ভাগবত-প্রকাশক বেদব্যাস-স্বরূপ। আপনি শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক শাস্ত্র-স্বরূপ আপনিই। আপনাকে নমস্কার।'—এমতাবস্থায় শাস্ত্রনিন্দায় পক্ষান্তরে ভগবন্নিন্দাই হইয়া থাকে। "**বেদেও বুঝায় 'স্বর্গ', বলে জনা জনা। মূর্খ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা॥ বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥ ধন-পুত্র পাই গঙ্গাস্নান-হরিনামে। শুনিয়া**

অথ ভক্ত্যুত্থাস্তে চ মূলশাখাত উপশাখা ইব ভক্ত্যৈব ধনাদিলাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদ্যাঃ স্ববৃত্তিভিঃ সাধকচিত্তমপ্যুপরজ্য স্ববৃদ্ধ্যা মূলশাখামিব ভক্তিমপি কুণ্ঠয়িতুং প্রভবন্তীতি। তেষাং চতুর্ণাম্ অনর্থানাং নিবৃত্তিরপি পঞ্চবিধা।

চলয়ে লোক বেদের কারণে॥ যে-তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে॥” *(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অঃ)।]* এইরূপেই অন্যান্য ছয়টী নামাপরাধসমূহের উদ্ভব এবং নিবৃত্তির নিদানসকল জানিতে হইবে॥৩॥

ভক্তিজাত-অনর্থ

অনন্তর ভক্তিজাত অনর্থসমূহের কথা বলা হইতেছে। তাহারা ভক্তি-কল্পলতার মূলশাখা হইতে উপশাখার ন্যায় উত্থিত হইয়া ভক্তিদ্বারাই জাত ধনাদি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিহেতু স্বীয় বৃত্তিসমূহ-দ্বারা সাধকচিত্তকেও ‘উপরঞ্জিত’ করিয়া ফেলে অর্থাৎ উপাধি-সান্নিধ্যে সেই সেই গুণবিশিষ্ট করিয়া ফেলে। তখন উপশাখা নিজ-বৃদ্ধিদ্বারা মূলশাখা-স্বরূপ ভক্তিকেও পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। *[“**কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে ‘উপশাখা’। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি’ যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥”** (চৈঃ চঃ শ্রীরূপশিক্ষা)। এ-সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার ‘অনুভাষ্যে’ জানাইয়াছেন,—“শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জলসেচন-প্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান হয়, তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবগণ ভোগপরায়ণ, বন্ধমোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধি-লোভী, কপটতাশ্রিত, অবৈধ-যোষিৎলম্পট, মিছা-ভক্তি বা প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদের পরিপোষণকারী, শৌক্র-বংশমর্য্যাদার ছলনাদ্বারাই পারমার্থিক-মর্য্যাদায় আগ্রহবিশিষ্ট, পরীক্ষিৎপ্রদত্ত কলির স্থান-পঞ্চকের অধিবাসী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-কারী, নাম-মন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবত-জীবী, অশুল্ক-বৃত্তিদ্বারা ধনাদি সংগ্রহে তৎপর, ‘নির্জ্জন-ভজনানন্দী’ বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-পোষণদ্বারা যশো-লাভেচ্ছু, অথবা গুরুব্রুবের দাস্যসূত্রে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী অদৈববর্ণাশ্রমের

একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা, আত্যন্তিকী চেতি। তত্র **‘গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভগ্ন’** ইতি ন্যায়েনাপরাধোত্থানামনর্থানাং নিবৃত্তির্ভজনক্রিয়া-নন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠায়ামুৎপন্নায়াং বহুলদেশবর্ত্তিনী, রতাবুৎপদ্যমানায়াং প্রায়িকী, প্রেম্নি পূর্ণা, শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তাবাত্যন্তিকী। যস্তু তত্রাপি চিত্রকেতৌ

অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া,—অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপ্রমত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি ব্যতীত নশ্বর অবান্তর বস্তুর লাভোদ্দেশে নির্বোধ লোকগণকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক জগতে ‘ধার্ম্মিক’ বা ‘সাধু’ বা ‘মহৎ’ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হইতে পারে না।”]

পঞ্চপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি

সেই চতুর্ব্বিধ অনর্থের (দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত ও ভক্তি-জাত অনর্থসমূহের) নিবৃত্তিও পঞ্চপ্রকার—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। *[‘একদেশবর্ত্তিনী’—অনর্থের একাংশের নিবৃত্তি। ‘বহুদেশবর্ত্তিনী—অনর্থের বহু অংশের নিবৃত্তি। ‘প্রায়িকী’—অনর্থের প্রায় অংশেরই নিবৃত্তি, ‘পূর্ণা’—অনর্থের পূর্ণরূপে অবসান, তথাপি অদৃশ্য কর্পূরের গন্ধরূপে অবস্থানের ন্যায় উহার অস্তিত্ব। ‘আত্যন্তিকী’—অনর্থের সেই গন্ধরূপ অস্তিত্বও রহিত হইয়া সমূলে উহার বিনাশ।]* সেস্থলে “**গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভগ্নঃ**”—এই ন্যায়ানুসারে অপরাধ-

অপরাধোত্থ অনর্থ নিবৃত্তির ক্রম

জাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ‘ভজনক্রিয়ার’ অনন্তর ‘একদেশ-বর্ত্তিনী’ হয়। *[‘গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভগ্নঃ’ অর্থাৎ গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে—ইহাতে গ্রামের একাংশের দগ্ধতা বা বস্ত্রের বহু অংশের ছিন্নতা—এইরূপই বুঝায়, সম্পূর্ণরূপে দগ্ধতা বা ছিন্নতা বুঝায় না। তদ্রূপ শ্রীল রূপগোস্বামি প্রদর্শিত প্রেম অভ্যুদয়ের ক্রম-বর্ণন-প্রসঙ্গে “**আদৌ শ্রদ্ধা**”-শ্লোকে “**অথ ভজনক্রিয়া ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ**” (ভজনক্রিয়ার পর অনর্থনিবৃত্তি হয়)—এইরূপে যে উল্লেখ আছে, তাহা উপরিউক্ত ন্যায় অনুযায়ী অনর্থের একাংশের নিবৃত্তি মাত্র, সর্ব্বাংশে নহে।]* এইরূপে নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে ‘বহুদেশবর্ত্তিনী’, ‘রতি’ জাত হইলে ‘প্রায়িকী’, ‘প্রেমে’ উন্নত হইলে ‘পূর্ণা’ এবং পরিশেষে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তিতে (অর্থাৎ ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ হইলে) ‘আত্যন্তিকী’ অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

কাদাচিৎকো মহদপরাধঃ স প্রাতীতিক এব ন বাস্তবঃ। সত্যাং প্রেমসম্পত্তৌ পার্ষদত্ব-বৃত্রত্বয়োর্বৈশিষ্ট্যাভাব-সিদ্ধান্তাৎ। জয়বিজয়য়োস্ত্বপরাধকারণং প্রেম-বিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছৈব। সা চ 'হে প্রভুবর দেবাদিদেব নারায়ণ অন্যত্রাল্পবলত্বাৎ অস্মাসু তু প্রাতিকুল্যাভাবাৎ যদি তত্র ভবতো যুযুৎসা ন সম্পদ্যতে তদা আবামেব কেনাপি প্রকারেণ প্রতিকূলীকৃত্য তদ্ যুদ্ধসুখমনুভূয়তামিত্যাবয়োঃ স্বতঃ পরিপূর্ণতায়াম্ অণুমাত্রমপি ন্যূনত্বমসহমানয়োঃ কিঙ্করয়োঃ প্রার্থনা হঠঃ

ভগবৎপার্ষদ-চিত্রকেতুর অপরাধ বাস্তব নহে

তথাপি ভগবান্‌কে লাভ করিয়া চিত্রকেতুতে যে ক্বচিৎ সংঘটিত মহাপরাধ দেখা যায় (শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ-স্কন্ধীয় প্রসঙ্গ), তাহা প্রাতীতিক অর্থাৎ বাহ্যিক মাত্র, বাস্তব নহে। যেহেতু তাঁহার পার্ষদত্ব (পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক অভিশাপের পূর্ব্বে) এবং বৃত্রাসুরত্ব (সেই অভিশাপের পরে)—এই উভয় অবস্থাতেই শ্রীহরির প্রতি তাঁহার প্রেম-সম্পত্তি বর্ত্তমান থাকায়, তাঁহার এই দুই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই —ইহাই সিদ্ধান্ত। *[**"ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি॥"** (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৫৪)—অর্থাৎ 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের নিকট গুরুতর অপরাধে 'ভাবে'র সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, মধ্যম অপরাধে ভাবাভাস এবং অল্প অপরাধে ভাবের ন্যূনতা ঘটে'। এস্থলে চিত্রকেতু মহারাজের একই রকম প্রেমসম্পত্তি বিদ্যমান থাকায় 'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে'—এই সূত্রে মহাদেবের প্রতি তাঁহার কোনই অপরাধ হয় নাই—ইহাই সাব্যস্ত হয়।]*

'জয়-বিজয়ের' স্বেচ্ছায় প্রতিকূলভাব বরণ

আবার, জয়-বিজয়ের অপরাধের কারণ কিন্তু স্বীয় প্রেম-পরিণতি ইচ্ছাই। কিরূপ ইচ্ছা? তাহা এই যে,—'হে প্রভুবর! হে দেবাদিদেব নারায়ণ! অন্যান্য লোকের বলের অভাব, অপরদিকে আমাদের (বল থাকিলেও) আপনার প্রতি প্রতিকূল-ভাবের অভাব—এইজন্য যদি আপনার যুদ্ধের ইচ্ছা সম্পাদিত না হয় (বীররস আস্বাদন না হয়), তবে আমাদের মধ্যে কোনপ্রকারে প্রতিকূল-ভাব উৎপন্ন করিয়া সেই যুদ্ধ-সুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ ইচ্ছার পরিপূর্ণতায় অণুমাত্রও ন্যূনতা আমাদের সহ্য হয় না। সুতরাং আপনার এই কিঙ্করদ্বয়ের প্রার্থনা,—আপনি বলপূর্ব্বক আপনার ভক্তবাৎসল্যগুণকে লঘু করিয়াও তাহা নিষ্পাদন

স্বভক্তবাৎসল্যগুণমপি লঘুকৃত্য নিষ্পাদ্যতামিত্যাকারা কাদাচিৎক-প্রসঙ্গভবা মানসা মনসৈব জেয়া। তথা দুষ্কৃতোত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেব প্রায়িকী নিষ্ঠায়াং জাতায়াং পূর্ণা আসক্তাবেবাত্যন্তিকী। তথা ভক্ত্যুত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেক-দেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়াং পূর্ণা রুচাবাত্যন্তিকীতি অনুভবিনা বহুদৃশ্বনা সম্যগ্ বিবিচ্যানুমন্তব্যম্॥ ৪ ॥

করুন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রতিকূলভাব উৎপাদন করুন। এই প্রকারে চিত্রকেতু, জয়-বিজয়াদি ভগবৎপার্ষদগণের বিষয়ে তাঁহাদের কদাচিৎ-প্রসঙ্গে মানসে কোন সংশয় জাত হইলে মনদ্বারাই তাহা জয় করিতে হইবে। *[ভগবৎ-পার্ষদগণের মধ্যে এমনকি কখনও স্বয়ং ভগবানের মধ্যেও আপাত-দৃষ্টিতে কোন দোষ বা তত্ত্ব-বিরোধমূলক কিছু দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই দোষারোপ করা যায় না। কারণ তাঁহারা দেবতাগণেরও অবোধ্য। কেবল বুদ্ধি-দ্বারা তাঁহারা অপ্রবেশ্য। **"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥"** (মহাভারত)—অর্থাৎ, যে-সকল ভাব অচিন্ত্যনীয়, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত বস্তু। সুতরাং প্রকৃতির অন্তর্গত যুক্তি বা বিচার-দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব-গত লীলা অনুধাবন করা যায় না। লৌকিক-নিয়মানুসারে তাহা কখনও দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হয় মাত্র; কিন্তু প্রকৃত বিচার জানিতে পারিলে সে-সকল 'দূষণ'ই 'ভূষণ'-রূপে দৃষ্ট হয়। সকল প্রকার কুণ্ঠাযুক্ত ধর্ম্ম বিগত হওয়ায় তাঁহারা বৈকুণ্ঠতত্ত্ব। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রাপঞ্চিক কোনপ্রকার দোষ, অনর্থ, ক্লেশ ইত্যাদি হেয়তার অন্তর্গত করা যায় না।]*

দুষ্কৃতোত্থ, ভক্ত্যুত্থ-অনর্থনিবৃত্তির ক্রম

দুষ্কৃত-জাত (এবং সুকৃত-জাত) অনর্থসমূহের নিবৃত্তির ক্রম এইরূপ—'ভজনক্রিয়ার' পর 'প্রায়িকী', 'নিষ্ঠা' জাত হইলে 'পূর্ণা' এবং 'আসক্তি'তে 'আত্যন্তিকী' অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তদ্রূপ, ভক্তি-জাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তির ক্রম এইপ্রকার —'ভজনক্রিয়ার' পর 'একদেশবর্ত্তিনী', 'নিষ্ঠাতে' 'পূর্ণা' এবং 'রুচি' উৎপন্ন হইলে 'আত্যন্তিকী' অনর্থ-নিবৃত্তি ঘটে—এইরূপে অনুভবী, বহুদর্শী ভগবদ্-ভক্তগণ সম্যক্ বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন॥ ৪ ॥

ননু "**অংহঃ সংহরতেঽখিলং সকৃদুয়াদেব**" ইতি '**যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ**' ইত্যাদি প্রমাণশতাদ্ অজামিলাদ্যু-পাখ্যানেষ্বেকস্যৈব নামাভাসস্যাবিদ্যাপর্য্যন্ত-সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তিপূর্ব্বক-ভগবৎ-প্রাপকত্বানুভবাদ্ভগবদ্ভক্তানাং দুরিতাদি-নিবৃত্তাবুক্তঃ ক্রমো ন সঙ্গচ্ছতে। সত্যম্। নাম্ন এতাবত্যেব শক্তি নাত্র সন্দেহঃ। পরন্তু স্বাপরাধিত্বপ্রসন্নেন তেন যৎ স্বশক্তিঃ

চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তির ক্রম

হরিভজনের বিভিন্ন স্তর	সুকৃত-জাত/ দুষ্কৃতজাত অনর্থ	ভক্তি-জাত অনর্থ	অপরাধ-জাত অনর্থ
ভজনক্রিয়া	প্রায়িকী	একদেশবর্ত্তিণী	একদেশবর্ত্তিণী
নিষ্ঠা	পূর্ণা	পূর্ণা	বহুদেশবর্ত্তিণী
রুচি	পূর্ণা	আত্যন্তিকী	বহুদেশবর্ত্তিণী
আসক্তি	আত্যন্তিকী	—	বহুদেশবর্ত্তিণী
ভাব/রতি	—	—	প্রায়িকী
প্রেম	—	—	পূর্ণা
ভগবৎপদ প্রাপ্তি	—	—	আত্যন্তিকী

অপরাধীর প্রতি অপ্রসন্ন শ্রীনামের নিজশক্তি গোপন

যদি বল—"**অংহঃ সংহরতেঽখিলং সকৃদুয়াদেব**" (পদ্যাবলী১৬) অর্থাৎ, 'হরিনামরূপ সূর্য্য একবার মাত্র উদিত হইলেই তিমির-সমুদ্ররূপ অখিল পাপ নাশ করেন'; পুনরায়, '**যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ**' (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)—অর্থাৎ, 'যাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশ অর্থাৎ অধার্ম্মিক চণ্ডাল পর্য্যন্তও সংসার হইতে মুক্ত হয়'—ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র-প্রমাণ বর্ত্তমান; পুনরায় অজামিলাদি উপাখ্যানসমূহে এক নামাভাসের দ্বারাই তাঁহাদের অবিদ্যা পর্য্যন্ত সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া ভগবৎপ্রাপক অনুভূতির উদয় হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব ভগবদ্ভক্তগণের অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে যে ক্রম বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না। তদুত্তর এই যে,—সত্যই, নামের এমনই শক্তি—ইহাতে সংশয় নাই। পরন্তু 'নামপ্রভু' তাঁহার নিকট অপরাধ-

সম্যক্ ন প্রকাশ্যতে। তদেব দুষ্টতাদীনাং জীবাতুরিত্যবগন্ত্যবম্। কিন্তু যমদূতানাং তদাক্রমণে ন শক্তিঃ। "**ন তে যমঃ পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি**" ইত্যাদেঃ। "**ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ**" ইত্যত্র যমৈর্যোগাঙ্গৈরিতি ব্যাখ্যেয়ম্।

কারিগণের প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন। সেইহেতু তিনি নিজ শক্তি তাহাদের নিকট সম্যক্ প্রকাশ করেন না এবং তাহাই অনর্থাদির জীবিত থাকিবার কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। *[তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনাম অশেষ পাপ, অনর্থ বিনাশে সমর্থ হইলেও যাহারা 'সাধুনিন্দা' প্রভৃতি কোন না কোন নামাপরাধের সহিত যুক্ত, তাহাদের প্রতি নামপ্রভু অপ্রসন্ন থাকেন; তজ্জন্য তাহাদের নিকট তিনি নিজশক্তি সম্যক্ প্রকাশ করেন না। সেহেতু সেই 'নাম'-শ্রবণ-কীর্ত্তনেও অপরাধিগণের পাপ বা অনর্থের বিনাশ হয় না। সুতরাং অপরাধ-বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনক্রিয়া অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ অনর্থ দূরীভূত হইতে থাকে ও তাহাতে শ্রীনাম-মহিমা প্রকাশিত হয়। অতএব অনর্থ-নিবৃত্তির যে ক্রম বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।]*

প্রমাদাদ্দিবশতঃ নামাপরাধীও যমদণ্ড্য নহেন

যমদূতগণের কিন্তু এইরূপ নামাপরাধিগণকে আক্রমণের শক্তি নাই। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়,—"**ন তে যমঃ পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি**" (ভাঃ ৬।১।১৯) অর্থাৎ, 'তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না।' তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে নামাপরাধ-প্রসঙ্গে যে উক্তি আছে, "**ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ**" অর্থাৎ, 'বহু যমদ্বারাও তাহার শুদ্ধি হয় না'—সেস্থলে 'যম' বলিতে (যম-যাতনা নহে) যোগের অঙ্গস্বরূপ 'যম, নিয়ম, প্রাণায়ামাদি' কথিত হয়। *[এস্থলে যে-সকল নামাপরাধিগণ যমদণ্ড্য নহেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবনিন্দুক', 'গুর্ব্ববজ্ঞাকারী' বা 'নামে অর্থবাদকারী', 'নামবলে পাপাচারী' ইত্যাদি বুঝিতে হইবে না। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়,—"**প্রভু বলে, —বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন। কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন॥ আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র। আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥**" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৩৭৫, ৩৭৬)। "**হরিনামে অর্থবাদ যে অধম করে। সে পাপিষ্ঠ নরকেতে পচি' পচি' মরে॥**" (হঃ চিঃ)। "**কোটী অশ্বমেধ এক 'কৃষ্ণ'-নাম সম। যেই**

যথা সমর্থেন পরমাঢ্যেনাপি স্বামিনা কৃতাপরাধঃ স্বজনো যদি ন পাল্যতে কিন্তু তত্রোদাস্যতে তদৈব দুঃখ-দারিদ্য-মালিন্য-শোকাদয়ঃ ক্রমেণ লব্ধাবসরা ভবন্তি ন ত্বন্যদীয়া জনাঃ কেঽপি কদাপীতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ পুনঃ স্বস্বামিনো

কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥ *(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৯)।* ***"শ্রদ্ধাহীন জনে অর্থ-লোভে নাম দিয়া। নরকেতে যায় নামাপরাধে মজিয়া॥" "কিন্তু নামবলে পাপে যদি করে মতি। প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বড়ই দুর্গতি॥ বহু যম-যাতনাদি পাইলেও তার। সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার॥"*** *(হঃ চিঃ)। এই সপ্তম নাম-অপরাধ-বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামীও তৎকৃত টীকায় 'যম' বলিতে 'প্রায়শ্চিত্ত-ব্রতাদি' এবং 'যম-যাতনাদি' উভয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এইপ্রকার নানা শাস্ত্রবচনে নামাপরাধীর নরকগতিই দেখা যায়। কিন্তু সকল নামাপরাধীই একপ্রকার নহে—তন্মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান। যেমন,—"**অন্য অপরাধ ত্যজি' সদা নাম লয়। তবু নামে প্রেম নাহি হয়ত উদয়॥ তবে জানি 'প্রমাদ' নামেতে অপরাধ। প্রেমভক্তি সাধনেতে করিতেছে বাধ॥**" (হঃ চিঃ)। 'প্রমাদ' —নামে অন্যমনস্কতা-রূপ নবম নামাপরাধ। পুনরায়—"**ষড়্‌বিধ শরণাগতি নাহিক যাহার। সে অধম 'অহংমম'-বুদ্ধিদোষে ছার॥ মায়াবদ্ধ হইতে এই অপরাধ হয়। উহাতে নিষ্কৃতি লাভ কঠিন নিশ্চয়॥**" (হঃ চিঃ)। এইরূপে 'প্রমাদ' বা 'অহংমম' বুদ্ধি-গ্রস্ত ব্যক্তি নামাপরাধী হইলেও পূর্ব্বোক্ত অপরাধিগণ হইতে পৃথক্। তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে,—"**কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ। এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥**" (প্রেঃ বিঃ)। সুতরাং এস্থলে তত্ত্বজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সাধুনিন্দাদি যাবৎ অপরাধ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীনামাশ্রয় গ্রহণকারিগণের কথাই বলা হইয়াছে। তথাপি অবাঞ্ছিত ও দুস্ত্যজ্য 'প্রমাদ' ও 'অহংমম-বুদ্ধি'-বশতঃ যে অপরাধ হইয়া থাকে—সেইরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধেই গ্রন্থকার উপরিউল্লিখিত ও পরবর্ত্তী উক্তিসমূহ করিয়াছেন,—সকল নামাপরাধী সম্বন্ধেই নহে।]*

নামের প্রসাদে যাবৎ অনর্থ নাশ (শ্রীনামভজনে কেন অনর্থ দূর হয় না, আবার কিরূপে দূর হয়, তাহা উদাহরণ-সহ বলা হইতেছে—) যেরূপ, মহাধনশালী কোন সমর্থ প্রভু যদি তাঁহার নিকট অপরাধকারী কোন স্বজনকে পালন না করেন

মনোভিরোচিন্যামনুবৃত্তৌ সত্যাং শনৈস্তৎপ্রসাদাদ্দুঃখ-দারিদ্র্যাদয়ঃ শনৈরপযান্তি। তথা ভগবদ্ভক্ত-শাস্ত্র-গুরু-প্রভৃতিভিরমায়য়া মুহুঃ সেবিতৈঃ শনৈরেব তস্য নাম্নঃ প্রসাদে দুরিতাদীনামপি শনৈরেব নাশঃ। ইতি নাস্তি বিবাদঃ। ন চ মম কোঽপি নাস্তি নামাপরাধ ইতি বক্তব্যং, ফলেনৈব ফলকারণস্যাপরাধস্য প্রাচীনস্যার্ব্বাচীনস্য বা অনুমানাৎ। ফলঞ্চ বহুনাম-কীর্ত্তনেঽপি প্রেমলিঙ্গানুদয় ইতি। যদুক্তম্—"**তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ।**" ইতি। তথাহি

বরং তাহার প্রতি উদাসীন হন, তখনই দুঃখ, দারিদ্র, মালিন্য, শোকাদি ক্রমশঃ সুযোগ পাইয়া থাকে। প্রভুর সহিত সম্পর্কহীন অন্য কেহ কিন্তু কদাপি তাঁহার অনুগ্রহ বা দণ্ডভাজন হয় না—ইহা জানিতে হইবে। পুনরায়, উক্ত ব্যক্তি নিজ প্রভুর মনের অভিরুচি-অনুযায়ী আনুগত্য স্বীকার করিলে ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগ্রহে দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইতে থাকে। সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্র, শ্রীগুরুদেব প্রভৃতি অকপটে সতত সেবিত হইলে সেই নামের প্রসাদে অনর্থাদিও ধীরে ধীরে নাশ হইতে থাকে—ইহাতে কোন বিবাদ নাই। যদি বল, আমার কোন নামাপরাধ নাই, তদুত্তর এই যে—ইহা বলা যাইবে না। কারণ, ফলদ্বারাই ফলের কারণরূপে প্রাচীন কিংবা আধুনিক অপরাধের অনুমান হয়। নামাপরাধের ফলে বহু নামকীর্ত্তনেও প্রেমের কোন লক্ষণ উদয় হয় না। যেহেতু শাস্ত্রে দেখা যায়—"**তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।**" (ভাঃ ২।৩।২৪) অর্থাৎ, 'হরিনামগ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, তাহার হৃদয় পাষাণতুল্য হওয়ায় নামে বিকার লাভ করে না।" *[পিচ্ছিল-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির বাহিরে অশ্রু, পুলকাদি ভাব থাকিলেও অন্তরে তিনি কঠিন-হৃদয়। তজ্জন্য নামগ্রহণের ফলে হৃদয়ে বিকার উপস্থিতিই প্রধান বিষয়—অশ্রু, পুলকাদি নহে। হৃদয়ে বিকারের মূল লক্ষণসমূহ শ্রীল রূপ গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—ক্ষান্তি (ক্ষমা), কাল বৃথা না যায় এরূপ যত্ন, কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্তি, মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণ-নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণ-কথনে*

নামাপরাধ-প্রসঙ্গ এব—"**কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি।**" ইতি তদীয়গুণনামাদীনি সদ্যঃ প্রেমপ্রদান্যপি শ্রুতানি কীর্ত্তিতানি চ, তত্তীর্থাদিকং সদ্যঃ সিদ্ধিদমপি চিরাৎ সেবিতং, তন্নিবেদিতানি ঘৃতদুগ্ধ-তাম্বুলাদীনি সদ্যঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-তরঙ্গনিবর্ত্তকানি মুহুরাস্বাদ্য উপযুক্তান্যেব স্বতঃ পরমচিন্ময়ান্যপ্যেতানি যস্মাৎ প্রাকৃতানীব ভবন্তি তেঽপরাধাঃ কে ভগবন্নাম্ন ইতি সোৎকম্প-সবিস্ময়ঃ প্রশ্নঃ। নন্বেবং সতি

আসক্তি ও তাঁহার বসতিস্থানে প্রীতি।—ইহা ভিন্ন অশ্রু-পুলকাদি হইলেও তাহা নিন্দনীয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি-বিশেষ। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-ব্যাখ্যার ইহাই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।]

নাম্নাপরাধ-হেতু হৃদয়ের অবিকারত্ব, অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধি

পুনরায় নামাপরাধ-প্রসঙ্গে উক্ত আছে,—"**কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি।**" অর্থাৎ, 'হে বিপ্রেন্দ্র! ভগবানের নামের প্রতি সেই অপরাধসমূহ কিরূপ, যে-কারণে মনুষ্যের সকল সাধন নষ্ট হইয়া যায়, অপ্রাকৃতে প্রাকৃত ভাব আনয়ন করে?" সদ্য প্রেমপ্রদানে সমর্থ সেই ভগবন্নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন ঘটিলেও, সদ্য সিদ্ধিদাতা সেই ভগবদ্ধাম, তীর্থাদি বহুকাল সেবিত হইলেও, সকল ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সদ্য নিবারণকারী সেই ভগবন্নিবেদিত ঘৃত, দুগ্ধ তাম্বুলাদি মুহুর্মুহু আস্বাদনপূর্ব্বক ভুক্ত হইলেও, স্বতঃ পরমচিন্ময় এইসকল যে-কারণে প্রাকৃতবৎ প্রতীত হয়, ভগবন্নামের প্রতি সেইসকল অপরাধ কি প্রকার?—উৎকম্প, বিস্ময়ের সহিত ইহাই প্রশ্ন। *[তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনাম, ভগবদ্ধাম, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি স্বয়ং চিন্ময়বস্তু। তথাপি তাঁহাদের প্রতি যে প্রাকৃত ভাব উদিত হয়, তাহা কেবল নামাপরাধের ফলেই। সুতরাং অপরাধ-হীনত্বের অভিমান অপ্রাকৃত-ভাবের অভাবে নিতান্তই অর্থহীন।]*

জ্বরাক্রান্ত রোগীর ক্রমে সুস্থতা লাভের ন্যায় ভক্তিতে রুচি লাভ

যদি বল, এইরূপ হইলে নামাপরাধী ব্যক্তির ভগবদ্-বিমুখতাই উচিত অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত গুরুপদাশ্রয়, ভজনক্রিয়া প্রভৃতিও সম্ভব নহে। ইহা সত্য। প্রবল জ্বর হইলে অন্নাদি রুচিকর না হওয়ায় যেমন তাহা গ্রহণ

নামাপরাধবতো জনস্য ভগবদ্বৈমুখ্যস্যৈবৌচিত্যাৎ তদুক্তং গুরুপাদাশ্রয়-ভজনক্রিয়াদিকমপি ন সম্ভবেৎ। সত্যম্। প্রবর্ত্তমানে মহাজ্বর ইব ওদনাদে-ররোচকত্বাদেবানুপাদানমিব নামাপরাধস্য গাঢ়ত্বে সতি তত্র পুংসি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজনক্রিয়ায়া অবকাশ এব ন স্যাদিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ। কিন্তু জ্বরস্য মৃদুত্বে চিরন্তনত্বে ওদনাদেরপি কিঞ্চিদ্রোচকত্বমিব। বহুদিনতো ভোগেনাপরাধস্য ক্ষীণবেগত্বে মৃদুত্বে চ ভগবদ্ভক্তৌ কিঞ্চিন্মাত্ররুচিঃ স্যাদিতি পুংসঃ প্রসজ্জতি ভক্ত্যধিকারঃ। ততশ্চ যথা পৌষ্টিকান্যপি দুগ্ধৌদনাদীনি জীর্ণজ্বরবন্তং পুমাংসং ন পুষ্যন্তি কিঞ্চিৎ পুষ্যন্তি চ, কিন্তু গ্লানিকার্শ্যে ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্নুবন্তি কালেনৌষধ-পথ্যয়োঃ সেবিতয়োঃ শক্নুবন্তি চ। তথৈব তাদৃশস্য ভক্ত্যধিকারিণঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি কালেনৈব ক্রমেণৈব সকলং প্রকাশয়ন্তীতি সাধূক্তম্ "**আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা**"

সম্ভব হয় না, তদ্রূপ নামাপরাধ গাঢ় থাকিলে জীবের যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়ায় অবকাশ হয় না, ইহাতে কি সন্দেহ? কিন্তু জ্বর মৃদুতা লাভ করিয়া কিছু প্রাচীন হইলে যেমন অন্নাদি কিঞ্চিৎ রুচিকর হয়, তদ্রূপ বহুদিন যাবৎ দুর্ভোগ-দ্বারা অপরাধের বেগ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে ভগবদ্ভক্তিতে কিছু রুচি উৎপন্ন হয় এবং তৎফলে জীবের ভক্তিতে অধিকার লাভ হয়। সেই জ্বর অবসানের পরও দুগ্ধ-অন্নাদি পুষ্টিকর খাদ্য জীর্ণজ্বর-যুক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বাংশে পোষণ করে না; কিঞ্চিৎ পোষণ করিলেও তাহা রোগীর গ্লানি, কৃশভাব দূর করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ঔষধ ও পথ্য সেবিত হইতে থাকিলে যথাকালে আবার তাহাতে সমর্থ হয়। সেইরূপ, তাদৃশ ভক্তি-অধিকারী ব্যক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়াসকল কালক্রমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং "**আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধাকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫-১৬) অর্থাৎ 'প্রথমে 'শ্রদ্ধা', তাহা হইতে 'সাধুসঙ্গ', তৎপরে 'ভজনক্রিয়া', সেহেতু 'অনর্থনিবৃত্তি', পরে 'নিষ্ঠা', অনন্তর 'রুচি', অতঃপর 'আসক্তি', তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকগণের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম"—এইরূপ উক্তি সাধুই (যথার্থই) হইয়াছে।

ইত্যাদি। কৈশ্চিত্তু নামকীর্ত্তনাদিবতাং ভক্তানাং প্রেমলিঙ্গাদর্শনেন পাপপ্রবৃত্ত্যা চ ন কেবলমপরাধঃ কল্প্যতে ব্যবহারিক-বহুদুঃখ-দর্শনেন চাপি প্রারব্ধ-নাশাভাবশ্চ। নিরপরাধত্বেন নির্দ্ধারিতস্যাজামিলস্যাপি স্বপুত্র-নামকরণ-প্রতিদিন-বহুধা-তন্নামাহ্বান-সময়েঽপি প্রেমাভাব-দাসীসঙ্গাদি-পাপপ্রবৃত্তি-দর্শনাৎ, প্রারব্ধাভাবেঽপি যুধিষ্ঠিরাদের্ব্যবহারিক-বহুদুঃখদর্শনাচ্চ। তস্মাৎ

প্রেমাভাব ও ব্যবহারিক দুঃখেও ভক্তের অপরাধ ও প্রারব্ধ-হীনত্ব

কখনও নামকীর্ত্তনাদি-নিষ্ঠ ভক্তগণে প্রেমের কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হওয়ায় এবং তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি দর্শনদ্বারা শুধু অপরাধই যে কল্পিত হয়, তাহা নহে, তাঁহাদের ব্যবহারিক বহু দুঃখ দর্শন করিয়াও মনে হয় যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ পাপ নাশ হয় নাই। যেমন—অজামিল, যাঁহাকে বিষ্ণুদূতগণ নিরপরাধরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অজামিলের নিজপুত্রের নামকরণ এবং প্রতিদিন বহুবার উক্ত নামে পুত্রকে আহ্বান সময়েও তাঁহার মধ্যে প্রেমের অভাব, দাসী-সঙ্গাদি পাপ-প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। আবার প্রারব্ধের অভাবেও যুধিষ্ঠিরাদি ভগবৎপার্ষদ-গণের ব্যবহারিক বহু দুঃখ পরিলক্ষিত হয়। *[অজামিলের 'নারায়ণ'—এই নামোচ্চারণ সংকেতবশতঃ হওয়ায় তাঁহার দাসী-সঙ্গাদি যে পাপপ্রবৃত্তি, তাহা 'নামবলে পাপবুদ্ধি'-বিচারে নামাপরাধরূপে গণ্য হয় না। সাধুনিন্দাদি অন্যান্য নামাপরাধসমূহ হইতে তিনি অজ্ঞান-বশে হইলেও দূরে ছিলেন বলিয়া তিনি নিরপরাধী-রূপে গণ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণ—নামাভাসই হইয়াছিল। তাঁহাতে যে প্রেমের অভাব, তাহা শুদ্ধ 'নামের' অভাব-বশতঃ, নামাপরাধবশতঃ নহে। পরে তিনি বিষ্ণুদূতগণ ও যমদূতগণের পরস্পর কথোপকথন হইতে 'নামের' মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বতোভাবে নামনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীনামের যথার্থ অনুগ্রহ লাভ হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি ভগবৎ-পার্ষদগণের যে ব্যবহারিক দুঃখ, তাহা বস্তুতঃ তাঁহাদের নিকট আদৌ দুঃখকর বলিয়া অনুভূত হয় নাই। কুন্তীদেবীর উক্তি হইতেই তাহা স্পষ্ট হয়, —"**বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো। ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব-দর্শনম্॥**" (ভাঃ ১।৮।২৫)—অর্থাৎ, 'হে জগদ্‌গুরো কৃষ্ণ! যে সব বিপদ্ হইতে আমাদের ভাগ্যে মোক্ষদায়ী তোমার দর্শন ঘটে, সেই সকল বিপদ্ চিরদিনই যেন উপস্থিত হয়।' সুতরাং এইরূপ দুঃখ কখনও প্রারব্ধজনিত নহে।]*

ফলন্নপি বৃক্ষঃ প্রায়শঃ কাল এব ফলতি ইতিবৎ নিরপরাধেষু প্রসীদদপি নাম স্বপ্রসাদং কাল এব প্রকাশয়েৎ। পূর্ব্বাভ্যাসাৎ ক্রিয়মাণা পাপরাশিরপি উৎখাত-দংষ্ট্রোরগদংশ ইবাকিঞ্চিৎকরা এব। রোগ-শোকাদি-দুঃখমপি ন প্রারব্ধফলম্। "**যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥**" ইতি। "**নির্ধনত্ব-মহারোগো মদনুগ্রহলক্ষণম্**" ইত্যাদি বচনাৎ। স্বভক্তহিতকারিণা তদীয়-দৈন্যোৎকণ্ঠাদি-বর্দ্ধনচতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্য দীয়মানত্বাৎ কর্ম্মফলত্বাভাবেন ন প্রারব্ধত্বমিত্যাহুঃ॥ ৫॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং সর্ব্বগ্রহ-প্রশমিনী নাম তৃতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ॥৩॥

ভক্ত-প্রতি প্রসন্নত্বেও শ্রীনামের অপ্রকাশত্ব

অতএব ফলদায়ক হইলেও যেমন বৃক্ষ যথাকালেই ফলদান করে, তদ্রূপ নিরপরাধ সাধকের প্রতি শ্রীনাম প্রসন্ন থাকিলেও তিনি যথাসময়েই স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তৎক্ষণাৎ করেন না। পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ পাপরাশিকৃত হইলেও বিষদন্ত উৎপাটিত সর্পের দংশনের ন্যায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। *["বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁর কভু নহে মন॥ অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত। কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥"—(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪২-১৪৩)।]*

ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য তাহাকে ভগবানের দুঃখদান

রোগ-শোকাদি দুঃখও প্রারব্ধফল নহে। কারণ শাস্ত্রে এ বিষয়ে স্বয়ং ভগবদ্বাক্যেও তাহা দেখা যায়,—"**যস্যাহ-মনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥**" (ভাঃ ১০।৮৮।৮)—অর্থাৎ, 'আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। এইরূপ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান সেই নির্ধন ব্যক্তিটীকে তাহার স্ত্রীপুত্রগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।' পুনরায়,—"**নির্ধনত্ব-মহারোগো মদনুগ্রহলক্ষণম্**" অর্থাৎ, 'নির্ধনত্ব ও মহারোগ আমার অনুগ্রহের লক্ষণ।' যিনি ভক্তের দৈন্য, উৎকণ্ঠাদি বর্দ্ধনে সুচতুর ও নিজ ভক্তের হিতকারী, সেই শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃকই দুঃখ প্রদত্ত হওয়ায়, সেস্থলে কর্ম্মফলের অভাব, সুতরাং ইহাকে প্রারব্ধের ফল বলা যায় না॥ *["**যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতনোতি। কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥**"*

*(ব্রহ্মসংহিতা)— অর্থাৎ, 'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্র কীটই হউক্ বা দেবরাজ ইন্দ্রই হউন—সকলকেই যিনি নিরপেক্ষভাবে নিজ নিজ কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ অহো! ভক্তিমান্‌গণের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। "যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন; কৃষ্ণ সেইসকল লোকের কর্ম্ম, কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেন।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'তাৎপর্য্য')। এমতাবস্থায় শুদ্ধভক্তগণ প্রারব্ধ ফল ভোগ করেন—তাহা বলা যাইতে পারে না। তবে তৎকালে ভক্তের অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইলেও তাঁহার ভজনে পরিপক্কতা আনয়নের জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে বিভিন্নপ্রকার দুঃখ-মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তবে যেহেতু তৎকালে ভক্ত অবিদ্যা-দশা হইতে মুক্ত থাকেন, সেহেতু সহস্র দুঃখেও ভক্ত ভগবান্‌কে কিছুমাত্র দোষারোপ করেন না—বরং নিজেকে কর্ম্মফলাধীন তুচ্ছ জীব মনে করিয়া 'প্রভু, তোমার ভক্তি যাজন করিতে পারিলাম না, আমার মতো পাপিষ্ঠ ও কপট আর কেহ নাই, সুতরাং জগতে সমস্ত যন্ত্রণা আমিই লাভের যোগ্য; কিন্তু সকল শাস্তি দিয়া হে নাথ, তোমার শ্রীচরণে আমাকে স্থান প্রদান করিও —"**গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান। আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ' স্থান।।**" তোমা বিনা আমার আর অন্য গতি নাই'—এইপ্রকারে হা-হুতাশ করিতে থাকেন। ইহাতে ভক্তের মধ্যে প্রচুর দৈন্য ও ভগবান্‌কে লাভের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠাই মাত্র বৃদ্ধি হয়। এই দৈন্য ও উৎকণ্ঠা প্রচুর পরিমাণে উদয় হইলে তবেই ভজন পরিপক্ক হয়, অন্যথা হয় না। আলোচ্য প্রসঙ্গে ভগবান্‌কে **'স্বভক্তহিতকারী'** বলা হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—"**ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।।**" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯২)। সুতরাং তিনি নিজ ভক্তকে কখনও দুঃখ প্রদান করিতে পারেন না—ইহা অতীব সত্য। তিনি চিকিৎসক-রূপে ভক্তকে চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুলেন মাত্র। 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত'-গ্রন্থে এইবিষয়ে যে-রূপে আলোকপাত করা হইয়াছে, তাহা এইপ্রকার—"**ইচ্ছাবশাৎ পাপ-মুপাসকানাং, ক্ষীয়তে ভোগোন্মুখমপ্যমুষ্মাৎ। প্রারব্ধমাত্রং ভবতীতরেষাং, কর্ম্মাবশিষ্টং তদবশ্যভোগ্যম্।।**" (২।৩।১৬৯)—অর্থাৎ, 'যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবন্নাম-সেবাপরায়ণ, সেইসকল উপাসক-গণের ইচ্ছানুসারে ভোগোন্মুখ প্রারব্ধ-ভোগসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা অবস্থান করে। সেই নামভজনকারিগণ-ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণ কদাচিৎ কোনপ্রকারে নামসংকীর্ত্তন করিলে তাহাদের প্রারব্ধ-কর্ম্ম, যাহা অবশ্যভোগ্য, তাহাই অবশিষ্ট থাকে, অপর 'অপ্রারব্ধ', 'কূট' প্রভৃতি ক্ষয় হইয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "**ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ-দেহ ছাড়িয়া দিব**"—পদটী ভজনশীল ভক্তের ইচ্ছানুরূপ প্রারব্ধকর্ম্ম-ভোগের বিষয়টী ইঙ্গিত করিতেছে। উক্ত গ্রন্থে এ-বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে যে,— শ্রীনামসেবক-মহাশয়গণ 'সুগোপ্য ভক্তি-মহানিধি প্রকাশিত হইয়া যাইবে'—এই ভয়ে নানা সাংসারিক-ভোগছলে জনগণকে নিজ দোষজনিত দুঃখভোগ জানাইয়া থাকেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন মাত্রেই নিখিল ভক্তের দোষ ও দুঃখাদি বিনষ্ট হয়, তথাপি ভক্তগণ সকলকে সদাচার শিক্ষা-প্রদানের জন্য কৃপাবশতঃ দুঃখাদি স্বীকার করিয়া থাকেন—যেহেতু সদাচার-বিনা পাপ-মলিন চিত্তে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপে মহারাজ ভরত মৃগশিশু-পালনের অভিনয়-দ্বারা দুঃসঙ্গ-দোষ, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দ্যুতক্রীড়া-জনিত দোষ, নৃগ-আদি নৃপতিগণ ব্রহ্মস্ব-হরণ-জনিত দোষ প্রভৃতি প্রদর্শনপূর্ব্বক জনগণকে সদাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন—(বৃঃ ভাঃ ২।৩। ১৭০-১৭২)।]॥ ৫॥*

ইতি 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'-গ্রন্থে 'সর্ব্বগ্রহ-প্রশমিনী'-নামক তৃতীয়ামৃতবৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ্যমৃত-বৃষ্টিঃ

অথ পূর্ব্বং যা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতেতি দ্বিবিধোক্তা ভজনক্রিয়া তস্যাঃ প্রথমা ষড়্‌বিধা লক্ষিতা। ততো দ্বিতীয়ামলক্ষয়িত্বৈবানর্থনিবৃত্তিঃ প্রক্রান্তা। যদুক্তম্—**'শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥**' ইতি। তত্র '**শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ**' ইত্যনিষ্ঠিতৈব ভক্তিরবগম্যতে; নৈষ্ঠিকীত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। '**অভদ্রাণি বিধুনোতি**' ইতি তয়োর্ম্মধ্যে এবানর্থানাং নিবৃত্তিরুক্তা। '**নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু**' ইত্যত্র তেষাং কশ্চন ভাগো নাপি নিবর্ত্তত ইত্যপি সূচিত ইতি। অতএব ক্রমপ্রাপ্ততয়া নিষ্ঠিতা ভক্তিরিদানীং বিব্রিয়তে॥১॥

ভাগবতোক্ত ক্রম-অনুসারে 'নিষ্ঠা'র বর্ণন

পূর্ব্বে অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা এই দুইপ্রকার যে ভজন-ক্রিয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথমটী উৎসাহময়ী ইত্যাদি ছয়প্রকারে লক্ষিত। পশ্চাৎ দ্বিতীয়টীকে আলোচনা না করিয়াই অনর্থ নিবৃত্তির প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১।২।১৭-১৮) কথিত আছে যে,—"**শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥**" অর্থাৎ, 'সাধুগণের পরম হিতকারী সেই পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বীয় কথা-শ্রবণকারিগণের হৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে স্থিত হইয়া সকল অমঙ্গল বিনষ্ট করেন। সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-পরিচর্য্যা ও ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অমঙ্গল ধ্বংসপ্রায় হইলে উত্তমকীর্ত্তি-শ্রীকৃষ্ণে মানবের নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়।' এস্থলে "**শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ**"—ইহাতে অনিষ্ঠিতা-ভক্তি সম্বন্ধেই অবগত হওয়া যায়। "**অভদ্রাণি বিধুনোতি**" অর্থাৎ অমঙ্গলসমূহ বিনাশ করেন—ইহাতে অনর্থনিবৃত্তি বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। "**নষ্ট-প্রায়েষ্বভদ্রেষু**" অর্থাৎ অমঙ্গল-সমূহ ধ্বংসপ্রায় হইলে—ইহাতে অমঙ্গলসমূহের কিছু অংশ নিবৃত্ত হয় নাই—এইরূপও সূচিত হয়। অতএব এইরূপ ক্রম অনুসরণ করিয়া নিষ্ঠিতা-

নিষ্ঠা নৈশ্চল্যমুৎপন্না যস্যা ইতি নিষ্ঠিতা। নৈশ্চল্যং ভক্তেঃ প্রত্যহং বিধিৎসিতমপ্যনর্থদশায়াং লয়-বিক্ষেপাপ্রতিপত্তি-কষায়-রসাস্বাদানাং পঞ্চানা-

---

ভক্তি এক্ষণে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। *[অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা-ভক্তি আলোচনার পর অনর্থ-নিবৃত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পশ্চাৎ নিষ্ঠিতা-ভক্তির বর্ণন ভাগবতে কথিত ক্রম-অনুসারেই হওয়ায় তাহা যথার্থই হইয়াছে—এই অর্থ]* ॥১॥

'নিষ্ঠা' কাহাকে বলে

যে ভক্তিতে নিষ্ঠা বা নৈশ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিষ্ঠিতা ভক্তি। *[গ্রন্থকারকৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু' গ্রন্থে 'নিষ্ঠা' এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"**নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপণ সাতত্যং কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্**" অর্থাৎ বিক্ষেপরহিত হইয়া ও বুদ্ধিবৃত্তি-অবলম্বনে ভজনে যে নৈরন্তর্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'নিষ্ঠা'। ভক্তিতে স্বাভাবিকতার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধি-বৃত্তির নিরন্তর প্রয়োগেই ভজন করণীয়—যেমন, "অন্তরে-বাহিরে সম ব্যবহার, অমানী-মানদ হ'ব। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে, সতত মজিয়া রব।। এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব, জীবন-যাপন লাগি'। শ্রীকৃষ্ণভজনে, অনুকূল যাহা, তাহে হব অনুরাগী॥ ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা, দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।" (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।—এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি-অবলম্বনে এবং বিক্ষেপহীন চিত্তে ভজনক্রিয়ার যে নিরন্তর অনুশীলন, তাহাই—'নিষ্ঠা'। এই নিষ্ঠা উদয় হইলেই সাধক বস্তুতঃ প্রেমাভিমুখী রাজপথে উপনীত হইয়াছেন, বলা যাইতে পারে। অবিশ্রান্ত-নামভজনের দ্বারাই অপরাধ ও অনর্থ প্রচুর পরিমাণে দূরীভূত হইতে থাকে এবং অসৎসঙ্গ ও অসৎকার্য্যে তখন অবসর না হওয়ায় নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সদ্বিষয়ে বল বিধান করে—"**নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।।**" (পদ্ম পুঃ)। এস্থলে 'অর্থকরাণি'-শব্দে অবিশ্রান্ত নামভজনেই শ্রীনাম অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন-সাধক হইয়া থাকে, বুঝানো হইয়াছে—অর্থাৎ তাহাতে সাধক শীঘ্রই 'রুচি', 'আসক্তি' প্রভৃতি ক্রমে প্রেমাবস্থা লাভ করেন। এজন্যই বলা হইয়াছে—"**নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।**" (চৈঃ চঃ)।]*

প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিবিধানে ইচ্ছা থাকিলেও অনর্থদশাতে 'লয়', 'বিক্ষেপ', 'অপ্রতিপ্রত্তি', 'কষায়' ও 'রসাস্বাদন'—এই পাঁচটী অন্তরায় দুর্ব্বার

মন্তরায়াণাং দুর্ব্বারত্বান্ন সিদ্ধমাসীৎ। অনর্থনিবৃত্ত্যনন্তরং তেষাং তদীয়ানাং নিবৃত্তপ্রায়ত্বাৎ নৈশ্চল্যং সংপদ্যতে ইতি লয়াদ্যভাব এব নিষ্ঠা-লিঙ্গম্। তত্র লয়ঃ কীর্ত্তন-শ্রবণ-স্মরণেষু উত্তরেত্বাধিক্যেন নিদ্রোদগমঃ। বিক্ষেপঃ তেষু ব্যবহারিকবার্ত্তা-সম্পর্কঃ। অপ্রতিপত্তিঃ কদাচিল্লয়-বিক্ষেপয়োরভাবে কীর্ত্তনাদ্য-সামর্থ্যম্। কষায়ঃ ক্রোধ-লোভ-গর্ব্বাদি-সংস্কারঃ। রসাস্বাদঃ বিষয়-সুখোদয়-কালে কীর্ত্তনাদিষু মনোঽনভিনিবেশ ইতি। **'ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমো-ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥"** ইত্যত্র চকারস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাদ্রজ-স্তমোভাবা এব লভ্যন্তে। কিঞ্চ এতৈরনাবিদ্ধ-মিত্যুক্তে ভাবপর্য্যন্তং তেষাং স্থিতিরপ্যস্তি ভক্ত্যবাধক-তয়ৈব॥ ২॥

নিষ্ঠার লক্ষণ

থাকায় ভক্তিতে নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না। অনর্থনিবৃত্তির পর অনর্থ-সম্বন্ধীয় সেই লয়-বিক্ষেপাদি অন্তরায়সমূহ নষ্টপ্রায় হওয়ায় তখন ভক্তিতে নৈশ্চল্য সম্পাদিত হয়। সুতরাং লয়-বিক্ষেপ প্রভৃতির অভাবই নিষ্ঠার লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। '**লয়**'—কীর্ত্তন, শ্রবণ

লয়-বিক্ষেপ প্রভৃতি পঞ্চ অন্তরায়ের বর্ণন

ও স্মরণ সময়ে উত্তরোত্তর নিদ্রার উদয় অর্থাৎ কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রবণ-সময়ে, আবার শ্রবণ অপেক্ষা স্মরণ-সময়ে অধিকতর নিদ্রাকাতরতা। '**বিক্ষেপ**'—কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ-সময়ে নানাপ্রকার ব্যবহারিক বার্ত্তার সহিত সম্পর্ক। '**অপ্রতিপত্তি**' —কদাচিৎ 'লয়', 'বিক্ষেপের' অভাবেও আবার কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণে অসামর্থ্য। '**কষায়**'—ক্রোধ, লোভ, গর্ব্ব প্রভৃতির সংস্কার। '**রসাস্বাদন**'—কীর্ত্তনাদিতে তৎবিষয়ের সুখোদয়-সময়ে মনোনিবেশ না থাকা। *[এই সকল লক্ষণ-দ্বারা সাধক স্বয়ংই তাঁহার নিষ্ঠিতা-ভক্তিতে প্রবেশ বা অপ্রবেশ সম্বন্ধে অবগত হইতে পারিবেন।]*

কাম্যাদির অস্তিত্বেও ভক্তের তদ্দ্বারা অনভিভূতত্ব

(যদি বল, নিষ্ঠিতা-ভক্তি লাভ হইলেও অনর্থসমূহ সম্পূর্ণ-রূপে দূর না হওয়ায় অবশিষ্ট অনর্থদ্বারা ত' ভক্তি বিঘ্নিতা হইতে পারে; তদুত্তরে বলিতেছেন,—) শাস্ত্রে (ভাঃ১।২।১৯) দেখা যায় যে,—"**ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥**" অর্থাৎ, 'রজস্তমোগুণ-জাত যে সকল ভাব এবং কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি যে ষড়্রিপু জীবে বর্ত্তমান

সা চ নিষ্ঠা সাক্ষাদ্ভক্তি-বর্ত্তিনী, তদনুকূলবস্তু-বর্ত্তিনীতি দ্বিবিধা। তত্র সাক্ষাদ্ভক্তিরনন্ত-প্রকারাপি স্থূলতয়া ত্রিবিধা; কায়িকী বাচিকী মানসী চেতি। তত্র প্রথমং কায়িক্যাস্ততো বাচিক্যাস্তত এব মানস্যা ভক্তের্নিষ্ঠা সম্ভবেদিতি কেচিৎ। ভক্তেষু তারতম্যেন স্থিতানামপি সহ-ওজোবলানাং মধ্যে ক্বচন ভক্তে বিলক্ষণ-তাদৃশ-সংস্কারবশাৎ কস্যচিদেব ভগবদুন্মুখত্বাধিক্যং স্যাদিতি নায়ং ক্রম ইত্যন্যে। তদনুকূল-বস্তূনি অমানিত্ব-মানদত্ব-মৈত্রী-দয়াদীনি। তেষাং নিষ্ঠা চ কুত্রচন শমপ্রকৃতৌ ভক্তে ভক্তেরনিষ্ঠিতত্বে দৃশ্যতে, কুত্রচন তস্মিন্নুদ্ধতে

থাকে, নৈষ্ঠিকী-ভক্তির উদয়ে উহাদের দ্বারা অভিভূত না হইয়া ভক্ত শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ শ্রীভগবানে মগ্ন হইয়া প্রসন্নতা লাভ করেন।' এস্থলে 'চ'-কারের সমুচ্চয়-অর্থহেতু রজস্তমোজাত ভাবসমূহই বোধগম্য হয়। কিন্তু '**এতৈরনাবিদ্ধং**' অর্থাৎ, 'ইহাদের দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয় না'—এইরূপ উক্তি হেতু ভাবাবস্থা পর্য্যন্ত উহাদের (রজস্তমোজাত ভাবসমূহের) অস্তিত্ব থাকিলেও উহারা ভক্তির বাধক হয় না।২॥

সাক্ষাদ্-ভক্তিবর্ত্তিনী নিষ্ঠা

সেই নিষ্ঠাও সাক্ষাদ্-ভক্তিবর্ত্তিনী (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাক্ষাদ্ ভক্ত্যঙ্গ-বিষয়িনী) এবং ভক্তি-অনুকূল-বস্তুবর্ত্তিনী (সাক্ষাদ্-ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের জন্য অনুকূল বস্তু-বিষয়িনী)—ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সাক্ষাদ্-ভক্তি অনন্ত প্রকার হইলেও স্থূলতঃ তাহা তিন প্রকার,—কায়িকী, বাচিকী ও মানসী। তাহার মধ্যে প্রথমে কায়িকী, তৎপরে বাচিকী, অনন্তর মানসীদ্বারা ভক্তিতে নিষ্ঠা সম্ভূত হয়—ইহা কেহ কেহ বলেন। আবার অন্যে বলেন,—এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন ক্রম নাই। কারণ, ভক্তগণে অবস্থিত সহিষ্ণুতা (কায়িক), ওজোগুণ (কাব্যগুণ,—বাচিক) ও বল (মানসিক) —এই সকলগুণের তারতম্য-অনুসারে কোনও ভক্তে তাদৃশ সংস্কারের বিভিন্নতাবশতঃ কায়িকী, বাচিকী, বা মানসী-ভক্তির মধ্যে কোনটীর ভগবানের প্রতি উন্মুখতার আধিক্য হইয়া থাকে।

ভক্তির অনুকূল-বস্তু-বর্ত্তিনী নিষ্ঠা

ভক্তির অনুকূল বস্তুসমূহ যথা—অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি। উহাদের প্রতি নিষ্ঠাকে ভক্তির অনুকূল-বস্তুবর্ত্তিনী নিষ্ঠা বলা হয়। কোনস্থলে শম (চিত্তসংযম) প্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তে

ভক্তে নিষ্ঠিতত্বেঽপি ন দৃশ্যতে যদ্যপি তদপি ভক্তিনিষ্ঠৈব স্বসত্বাসত্বাভ্যাং তন্নিষ্ঠাসত্বাসত্বে সুধিয়মবগময়তি ন তু বালপ্রতীতিরেব বাস্তবীকর্ত্তুং শক্যেতি। যদুক্তম্—**ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কাম-লোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতীতি**॥ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিষু যত্নস্য শৈথিল্য-প্রাবল্য এব দুস্ত্যজ্যে সংভবন্তী নিষ্ঠিতানিষ্ঠিতে ভক্তী প্রদর্শয়েতামিতি সংক্ষেপতো বিবেকঃ॥ ৩॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং নিষ্যন্দবন্ধুরা নাম চতুর্থামৃতবৃষ্টিঃ॥ ৪॥

অমানি-মানদত্ব নিষ্ঠার পরিচায়ক নহে

অনিষ্ঠিতা-ভক্তি সত্ত্বেও অমানিত্ব, মানদত্ব প্রভৃতির প্রতি নিষ্ঠা দেখা যায়। আবার যদিও কখনও কোন উদ্ধত-ভক্তে নিষ্ঠিতা-ভক্তি সত্ত্বেও উক্ত অমানি-মানদত্বের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা দৃষ্ট হয় না, তথাপি তাহা নিষ্ঠাই বলিয়া জানিতে হইবে। অমানী-মানদত্বের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের দ্বারা ভক্তি-নিষ্ঠার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বিচার সুধী-ব্যক্তিকেও জানাইয়া থাকে; তাহা কিন্তু কেবল অজ্ঞ-প্রতীতিরূপেই প্রমাণিত হইতে পারিবে না। *[অর্থাৎ এই সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে সুধীব্যক্তিরও ভ্রম হইয়া থাকে। শম-দমাদির অস্তিত্ব-দ্বারা ভক্তির প্রতি নিষ্ঠা কখনই প্রমাণিত হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ-কর্ত্তৃক এই অংশের পদ্যানুবাদে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—"কোন ভক্তে নিষ্ঠা হইলেও শমাদি না দেখিবে। নিষ্ঠা যথা শম-দমাদি তথাই মানিবে॥ ভক্তি-অনিষ্ঠাতে শম-দমাদি (যদি) দৃশ্য হয়। বহির্দৃশ্য অজ্ঞ-প্রতীতি বাস্তব সে নয়॥" শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন—"**হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।**" অর্থাৎ শ্রীহরিতে যাহার কেবলা ভক্তি নাই, সে মনোধর্ম্মের দ্বারা অসৎবিষয়ে ধাবিত, তাহাতে মহদ্-গুণাবলীর সম্ভাবনা কোথায়? অর্থাৎ, মহদ্গুণাবলী হরিভক্তিহীন ব্যক্তির মধ্যেও দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা লোকরঞ্জন-কর মাত্র—শ্রীহরিরঞ্জন-কর নহে বলিয়া তাহা প্রাণহীন দেহে ধৃত অলঙ্কারের ন্যায় নিরর্থক, অতএব তাহা মহদ্গুণ-পদবাচ্যই নহে। সুতরাং শম-দম, অমানি-মানদত্ব প্রভৃতি হরিভক্তির নিদর্শন হইতে পারে না। অপরদিকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—হরিভজন-নিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে যদি আপাতদৃষ্টিতে মহদ্গুণাবলীর অভাবও থাকে, তথাপি তাঁহাকে*

*'সাধু' বলিয়াই মানিতে হইবে—"**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥**" (গীঃ ৯।৩০) । তিনি শীঘ্রই ভক্তির প্রভাবে শমাদি-গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন।]* যেহেতু শাস্ত্রে কথিত (ভাঃ ১।২।১৯) আছে,—"**ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥**" অর্থাৎ, 'নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হইলে চিত্ত রজস্তমোজাত কামলোভাদি- ভাবসমূহে আক্রান্ত না হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়।' শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যত্ন-বিষয়ে দুস্ত্যজ্য শিথিলতা ও প্রবলতাই নিষ্ঠিতা, অনিষ্ঠিতা-ভক্তির পরিচয় প্রদর্শন করে। *[তাৎপর্য্য এই যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ সাক্ষাদ্ ভক্ত্যঙ্গে যত্নের প্রাবল্য থাকিলে নিষ্ঠিতা ভক্তি এবং শিথিলতা থাকিলে অনিষ্ঠিতা ভক্তি বুঝিতে হইবে। ভক্তির অনুকূল-বস্তুসমূহের অন্তর্গত অমানী-মানদত্বের বিচারদ্বারা সাক্ষাদ্ভক্তি-বিষয়ে নিষ্ঠার নিরূপণ কখনও যথার্থ হয় না; যেহেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিষয়ে নিষ্ঠা—নিষ্ঠিতা-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ এবং অমানী-মানদত্ব প্রভৃতি তাহার তটস্থ-লক্ষণ।]* ইহাই নিষ্ঠা-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার॥ ৩॥

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-বিষয়ে নিষ্ঠাই প্রকৃত নিষ্ঠা

ইতি 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে নিষ্যন্দবন্ধুরা (ক্ষরিত মাধুর্য্য)-নামক চতুর্থ অমৃত বৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চম্যমৃত-বৃষ্টিঃ

অথাভ্যাস-কৃষ্ণবর্ত্ম-দীপিতাং ভক্তি-কাঞ্চনমুদ্রাং স্বতেজসা বহন্তীং দধানে ভক্তহৃদি তস্যাং রুচিরুৎপদ্যতে। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনামন্যতো বৈলক্ষণ্যেন রোচকত্বং রুচিঃ। যস্যামুৎপদ্যমানায়াং পূর্ব্বদশায়মিব তৈর্মুহুরপ্যনুশীলিতৈর্ন শ্রমোপলব্ধি-গন্ধোঽপি। যা হি তেষু ব্যসনিত্বমচিরাদেবোৎপাদয়তি। যথা নিত্যং শাস্ত্রমধীয়ানস্য বটোঃ কালে শাস্ত্রার্থ প্রবেশে সতি শাস্ত্রস্য রোচকত্ব-মুৎপাদ্যমানমেব তং তত্র শ্রমং নোপনয়ত্যাসঞ্জয়তি চ॥ ১॥

নিষ্ঠা-অবলম্বনে রুচির উদয় ও তাহার লক্ষণ

অনন্তর অভ্যাসরূপ অগ্নিদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত এবং নিজ তেজ বহনকারী ভক্তিরূপ স্বর্ণমুদ্রাকে ভক্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে থাকিলে তাঁহাতে (ভক্তিরূপ স্বর্ণতে) অবশেষে রুচি উৎপন্ন হয়। *[নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় ভজন বুদ্ধিপূর্ব্বক নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সেকালে মনের বশবর্ত্তিতা থাকে না বলিয়া নিরন্তর ভজন সম্ভব হয়—তাহা স্বর্ণকে নিরন্তর দহন করিবার ন্যায়। স্বর্ণকে যেরূপ নিরন্তর অগ্নিদ্বারা দহন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তাহা নিখাদ হইয়া উজ্জ্বল হইতে থাকে ও স্বীয় তেজ বিকিরণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সাধকভক্ত লয়, বিক্ষেপাদি-রহিত হইয়া নিরলসভাবে ভক্তির অঙ্গসমূহ অভ্যাস করিতে থাকিলে, তদ্দ্বারা অনর্থ আরও আরও যতই দূরীভূত হইতে থাকে, ততই 'কেবলা ভক্তি' আপন-প্রভা ধারণ করিতে থাকে—তাঁহাতে তখন ভক্তের স্বাভাবিক 'রুচি' উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ এইসময় হইতে ভজনক্রিয়া আর বুদ্ধিপূর্ব্বক চালিত হইবার অপেক্ষা করে না, তাহা স্বাভাবিক রুচি-বশেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। 'রুচি' উদয় হইবার অর্থ আত্মধর্ম্মের জাগরণ হওয়া। সাধক এইকালে মন, বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রবেশ করেন, বলা যায়।]* তৎকালে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির একটী অপেক্ষা অন্যটীতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে রোচকতা তাহাই 'রুচি'। রুচি উৎপন্ন

রুচির আসক্তি উৎপাদনকারিত্ব

হইলে পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মুহুর্মুহুঃ অনুশীলনেও ক্লান্তি অনুভবের গন্ধমাত্রও থাকে না। উক্ত রুচি শীঘ্রই সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে 'আসক্তি' উৎপাদন

বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে তু পৈত্তিক-বৈগুণ্যেন দূষিতায়াং রসনায়াং সিতায়া অরোচকত্বেঽপি সিতৈব তদ্বৈগুণ্য-নিরাসকমৌষধমিতি বিবেকিনঃ তস্যা এব যথা মুহুরুপসেবনে কালেন স্বাদ্বীয়ং স্বাদ্বীয়মাভাতীতি তস্যা এব রোচকত্বং তথৈবাবিদ্যাদি-বিদূষিতস্য জীবান্তঃকরণস্য শ্রবণাদিভক্ত্যা তদ্দোষপ্রশমে তস্যাং রুচিরুদ্ভবতীতি॥ ২॥

করিয়া থাকে। যেমন, নিত্য শাস্ত্র-অধ্যয়ন-রত ব্রাহ্মণ বালকের অবশেষে শাস্ত্রার্থে প্রবেশ হইলে যেরূপ উহাতে রুচি উৎপাদন হইতে থাকে, তখন উক্ত রুচি বালককে শাস্ত্রানুশীলনে শ্রম প্রাপ্ত করায় না বরং তাহাকে উক্ত শাস্ত্রে আসক্ত করাইয়া থাকে, তদ্রূপ॥ ১॥

পিত্তরোগ-নিরসন ন্যায়ে হরিভজনে অবিদ্যার নিবৃত্তিতে রুচির উদয়

বস্তুতঃ ইহাই সিদ্ধান্ত যে, পিত্তদোষ-জন্য রসনা দূষিত হইলে সিতাখণ্ড অরুচিকর হইলেও বিচক্ষণ-ব্যক্তির মতে উহাই সেই পিত্তদোষ-নিরসনকারী ঔষধ। তাহাই যদ্রূপ মুহুর্মুহুঃ সেবনে ক্রমে ক্রমে স্বাদুরূপে প্রতিভাত হইয়া রোচকতা লাভ করে, তদ্রূপ অবিদ্যা-প্রভৃতির দ্বারা দূষিত-অন্তঃকরণ-যুক্ত জীবের নিরন্তর শ্রবণাদি-ভক্তির অনুশীলনদ্বারা অবিদ্যা-দোষ প্রশমিত হইলে সেই ভক্তিতে 'রুচি' উদ্ভব হইয়া থাকে। *[**"স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥**"—(শ্রীউপদেশামৃতম্)। "হরি হে! তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়, পীড়িত রসনা মোর। কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে, বিষয়-সুখেতে ভোর॥ প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে-নাম কীর্ত্তন করি। সিতপল যেন, নাশি' রোগমূল, ক্রমেতে স্বাদু হয় হরি॥ দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর, না হইল দয়াময়। দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয়॥ অনুদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব॥ অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে, আস্বাদিব নামাসব॥" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত মর্ম্মানুবাদ)। এস্থলে প্রতিদিন আদরপূর্ব্বক (যন্ত্রবৎ নহে) নামানুশীলনই—একমাত্র অবিদ্যা-রূপ পিত্তদোষ দূর করিবার 'সিতপল'-স্বরূপ, তাহাতেই মাত্র আত্মধর্ম্ম-গত 'রুচি'র উদয় হয় —এরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।]*॥২॥

সা চ রুচির্দ্বিবিধা; বস্তু-বৈশিষ্টাপেক্ষিণী তদনপেক্ষিণী চ। বস্তূনাং ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদীনাং বৈশিষ্ট্যং কীর্ত্তনস্য সৌস্বর্য্যাদিমত্ত্বং বর্ণিত-ভগবচ্চরিতাদে-র্গুণালঙ্কার-ধ্বন্যাদিমত্ত্বং পরিচর্য্যাদীনাং তাদৃশ-স্বাভীষ্ট-দেশ-পাত্র-দ্রব্যাদি-সদ্ভাববত্ত্বং যদপেক্ষতে তদ্‌বস্তু-বৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী। কিং কিং কীদৃশং ব্যঞ্জনমস্তি ইতি পৃচ্ছতাং মন্দক্ষুদ্বতামিব। প্রথমা সেয়ং যতোঽন্তঃকরণস্য যৎকিঞ্চিদ্দোষ-লব এব কীর্ত্তনাদীনাং বৈশিষ্ট্যমপেক্ষতে অতোঽস্ত্যন্তঃকরণদোষাভাসা জ্ঞেয়া। দ্বিতীয়া তু যথা তন্নামরূপাদ্যুপক্রম এব বলবতী ভবন্তী বৈশিষ্ট্যে ত্বতিপ্রৌঢ়ত্ব-মাপদ্যমানেয়ং নাস্তিমনোবৈগুণ্যগন্ধা এব জ্ঞেয়া॥৩॥

বস্তুবৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী রুচি

সেই রুচি দুই প্রকার—বস্তু-বৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী এবং বস্তুবৈশিষ্ট্য-অনপেক্ষিণী। এস্থলে বস্তু অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য, যেমন—কীর্ত্তনের সুস্বরাদি অর্থাৎ সুর-তাল-লয়-মান-যুক্ততা, ভগবচ্চরিত্র-লীলাদি বর্ণনা-কালে গুণ, অলঙ্কার, ধ্বনি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-ময়তা, পূজাদি-বিষয়ে স্বীয় অভীষ্ট-অনুরূপ দেশ-পাত্র-দ্রব্যাদির বিদ্যমানতা ইত্যাদির অপেক্ষা থাকিলে সেই রুচিকে 'বস্তুবৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী রুচি' বলা হয়। ভোজন-সময়ে 'কি কি প্রকার ব্যঞ্জন আছে'—এইরূপ প্রশ্নে যেরূপ ক্ষুধার মন্দতা লক্ষিত হয়, 'বস্তুবৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী' নামা রুচিও তদ্রূপ। যেহেতু অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ দোষলব থাকিলেই কীর্ত্তনাদিতে বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা থাকে, অতএব ইহাতে অন্তঃকরণের দোষাভাস-যুক্ততা জানিতে হইবে। *[সুর-তাল-লয়-মানযুক্ত কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণ-কর হয় বলিয়া ভক্তিহীন জনগণও তাহাতে আকৃষ্ট হন। এস্থলে আকর্ষণের প্রকৃত বিষয় হইল সুর-তাল প্রভৃতিই, ভগবান্ নহেন। ইহা আপাতদৃষ্টিতে 'রুচি' বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ ইহাতে 'রুচি'র গন্ধমাত্রও নাই। কারণ, ভক্তিতে 'নিষ্ঠা' লাভের পূর্ব্বে কখনও 'রুচি'র উদয় হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও 'রুচি' এক বস্তু নহে। 'নিষ্ঠা' লাভের পরই সাধকের মধ্যে যখন 'রুচি'র আভাস উদয় হয়, তখনও চিত্তে মলাভাসের অস্তিত্বহেতু কীর্ত্তনাদির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি অপেক্ষা বিদ্যমান থাকে। এইপ্রকার যে-রুচি, তাহা 'বস্তু-বৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী রুচি' নামে কথিত হয়।]*

ততশ্চাহো সখে! কৃষ্ণনামামৃতানি বিহায় কিমিতি দুষ্পরিগ্রহ-যোগক্ষেম-বার্ত্তাবিষয়েষু নিমজ্জয়সি ত্বাং বা কিং ব্রবীমি ধিঙ্‌মাং যদহমপি পামরঃ শ্রীগুরু-চরণ-প্রসাদ-লব্ধমপ্যেতদ্বস্তু স্বগ্রন্থিনিবদ্ধং মহারত্নমিবানুপলভ্য পরিতো ভ্রমন্নেতাবন্তং কালম্ অন্যব্যাপার-পারাবার-মধ্যে মিথ্যা-সুখলেশ-স্ফুটিত-কপর্দ্দকমাত্রমন্বিষ্যায়ুংষি বৃথৈবানয়ম্।ভক্তেঃ কমপ্যঙ্গমনঙ্গীকুর্ব্বন্ শক্তেরভাব-

---

বস্তুবৈশিষ্ট্য-অনপেক্ষিণী রুচি

দ্বিতীয়টী অর্থাৎ 'বস্তু-বৈশিষ্ট্য-অনপেক্ষিণী'-নামা রুচি কিন্তু ভগবন্নাম-রূপাদির শ্রবণ কীর্ত্তনাদির আরম্ভমাত্রই বলবতী হইয়া থাকে, সুর-তাল-অলঙ্কার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলে তাহা আরও প্রৌঢ়ত্ব লাভ করে। *[বস্তু-বৈশিষ্ট্য-অপেক্ষা-শূন্য রুচিই প্রকৃত 'রুচি'-পদবাচ্য। এরূপ রুচি যাঁহার মধ্যে উদিত হয়, তিনিই 'জাত-রুচি' বলিয়া কথিত হন। **'নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ, প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা, তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥**'—(পদ্যাবলী১৩)। অর্থাৎ জঠরে প্রবল ক্ষুধা-পিপাসা থাকিলেই যদ্রূপ ভক্ষ্য-পেয় প্রভৃতি সুখকর হয়, তদ্রূপ একমাত্র ভক্তের হৃদয়স্থ প্রেমের বলেই দীনবন্ধু শ্রীভগবানের নানা উপচারদ্বারা পূজনে ভক্তের চিত্ত সুখে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। প্রেম না থাকিলে শত-উপচারদ্বারা পূজনেও ভক্ত এবং ভগবান্—কাহারও সুখোদয় হয় না। অতএব বস্তুর বৈশিষ্ট্যে নহে, বস্তুতঃ আত্মার স্বভাব-গত ভগবান্-প্রতি আকর্ষণ উদয় হইতেই ভজন সুখকর হইতে থাকে ও অক্লেশে সাধিত হইতে থাকে।]* এমতাবস্থায় সেই জাত-রুচি-ব্যক্তির অন্তঃকরণে দোষের গন্ধমাত্রও নাই,—জানিতে হইবে॥৩॥

জাত-রুচি-ব্যক্তির নির্ব্বেদ

''অহো সখে! কৃষ্ণনামামৃত পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য এইসকল দুর্গ্রাহ্য 'যোগ-ক্ষেম'-মূলক বার্ত্তা ও বিষয়সমূহে নিমগ্ন হইতেছ? তোমাকেই বা কি বলিব, আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমিও একটী পামর। কারণ, শ্রীগুরুচরণ-প্রসাদে এমন বস্তুকে লাভ করিয়াও নিজ বস্ত্রের অঞ্চলে আবদ্ধ মহারত্নের ন্যায় উহার মূল্য না বুঝিয়া (অথবা বিস্মৃত হইয়া) মিথ্যা সুখলেশের জন্য সামান্য কানাকড়ির অন্বেষণে কৃষ্ণেতর বিষয়-সাগরমধ্যে এতকাল ভ্রমণ করিতে করিতে বৃথাই আয়ুক্ষয় করিলাম। ভক্তির

মেবাদ্যোতয়ম্। হন্ত স এবাহং সৈবেয়ং মে রসনা যা হ্যনৃত-কটু-গ্রাম্য-প্রলাপ-মমৃতমিব লিহ্যতী ভগবন্নাম-গুণ-বার্ত্তাসু সালসৈবাসীৎ। হন্ত হন্ত তৎকথা-শ্রবণারম্ভ এব স্বাপং ভজংস্তদৈব কদাচিৎ প্রস্তুতায়াং গ্রাম্যবার্ত্তায়ামুৎকর্ণতয়া লব্ধজাগরং সাধূনাং সদ এব তৎ সকলমকলঙ্কয়ম্। অস্য চ দুষ্পূরস্য জঠরস্য কৃত জরঠোঽপি কাংস্কান্ দুষ্কৃতোদ্যমান্নাকরবম্! তদহং ন জানে কস্মিন্ বা নিরয়ে স্বকৃতফলমুপভুঞ্জানঃ স্থাস্যামীতি নির্ব্বিদ্যমানস্তদৈব ক্বচিদহোরহোভুবি মহোপনিষৎ-কল্পবল্লী-ফলসারং সারঙ্গ ইব প্রভোশ্চরিতামৃতং স্বাদয়ন্নভিবাদয়ন্ মুহুর্মুহুরপি সাধূনব্যাধূতসংলাপস্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ প্রবিশন্নপি ভগবদ্ধাম-বদ্ধামল-সেবানিষ্ঠস্তন্মনা উন্মনা ইবানভিজ্ঞলোকৈরালক্ষ্যমাণো ভক্তজন-ভজনানন্দ-নৃত্যাধ্যায়-মধ্যেতুমুপক্রমমাণ ইব রুচিনর্ত্তক্যা পাণিভ্যাং গৃহীত্বেব তত্তৎ শিক্ষ্যমাণ ইব কাঞ্চন মুদমননুভূতচরীমুপলভে ন জানে কুশীলবাচার্য্যাভ্যাং ভাবপ্রেমভ্যাং কালেন প্রবিশ্য নর্ত্তিয়ষ্যমাণঃ কস্যাং বা নির্বৃতি-নীবৃতি বিরাজয়িষ্যতীতি॥ ৪॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং উপলব্ধাস্বাদ-নাম পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টিঃ॥ ৫॥

কোন অঙ্গকেই অঙ্গীকার না করিয়া শক্তির অভাবই প্রকাশ করিলাম। হায়! সেই আমি এবং সেই জিহ্বা যাহা মিথ্যা-কটু-গ্রাম্যপ্রলাপকে অমৃতের ন্যায় লেহন করিত, আর ভগবানের নাম-গুণ-কথায় অলসই থাকিত। হায়! হায়! সেই ভগবৎ কথা শ্রবণের আরম্ভেই আমি নিদ্রাশ্রয় করিতাম। আবার তখনই কোন গ্রাম্যবার্ত্তার উপক্রমে উৎকর্ণতা-সহকারে জাগিয়া উঠিতাম। এইরূপে সাধুগণের সভাসকল কিরূপই না কলঙ্কিত করিয়াছি। এই দুষ্পূরণীয় জঠরের জন্য জরঠ (বৃদ্ধ) হইয়াও কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম্ম-বিষয়েই না উদ্যোগ করিয়াছি? এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে না জানি, আমাকে কোন্ নরকে বাস করিতে হইবে?"—এইরূপে নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া কখনও তিনি এই ভুবনমধ্যে অত্যন্ত

জাত-রুচি ব্যক্তির আচরণ

গূঢ়বিষয়—মহোপনিষৎ-কল্পলতার ফল-নির্য্যাস-স্বরূপ ভগবানের অমৃতচরিতকথা মুহুর্মুহুঃ আস্বাদন, অভিবাদন-করিতে করিতে ইতর-সম্ভাষণ-রহিত হইয়া সাধুমণ্ডলে উপবেশন, অবস্থান ও প্রবেশ করেন। আবার কখনও তিনি ভগবদ্ধাম-গত সেবানিষ্ঠ হইয়া তন্ময়তা লাভ করেন। অনভিজ্ঞলোকের নিকট তাহা অন্যমনস্কতার ন্যায় প্রতীত হইয়া

'রুচি'-নাম্না নর্ত্তকীর শিক্ষায় ভক্তের পরমানন্দ অনুভব

থাকে। অপরদিকে সেই ভক্তজন ভজনানন্দরূপ নৃত্যের অধ্যায় অধ্যয়নের জন্য 'রুচি'-নামা নর্ত্তকী-কর্ত্তৃক উভয় হস্তে যেন গৃহীত হইয়া সেই সেই শিক্ষালাভ করিতে থাকিলে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। সময় উপস্থিত হইলে যখন 'ভাব' ও 'প্রেম'-নামক নটগুরু-দ্বয় তাঁহাকে নর্ত্তন করাইবেন, তখন না জানি তাঁহার আনন্দের রাজ্য কোথায় বিরাজ করিবে! *[জাতরুচি সাধকে প্রথমে প্রথমে পূর্ব্বের নানা ভগবদ্বিমুখতার স্মৃতি উদিত হওয়ায় তাঁহার অনুতাপের সীমা থাকে না—'ওহো, আমি কিরূপে আমার আত্মধর্ম্ম-গত এই ভগবদ্ভজন ছাড়িয়া থাকিলাম! আমি কিপ্রকার পাষণ্ড!' ইত্যাদি। এইরূপে অনুশোচনা করিতে থাকেন, আবার, ভজনে স্বাভাবিক 'রুচি'-বশতঃ নিরন্তর নামানুশীলনও করিতে থাকেন। ইহাতে 'রুচি' যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই ভজনানন্দ লাভ হইতে থাকে এবং পূর্ব্বের ভগবদ্বিমুখতার স্মৃতি ক্ষীণ হইতে থাকে—"পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবাসুখ পেয়ে মনে। আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ অপর ধনে॥" এরূপে ক্রমে ক্রমে যে গাঢ় রুচির উদয় হয়, তাহাকেই এস্থলে নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই নর্ত্তকী সাধককে হস্তধারণ-পূর্ব্বক নৃত্য করাইতে থাকে—"সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়। গাহি, নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥" (চৈঃ চঃ)। এইরূপে সাধক অপার ভজনানন্দ লাভ করিতে থাকেন। এস্থলে শ্রীল গ্রন্থকার বলিতেছেন —সেই সাধকের এখনই এই দশা, আর পরবর্ত্তিকালে উক্ত সাধক যখন 'ভাব' ও 'প্রেম'-নামক নর্ত্তন-গুরুর পরিচালনাধীন হইবেন, তখন তাঁহার দশা কি হইবে—ভাবিয়া দেখ। 'গুরু—নানা ভাবগণ, শিষ্য—প্রভুর তনু-মন, নানা রীতে সতত নাচায়। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু, এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥'—(চৈঃ চঃ)]* ॥৪॥

ইতি 'মাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে 'উপলব্ধি-আস্বাদন'-নামক পঞ্চম অমৃতবৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টিঃ

অথ সৈব ভজনবিষয়া রুচিঃ পরমপ্রৌঢ়তমা সতী যদা ভজনীয়ং ভগবন্তং বিষয়ীকরোতি তদেয়মাসক্তিরিত্যাখ্যায়তে। যৈব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ স্তবকীভাব-মাসাদয়ন্তী ভাবপ্রেমণী পুষ্পফলে অচিরাদেব ভাবিনী দ্যোতয়তি। রুচির্ভজন-বিষয়া আসক্তির্ভজনীয়বিষয়েতি ভূম্নৈব ব্যপদেশঃ। বস্তুতস্তূভে অপ্যুভয়ং বিষয়ীকরোত্যেব। অপ্রৌঢ়ত্বপ্রৌঢ়ত্বাভ্যামেব ভেদঃ। আসক্তিরেবান্তঃকরণমুকুরং

'রুচি'—ভজনবিষয়ক 'আসক্তি'—ভজনীয়বিষয়ক

অনন্তর সেই ভজনবিষয়া 'রুচি' পরম প্রৌঢ়তমা (নিবিড়তমা) হইয়া যখন ভজনীয় শ্রীভগবান্‌কেই প্রধান বিষয়ে পরিণত করে, তখন তাহা 'আসক্তি'-নামে আখ্যায়িত হয়। তাহা ভক্তিকল্পলতার স্তবকী-ভাব (বৃক্ষ পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বে তাহাতে যে নব পত্রস্তবকের উদ্গম হয়—এরূপ অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই 'ভাব'-রূপ পুষ্প এবং 'প্রেম'-রূপ ফলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করে। 'রুচি'—ভজন-বিষয়ক এবং 'আসক্তি'—ভজনীয়-বিষয়ক—ইহা কিন্তু সেই সেই বিষয়ের প্রাধান্য-বশতঃই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ উভয়ই উভয়কে বিষয় করিয়া থাকে। *[ভজনীয়-বিষয়' বলিতে নিত্যসেব্য—শ্রীভগবান্, নিত্যসেবক—ভগবৎপরিকর এবং সেব্যের প্রতি সেবকের স্বরূপানুবন্ধি-নিত্যসেবা বুঝায়। 'ভজন-বিষয়' বলিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়াই লক্ষিত হয়। 'ভজনীয়-বিষয়'কে উদ্দেশ্য না করিলে 'ভজন' লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে; আবার 'ভজন'-ব্যতীতও 'ভজনীয়'-বস্তু সুদূর-পরাহত; সুতরাং উভয়ই উভয়কে বিষয় করিয়া থাকে। কিন্তু রুচি-পর্য্যায়ে ভজনীয়-বিষয় থাকিলেও ভজনেরই প্রাধান্য এবং 'আসক্তি'-অবস্থায় ভজন-বিষয় থাকিলেও ভজনীয়-বিষয়েরই প্রাধান্য। এইকালে সাধকের মধ্যে ভজনীয়-বিষয়ের জন্য এতই প্রবল তৃষ্ণার উদয় হয় যে, তদনুসারে ভজনক্রিয়া ঐরূপ অভীষ্ট হয় না। যেমন, শ্রীগোপকুমারের মুখোক্তি—**"নানৎ কিমপি রোচতে জগন্নাথস্য দর্শনাৎ। পুরাণতোঽস্য মাহাত্ম্য-শুশ্রূষাপি নিবর্ত্ততে।। ফলং লব্ধং জপস্যেতি মত্বোদাসে স্ম তত্র চ।.....অথ তস্যান্তরীণায়াং সেবায়াং কহির্চিৎ প্রভোঃ। জাতা রুচির্মে তাপোঽপি তস্যা**

তথা মার্জ্জয়তি যথা তত্র সহসা প্রতিবিম্বিতো ভগবানবলোক্যমান ইব ভবতি। 'হন্ত বিষয়ৈরাক্রম্যতে মদীয়ং চেতস্তদিদং ভগবতি নিদধামীতি' ভক্তস্য

অঘটনান্মহান্।।" *(বৃঃ ভাঃ ২।১।১৭৯-১৮২)—'শ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শন-বিনা অন্য কিছুতেই আমার রুচি হইত না—এমনকি মন্দির-মধ্যে পৌরাণিকগণ পুরাণাদি হইতে প্রভুর যে-মাহাত্ম্যসকল কীর্ত্তন করিতেন, তাহার শ্রবণেও আমার ইচ্ছা হইত না। জপের ফল পাইলাম—ইহা মনে হওয়ায় জপেও উদাসীন হইয়া পড়িলাম। অনন্তর প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিবার অভিলাষ হইতে লাগিল কিন্তু তাহা না ঘটায় অতিকষ্ট হইতে লাগিল।'—ইহা ভজনীয়-বিষয়ের প্রাধান্যের উদাহরণ।]* 'রুচি' এবং 'আসক্তি'র মধ্যে অপ্রৌঢ়ত্ব ও প্রৌঢ়ত্বের ভেদ মাত্র বর্ত্তমান। *[প্রৌঢ়-শব্দের অর্থ প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'রুচি' প্রবৃদ্ধ হইলেই তাহার 'আসক্তি'-সংজ্ঞা। তাহার লক্ষণ যে, তখন ভজন-বিষয় অপেক্ষা ভজনীয়-বিষয়েই প্রবল আগ্রহ উৎপন্ন হয়।]*

আসক্তি-অবস্থায় চিত্তের দর্পণতুল্যত্ব

আসক্তিই সাধকের অন্তঃকরণরূপ দর্পণকে এরূপভাবে মার্জ্জিত করে যে, তাহাতে ভগবান্ সহসা প্রতিবিম্বিত হইলে সাক্ষাৎ-দর্শনের ন্যায় প্রতীত হয়। *[ভগবদ্-বিমুখতা-জনিত অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই তিনপ্রকার প্রাকৃত আবিলতা-দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, তখন তাঁহাদের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারবৃত্তি-ভূতা যে ভক্তি, তাঁহাতে অধিকার লাভ হয়। সেই ভক্তির অনুশীলনে অবিদ্যামল ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকিলে 'বস্তু-বৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী'-নামক রুচি পর্য্যায়ে অন্তঃকরণের মলাভাসত্ব দৃষ্ট হয়। 'বস্তুবৈশিষ্ট্য-অনপেক্ষিণী'-রুচিতে উক্ত মলের গন্ধমাত্রও থাকে না। অপ্রৌঢ় 'রুচি' ক্রমশঃ প্রৌঢত্ব লাভ করিলে চেতোদর্পণ সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জিত হয়। তৎকালে উক্ত চিত্তদর্পণে জীবের স্বীয় 'ভজনীয় বিষয়'—শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজ স্বরূপের তত্ত্বদর্শন লাভ হয়। কিন্তু তাহা সাক্ষাদ্দর্শন নহে—ভগবৎস্ফূর্ত্তি।]*

পূর্ব্বদশায় অর্থাৎ নিষ্ঠা বা রুচি-অবস্থায়,—"হায়! আমার চিত্ত বিষয়দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িল! ইহাকে পুনরায় ভগবানে নিযুক্ত করিতে হইবে।"—

বিধিৎসানন্তরমেব প্রায়ো বিষয়েভ্যো নিষ্ক্রম্য তদ্রূপগুণাদৌ যৎ প্রবেশশীলং পূর্ব্বদশায়ামাসীৎ তদেব চিত্তমাসক্তৌ জাতায়াং বিধিৎসাতঃ পূর্ব্বমেব স্বয়মেব তথাভূতং ভবেৎ। যথা ভগবদ্রূপগুণাদিভ্যো নিষ্ক্রম্য বার্ত্তান্তরে চেতঃ কদা প্রবিষ্টমিতি প্রাপ্তনিষ্ঠেনাপি ভক্তেন নানুসন্ধাতুং শক্যতে তথৈব বার্ত্তান্তরতো নিষ্ক্রম্য ভগবদ্রূপগুণাদিষু কদা প্রবিষ্টং স্বচেত ইত্যাসক্তিরনাসক্তেন ন লক্ষ্যতে আসক্তিমতা ভক্তেন তু তল্লক্ষ্যতে॥১॥

ততশ্চ প্রাতঃ 'কুতস্ত্যোঽপি ভোঃ ভোঃ কণ্ঠলম্বিত-শ্রীশালগ্রামশিলা-সুন্দর-সম্পুটো লঘুলঘূচ্চারিত-শ্রীকৃষ্ণনামামৃতস্বাদ-প্রতিক্ষণ-লোলিতরসনঃ প্রেক্ষ্যমাণ এব দুর্ভগং মামুল্লাসয়সি কস্মিংশ্চিদর্থে। তৎ কথয় কুত্র কুত্র বা তীর্থে ভ্রমন্ কেষাং দৃষ্ট্যা কেষাং বা ভগবদনুভবানামাস্পদীভবন্নাত্মানমন্যঞ্চাকৃতার্থয়ঃ।' ইত্যুদ্ভাবিত-সংলাপামৃত-পান-যাপিত-কতিপয়ক্ষণঃ পুনরন্যতো গত্বা 'ভোঃ

'আসক্তি'তে চেষ্টার পূর্ব্বেই ভগবন্নামাদিতে চিত্তের স্বয়ং প্রবেশ

ভক্তের এইরূপ প্রযত্নশীল ইচ্ছার পর, চিত্ত বিষয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতিতে প্রবেশশীল হয়। 'আসক্তি' জাত হইলে এইরূপ ইচ্ছার পূর্ব্বেই সেই চিত্ত স্বয়ংই তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়। ভগবদ্-রূপ-গুণাদি হইতে বহির্গত হইয়া চিত্ত কখন যে ইতর-বার্ত্তায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিষ্ঠা-প্রাপ্ত ভক্তও অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন না। তেমনই বার্ত্তান্তর হইতে নির্গত হইয়া স্বীয় চিত্ত কোন্ সময় ভগবদ্-রূপ-গুণাদিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে,—এই যে অনুরক্তি তাহা 'আসক্তি'-হীন ব্যক্তির দ্বারা লক্ষিত হয় না। কিন্তু 'আসক্তি'যুক্ত ভক্ত তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন॥১॥

সাধুদর্শনে আসক্তি-যুক্ত ভক্তের আচরণ

এক্ষণে আসক্তি-যুক্ত ভক্তের আচরণ বর্ণিত হইতেছে। প্রাতঃকালে কোন সাধুর দর্শনে তিনি তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—''অহো! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? কণ্ঠে আপনার শ্রীশালগ্রাম-শিলার সুন্দর সম্পুট ঝুলিতেছে; দেখিতেছি—জিহ্বা মৃদু মৃদু স্বরে শ্রীকৃষ্ণনামামৃত আস্বাদনের জন্য অনুক্ষণ সঞ্চালিত হইতেছে। জানি না কি-কারণে আপনি দৃশ্যমান হইয়া আমার ন্যায় মন্দভাগ্যকে উল্লাস বিধান করিতেছেন? কোন্ কোন্ তীর্থেই বা আপনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কাঁহাদের

কক্ষ-নিক্ষিপ্ত-মনোহর-পুস্তক-বিলক্ষণয়া শ্রিয়া বিদ্বানেবানুমীয়সে তদ্ব্যাচক্ষ্ব দশম-স্কন্ধীয়ং পদ্যমেকং জীবয় শ্রুতিচাতকীং তদর্থামৃতবৃষ্ট্যা' ইতি তদ্ব্যাখ্যয়া রোমাঞ্চিতগাত্রঃ পুনরন্যতো গত্বা 'হন্তাধুনৈবাহং কৃতার্থী-ভবিষ্যামি যদিয়ং সভৈব সদ্য এব মম সমস্ত-দুষ্কৃত-ধ্বংসিনীতি' বিরচিত-দণ্ডবদবনি-প্রণিপাত-পুরঃসর-প্রণতিবিনতিকঃ তৎসভামুকুটমণিনা মহাভাগবতবর্য্যেণ পরমবিদুষা সরসমাদ্রিয়মাণঃ সঙ্কুচিত-তনুস্তদন্তিক-কৃতোপবেশ এব 'ভোস্ত্রিভুবন-জীবভবন-মহাভবরোগ-ভিষক্‌শিরোমণে ধৃত্বৈব ধমনীমধমস্যাপি মে মহাদীনস্য নিরূপয় রুজং সমাদিশস্ব পথ্যৌষধে কেনাপি প্রযুক্তেন মহারসায়নেন মদভীপ্সিতাং পুষ্টিমপি সম্পাদয়েতি' সাস্রং যাচমানস্তৎকৃপাবলোক-মধুরবাঙ্ময়ামৃত-নিষ্যন্দ-নন্দিতস্তচ্চরণ-পরিচরণ-নীতপঞ্চষড়্বাসরঃ সরসমটন্নপি কদাচিদটবীং যদি ময়ি

দর্শনলাভ করিয়াছেন, কোন্ বা ভগবদনুভবের কৃপাস্পদ হইয়া নিজকে এবং অন্যকেও কৃতার্থ করিতেছেন, তাহা বলুন?" এইরূপে উদ্ভূত সংলাপামৃত পান

ভাগবতপাঠক প্রতি অভিব্যক্তি

করিয়া কিছু সময় যাপন করিলেন। পুনরায় অন্যত্র গিয়া কোন ভাগবত-পাঠককে,—''ওহে! আপনার কক্ষস্থিত মনোহর গ্রন্থের বিলক্ষণ শোভাদ্বারা আপনাকে বিদ্বান্‌রূপেই অনুমান হইতেছে, সুতরাং দশম-স্কন্ধীয় একটী পদ্য কৃপাপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করুন এবং সেই অমৃত-বর্ষণ দ্বারা এই কর্ণ- চাতককে জীবন দান করুন।'—এইরূপে সেই ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি রোমাঞ্চিত-গাত্র হইয়া পুনরায় অন্যস্থানে গিয়া,—''অহো! এখন আমি কৃতার্থ

মহাভাগবত-দর্শনে আর্ত্তি-জ্ঞাপন

হইব, যেহেতু এই সাধুসভা সদ্যই আমার সকল দুষ্কৃতি ধ্বংসকারী।"—ইহা বলিয়া ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনতি-সহকারে তথায় অবস্থান করিলেন। সেই সভায় মুকুটমণি পরমবিদ্বান্ মহাভাগবতবর-কর্ত্তৃক স্নেহার্দ্র চিত্তে আদৃত হইলে সঙ্কুচিত-গাত্রে তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া বলিলেন,—''হে ত্রিভুবনস্থ জীবগণের মহাভবরোগ-বৈদ্যরাজ! এই অধমের ধমনী (নাড়ী) ধারণ করিয়া মহাদীন আমার রোগ নিরূপণ করুন, ঔষধ-পথ্যের উপদেশ করুন, বা কোনও মহারসায়ন প্রয়োগ করিয়া আমার অভীপ্সিত পুষ্টি সম্পাদন করুন।"—এইরূপে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপাবলোকনে, অমৃতসিক্ত মধুর কথাশ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিলেন। এইপ্রকার পাঁচ-ছয় দিবস তাঁহার চরণ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

বর্ত্ততে কৃষ্ণস্য কৃপাবলোকস্তদায়ং দূরতঃ পুরোঽবলোক্যমানঃ কৃষ্ণসারস্ত্রি-চতুরাণি পদানি মদভিমুখমায়াতু ন চেন্মাং পৃষ্ঠীকরোত্বিতিনৈসর্গিকীরপি মৃগ-পশুপক্ষি-চেষ্টাস্তদনুগ্রহ-নিগ্রহলিঙ্গতয়ৈব জানন্ গ্রামোপশল্যেঽপি খেলতো বিপ্রবালকান্ সনকাদীনিব 'কিমহং ব্রজেন্দ্রকুমারং প্রাপ্স্যামি' ইতি পৃষ্ট্বা তদ্দত্ত-মুত্তরং মেতি মুগ্ধাক্ষরং দুর্ব্বোধার্থতয়া সুবোধার্থতয়া বা পরামৃষ্য স্বগৃহমধ্য-মধ্যাস্যাপি মহাধনগৃধ্নুঃ কৃপণবণিগিব 'কাহং যামি কিং করোমি কেন ব্যাপারেণ মে তদভীষ্ট-বস্তুজাতং হস্তগতং স্যাদিতি' পরিম্লানবদনশ্চিন্তয়ন্ স্বপন্ উত্তিষ্ঠন্ উপবিশন্ পরিজনৈঃ কারণং পৃচ্ছ্যমানোঽপি কদাচিন্মূক ইব কদাচিদবহিথা-মালম্বমানঃ সাম্প্রতমভূদয়ং ছন্নবুদ্ধিরিতি বন্ধুভিঃ স্বভাবত এবায়ং জড় ইতি প্রতিবেশিভিরজ্ঞৈর্মূর্খ ইতি মীমাংসকৈঃ ভ্রান্ত ইতি বেদান্তিভির্ভ্রষ্ট ইতি কর্ম্মিভি-

পশুপক্ষির ক্রিয়াতেও ভগবদনুগ্রহ-সন্ধান

আবার কোনসময়ে কোন অরণ্যে সহর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি যদি আমার প্রতি থাকে, তাহা হইলে ঐ যে সম্মুখে দূরে কৃষ্ণসার-হরিণ দেখা যাইতেছে, তাহা আমার অভিমুখে তিন-চারিপদ অগ্রসর হউক্। এবং সেই কৃপা যদি না থাকে, তবে আমাকে সে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইবে।" এইরূপে মৃগ-পশু-পক্ষিগণের স্বাভাবিক চেষ্টাকেও ভগবানের অনুগ্রহ-নিগ্রহের লক্ষণরূপে মনে করেন। পুনরায় কোন গ্রামপ্রান্তে ক্রীড়ারত বিপ্রবালকগণকে দেখিয়া চতুঃসনের

বালক-দর্শনে চতুঃসন-স্ফূর্ত্তি

ন্যায় ভাবিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"আমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইব?" তাহাদের অর্দ্ধোচ্চারিত অস্ফুট উত্তরকে কখনও দুর্ব্বোধ্যরূপে, কখনও বা সুখবোধ্যরূপে বিচার করেন। কখনও বা আবার নিজ গৃহমধ্যে স্থিত হইয়া মহাধন-লিপ্সু কৃপণ বণিকের ন্যায় চিন্তা করিতে থাকেন,—'কোথায় যাইব, কি করিব, কি-প্রকারে সেই অভীষ্ট-বস্তু আমার হস্তগত হইবে?' এইরূপ বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যান, গাত্রোত্থান করেন, উপবিষ্ট হন। পরিজনগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কখনও

উক্ত ভক্তের প্রতি নানা ব্যক্তির ধারণা

যেমন বাক্‌রহিত হন, কখনও বা অবহিথা (স্বীয় ভাব গোপনত্ব) অবলম্বন করেন। ইহাতে বন্ধুগণ মনে করেন,—'সম্প্রতি সে ছন্নবুদ্ধি হইয়াছে'; অজ্ঞ প্রতিবেশিগণ চিন্তা করেন,—'স্বভাবতঃই সে এইপ্রকার জড়বৎ'; আবার মীমাংসকগণের নিকট তিনি মূর্খ, বৈদান্তিকগণের

রহো মহাসারং বস্তু সমধিগতমিতি ভক্তৈর্দাম্ভিক ইতি তত্রাপরাধিভিঃ পরামৃষ্য-মাণো মানাপমান-বিচারবিধুরো ভগবদাসক্তি-স্বর্ধুনীপ্রবাহ-পতিত এব চেষ্টতে ভক্ত ইতি॥ ২॥

ইতি মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং মনোহারিণী নাম ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টিঃ॥ ৬॥

নিকট তিনি ভ্রান্ত, কর্ম্মিগণের নিকট তিনি ভ্রষ্ট, ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন। অপরদিকে ভক্তগণ বুঝিতে পারেন,—'অহো! তিনি মহাসার-বস্তু লাভ করিয়াছেন।' আবার অপরাধিগণ তাঁহাকে দাম্ভিকরূপে বিবেচনা করেন। কিন্তু মান-অপমান-বিচার-বিচ্যুত সেই ভক্ত ভগবানের প্রতি আসক্তির সুরধুনী-প্রবাহে পতিত হইয়া বিভিন্নপ্রকার প্রযত্নে নিযুক্ত থাকেন *['রুচি'-অবস্থায় ভজন অক্লেশে অনুষ্ঠিত হইয়া পরমানন্দকর হয়; 'আসক্তি' পর্য্যায়ে তদপেক্ষা ভজনানন্দ ঘটিলেও তৃষ্ণা পূরণ হয় না; কারণ, চিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি-লাভের জন্য এক তীব্র স্পৃহা উদিত হইতে থাকে—যেমন, শ্রীসত্যব্রত মুনির প্রার্থনায় দৃষ্ট হয়—"**বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা, ন চান্যং বৃণেহং বরেশাদপীহ। ইদন্তে বপুর্নাথ গোপাল-বালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥**" অর্থাৎ—'হে নাথ! তোমার এই বাল-গোপাল রূপ যেন আমার মনে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে—ইহা ছাড়া আমি তোমার নিকট হইতে মোক্ষ বা মোক্ষেরও যা অবধি-স্বরূপ (বৈকুণ্ঠলোক), অথবা অন্য কিছু বর চাহি না।' এস্থলে 'অন্যং'-পদের অর্থ শ্রীসনাতন-গোস্বামী বলিয়াছেন—'শ্রবণাদিভক্তিপ্রকারং'; অর্থাৎ 'তোমার রূপের স্ফূর্ত্তি-বিহীন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিও আমি অভিলাষ করি না।' ইহাই হইল ভজন অপেক্ষা ভজনীয়-বিষয়ের প্রাধান্য। এমতাবস্থায় সাধকের চিত্তদর্পণে ভগবান্ সহসা সাক্ষাদ্দর্শনের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হন—ইহাই ভগবৎস্ফূর্ত্তি। এই 'আসক্তি' যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ভগবৎস্ফূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা ততই তীব্র হইতে থাকে এবং তাহার অভাবে তিনি জড়বৎ হইয়া পড়েন। আপাতদৃষ্টিতে তখন তাঁহার ভজনক্রিয়ায় শৈথিল্য-দর্শনে কেহ কেহ ভুলও বুঝেন, কিন্তু প্রকৃত মর্ম্মী ভক্তজনই তাঁহার সেই গূঢ়-ভাবের রহস্য বুঝিতে পারেন।]*॥২॥

ইতি শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী-গ্রন্থে 'মনোহারিণী'-নামক ষষ্ঠ অমৃতবৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম্যমৃত-বৃষ্টি

অথ সৈবাসক্তিঃ পরমপরিণামং প্রাপ্তবতী রত্যপরপর্য্যায়ো ভাব ইত্যাখ্যাং লভতে। য এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্য স্বরূপ-ভূতস্য কন্দলীভাবং ভজতে। যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উৎফুল্লং প্রসূনমাচক্ষতে। যস্য চ বাহ্যেব প্রভা সর্ব্বৈঃ সুদুর্ল্লভা আভ্যন্তরী তু মোক্ষমপি লঘুকরোতি। যস্য চ পরমাণুরেক

'ভাব'—অঙ্কুরীভূত সচ্চিদানন্দ শক্তিত্রয়

অনন্তর সেই 'আসক্তি' পরম পরিণতি লাভ করিয়া 'রতি'র অপর পর্য্যায় 'ভাব'-নাম ধারণ করে। ইহা 'সৎ' (সন্ধিনী), চিৎ (সম্বিৎ), ও আনন্দ (হলাদিনী)—এই স্বরূপ-ভূত শক্তিত্রয়ের অঙ্কুরীভূত অবস্থা। *["**শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্ত-মাসৃণ্য-কৃদসৌ 'ভাব' উচ্যতে॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।১)। "যে শক্তিদ্বারা সত্তা ধৃত হয়, তাহাই সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রকরী 'সন্ধিনী; যে শক্তিদ্বারা উপলব্ধি ঘটে, তাহাই 'সম্বিৎ'; যে শক্তিদ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষক্রমে আনন্দের ধারণা হয়, তাহাই 'হ্লাদিনী' জানিতে হইবে। সেই মূলশক্তির তিন প্রকারে অবস্থিতি সিদ্ধ হইলে স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ বৃত্তিবিশেষ-দ্বারা স্বয়ং স্বরূপ বা স্বরূপশক্তি আবির্ভূত হয়,—তাহাই বিশুদ্ধসত্ত্ব। মায়া-কর্ত্তৃক স্পর্শাভাবহেতু ইহার বিশুদ্ধসত্ত্বত্ব।"—(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ- কৃত ভাঃ ১।২।২৪ শ্লোকের 'তথ্য')। এই শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষই ভগবৎনিত্যপ্রিয়বর্গের নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা। তাহা প্রপঞ্চগত ভক্তবৃন্দে সাধনাভিনিবেশ-হেতু অনর্থনিবৃত্তি-ক্রমে অথবা শ্রীকৃষ্ণ কিংবা তদ্ভক্ত-প্রসাদে উদিত হন। ইহা 'প্রেম'রূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ অর্থাৎ প্রেমের পূর্ব্ব-প্রকাশ। সেই ভাবভক্তির তটস্থ-লক্ষণ যে, ইহা রুচি অর্থাৎ অভিলাষ (প্রাপ্তির অভিলাষ, আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দ্যের অভিলাষ)-দ্বারা চিত্তের মাসৃণ্য অর্থাৎ আর্দ্রতা বিধান করে।]*

'ভাব'কে আবার ভক্তি-কল্পলতার প্রফুল্ল পুষ্পস্বরূপ বলা হয়। সেই পুষ্পের

ভাবের সুদুর্ল্লভত্ব, মোক্ষকে তুচ্ছকারিত্ব ও কৃষ্ণাকর্ষণে সামর্থ্য

যে বাহ্যিক প্রভা (লক্ষণ), তাহাই সকলের নিকট 'সুদুর্ল্লভা' এবং আভ্যন্তরী প্রভা মোক্ষকেও তুচ্ছ করে। সেই ভাবের এক পরমাণুই অর্থাৎ এক সামান্য অংশই

এব তমঃ সমস্তমুন্মূলয়তি। যস্য পরিমলৈঃ প্রসৃমরৈঃ মধুসূদনং নিমন্ত্র্যানীয় তত্র প্রকটীকর্ত্তুং প্রভূয়তে। কিং বহুনা যৈরেব বাসিতাশ্চিত্তবৃত্তি-তিলবিততয়ো দ্রবীভাবমাসাদ্য সদ্য এব ভগবদঙ্গমখিলমেব স্নেহয়িতুং যোগ্যতাং দধতে। যঃ খল্বাবির্ভবন্নেব স্বাধারং শ্বপচমপি ব্রহ্মাদেরপি নমস্যত্বমাপাদয়তি। উদ্যোতমানে চ অস্মিন্ শ্যামলিমানং ব্রজমহেন্দ্রনন্দনস্যাঙ্গানামেব, আরুণ্যং তদীয়াধর-নেত্রান্তাদেরেব, ধবলিমানং তদীয়-বদনস্মিত-চন্দ্রিকাদেরেব, পীতিমানং তদম্বর-ভূষণাদেরেব লেঢুং লব্ধাসন্নসময়মিব বলিতোৎকণ্ঠং ভক্তস্য নয়নদ্বন্দ্বমশ্রুভি-

সকলপ্রকার তমঃ (অবিদ্যা, মোহ, পাপ, অন্যাভিলাষ, দুঃখ, দোষ ইত্যাদি) সমূলে উৎপাটন করে। ভাবরূপ সেই পুষ্পের কুঙ্কুমাদির মর্দ্দনজনিত জন-মনোহর সৌরভ সঞ্চারিত হইয়া ভ্রমররূপ শ্রীভগবান্‌কে নিমন্ত্রণ-দ্বারা আনয়ন করিয়া ভক্তের নিকট তাঁহাকে প্রকট করিতে সমর্থ। অধিক কি, ভাবদ্বারা

ভক্তের দ্রবীভূত-চিত্তে ভগবদঙ্গের সিক্তত্ব

সুগন্ধীকৃত চিত্তবৃত্তি-রূপ তিলসমূহ দ্রবীভূত হইয়া (অর্থাৎ তৈলরূপে) ভগবানের অখিল শ্রীঅঙ্গকে সদ্যই স্নেহসিক্ত করিতে যোগ্যতা ধারণ করে। সেই 'ভাব' যাঁহাতে আবির্ভূত হন, তিনি 'শ্বপচ' হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মাদিরও নমস্যরূপে পরিগণিত করেন। *[শ্রীব্রহ্মা 'কৃষ্ণপ্রেমে'র মহিমা-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। সেই প্রেম যাঁহার মধ্যে উদিত-প্রায়, তাঁহার নিকট প্রেমবশ্য ভগবান্ বশীভূত হইয়াই আছেন। তিনি জানেন শ্রীভগবানের মুখোক্তি—"**ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥**" অর্থাৎ, 'চতুর্ব্বেদপাঠী ব্রাহ্মণ আমার প্রতি ভক্তিহীন হইলে আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু আমার ভক্ত 'শ্বপচ'-কুলে আবির্ভূত হইলেও আমার প্রিয়; সেই ব্যক্তি দানের পাত্র, তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রাহ্য ও আমার ন্যায়ই পূজনীয়।' সুতরাং তত্ত্ববেত্তা শ্রীব্রহ্মা উক্ত জাত-ভাব ব্যক্তির মহিমা জানিয়া তাঁহার প্রতি নতমস্তক থাকেন।]*

'ভাব'-লব্ধ ভক্তের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি

'ভাব' ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হইলে—ব্রজমহেন্দ্র-নন্দনের অঙ্গের শ্যামল আভা; তাঁহার অধর, নয়ন-প্রান্ত প্রভৃতির রক্তিমা; তাঁহার স্মিত-বদনরূপ চন্দ্রের ধবলিমা; তাঁহার বস্ত্র, ভূষণাদির পীত আভা প্রভৃতি আস্বাদনের সময় যেন আসন্ন—

রজস্রমাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। গীতং তদীয়ং মুরল্যা এব, শিঞ্জিতং তদীয়নূপুরাদেরেব, সৌস্বর্য্যং তদীয়কণ্ঠস্যৈব, নিদেশং তচ্চরণপরিচরণস্যৈব তৎকৃতং কমপি স্বস্যাবতংসীকর্ত্তুং মৃগ্যদিব স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণদ্বয়ং নিশ্চলীভবদুন্নমেৎ। এবমেব কীদৃশো বা তদুভয়করকিশলয়স্পর্শ ইতি তদৈব তমনুভবদিব গাত্রং রোমাঞ্চিতং ভবেৎ। তৎসৌরভ্যং লভ্যমানমিব বিদুষ্যৌ নাসে প্রফুল্লে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসং গৃহীত্বা পরিচিচীষেতাম্। হন্ত সা ফেলা কিং মে স্বাদনীয়া ইতি তদৈব তামুপলভমানেব রসনাপ্যুল্লাসং দধানাবোষ্ঠাধরৌ লিহ্যাৎ। কদাপি তদীয়স্ফূর্ত্তৌ তং সাক্ষাৎ প্রাপ্তবদিব চেতো হৃষ্যেৎ তন্মাধুর্য্যাস্বাদসম্পত্ত্যা মাদ্যেৎ তদৈব তত্তিরোভাবে বিষীদেৎ গ্লায়েদিত্যেবং সঞ্চারিভাবৈরাত্মানমলঙ্কুর্ব্বদিব শোভেত। বুদ্ধিরপতন্তমেবার্থমবধারয়ন্তী জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু তদীয়স্মৃতিবর্ত্মন্যেব

এইরূপে উৎকণ্ঠা-সহকারে তাহা লাভ করিয়া ভক্ত নয়নযুগলের অজস্র অশ্রুদ্বারা নিজকে অভিষিঞ্চন করেন। কখনও কৃষ্ণের মুরলীর গান, তাঁহার নূপুরাদির শিঞ্জন, তাঁহার কণ্ঠের সুস্বরতা, তাঁহার চরণ-পরিচর্য্যার সাক্ষাৎ আদেশ ইত্যাদিকে তাঁহার নিজ কর্ণের ভূষণ করিতে তত্তৎ অন্বেষণের জন্য স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে উৎকর্ণ হইয়া নিশ্চলরূপে অবস্থান করেন। 'তাঁহার করপল্লবের (অঙ্গুলীর) স্পর্শ কি এইপ্রকার, নাকি কিরূপ?' —এইরূপে তখনই যেন তাঁহাকে অনুভব করিয়া তিনি রোমাঞ্চিত গাত্র হন। আবার কখনও তাঁহার অঙ্গসৌরভ যেন লাভ হইতেছে—এইরূপে বিদগ্ধ প্রফুল্লিত নাসাদ্বয়ে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস গ্রহণ করিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা করেন। পুনরায়, 'হায়'! কৃষ্ণের সেই উচ্ছিষ্ট আস্বাদনের কি সৌভাগ্য হইবে!'—এইরূপে তখনই যেন সে-উচ্ছিষ্ট লাভ করিয়া জিহ্বাও পরমোল্লাসবশতঃ তদুচ্ছিষ্ট ধারণকারী ওষ্ঠাধরকে লেহন করিতে থাকে। কখনও বা চিত্তে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিবশতঃ সাক্ষাৎরূপেই তাঁহাকে যেন লাভ করিয়াছেন—এইরূপে চিত্ত হর্ষিত হয় এবং তাঁহার অপরূপ মাধুর্য্য-সম্পত্তি আস্বাদনে মত্ততা লাভ করেন। আবার সেই স্ফূরণ তিরোহিত হইলে তখনই বিষাদগ্রস্ত হন ও খেদ করিতে থাকেন। এইপ্রকারে সঞ্চারি ভাবসকলে নিজকে

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎস্মৃতি

অলঙ্কৃত করিয়া শোভিত হইতে থাকেন। তাঁহার বুদ্ধি সেই এক অভীষ্ট বস্তুকে অপতিতভাবে অবধারণ করিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—বুদ্ধির এই তিন অবস্থাতেই তিনি

পান্থত্বমধ্যবস্যেৎ। অহন্তা চ প্রাপ্যমানে সেবোপযোগিনি সিদ্ধদেহে প্রবিশন্তীব সাধকশরীরং প্রায়ো জহাতীব বিরাজেত। মমতা চ তচ্চরণারবিন্দ-মকরন্দ এব মধুকরীভবিতুমুপক্রমেতেতি। স চ ভক্তঃ প্রাপ্তং মহারত্নং কৃপণ ইব জনেভ্যো

ভগবৎ-স্মৃতি-পথের পথিকরূপে অবস্থান করেন। *[এইরূপ দশাকে 'জীবন্মুক্ত' দশা বলা হয়—"**ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।**" (নারদীয় পুঃ)—'নিখিল অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রৎ,স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সর্ব্বকালে যিনি কায়-মন-বাক্যে হরির দাস্যে চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।']* তাঁহার 'অহং'-ভাব তখন ভগবৎসেবা-উপযোগী সেই সিদ্ধদেহ যাহা বস্তুসিদ্ধি অনন্তর লাভ হইবে, তাহাতে যেন প্রবেশ করত সাধক-শরীরকে প্রায় ত্যাগ করিয়াই বিরাজ করিতে থাকেন। *["জীবের একটী নিত্য-স্বরূপ আছে,—সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম। যেমন, এই স্থূলশরীরে হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইয়া স্থূল-স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে একটী চিৎকণ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে,—তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। নিত্যশরীর চিৎকণময়, নির্দ্দোষ, ও 'অহং'-পদার্থের প্রকৃত বাচ্য বস্তু।"—(জৈঃ ধঃ ১৫ অঃ)। "**এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণা-ভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তম পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ।**"—(জৈঃ ধঃ ধৃত ছাঃ উঃ ৮।১২।৩)। অর্থাৎ 'এই প্রকারেই জীবাত্মা ভগবৎপ্রসাদে মুক্তি লাভপূর্ব্বক এই (স্থূল ও সূক্ষ্ম) শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময়জ্যোতি-বিশিষ্ট নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি লাভ করেন। তিনি উত্তম (মুক্ত) পুরুষ, তিনি সেই চিদ্ধামে পর্য্যটন, ভোজন ও ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দে মগ্ন হন।' জীবের নিত্যস্বরূপ-গত সেই সিদ্ধদেহের পরিচয় 'ভাব'-অবস্থায় এরূপভাবে প্রকাশিত হয় যে, তাহাতে তিনি সেই পরিচয়েই কেবল অবস্থান করেন—সাধকদেহ-গত পরিচয় তাঁহার নিকট বিস্মৃত হইয়া যায়।]* তাঁহার 'মমতা' শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের মকরন্দের প্রতি মধুকরী হইতে আরম্ভ করে। সেই ভক্ত তখন কৃপণের ন্যায় মহারত্নরূপ 'ভাব'কে পাইয়া জনগণের নিকট

ভক্তের পরমশুদ্ধ 'অহং, মম'-ভাব

ভাবং গোপয়ন্নপি ক্ষান্তিবৈরাগ্যদীনামাস্পদীভবন্ লসল্ললাটমেবান্তর্ধনং কথয়তীতি ন্যায়েন তদ্বিজ্ঞসাধুগোষ্ঠ্যাং বিদিতো ভবেদন্যত্র তু বিক্ষিপ্ত ইত্যুন্মত্ত ইতি সজ্জত ইতি দুর্ল্লক্ষ্যতাং গচ্ছেৎ॥ ১॥

স চ ভাবো রাগভক্ত্যুত্থো বৈধভক্ত্যুত্থ ইতি দ্বিবিধঃ। আদ্যো জাতি-প্রমাণাভ্যামাধিক্যেন মহিমজ্ঞানানাদরেণ ভগবতি সামান্যাধিক্যাচ্চ সান্দ্রঃ। দ্বিতীয়ঃ তাভ্যাং প্রথমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিদ্ধ-মমতাবত্ত্বাচ্চাসান্দ্রঃ।

কৃপণের ন্যায় গুপ্ত থাকিলেও বিজ্ঞগণের নিকট ভক্তের প্রকাশ

গোপন করিলেও, দীপ্ত ললাট যেরূপ গুপ্তধনের কথা প্রকাশ করিয়া দেন, তদ্রূপ তিনি 'ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্-গুণাখ্যানে আসক্তি, ভগবদ্বসতি-স্থলের প্রতি প্রীতি'—ইত্যাদি অনুভাবসকলের আশ্রয়স্থল হওয়ায় তিনি সেইরূপ বিজ্ঞ সাধুগোষ্ঠীর নিকটই প্রকাশিত হইয়া পড়েন। *[**"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নাম-গানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতি-স্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যূর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥"** (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫-২৬) —এস্থলে যে-'ভাব', তাহা বস্তুতঃ 'স্থায়িভাব', সুতরাং এই ভাবের 'অনুভাব'-স্বরূপ ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতিও তাঁহার মধ্যে স্থায়িরূপে বিরাজ করে, সাময়িক কিছু ভাবাবেগ-রূপে নহে। ইত্যাদি লক্ষণেই সুধীগণ 'ভাব'-লব্ধ ব্যক্তির ভাবাবস্থার প্রমাণ পাইয়া থাকেন।]* অন্যত্র কিন্তু তিনি বিক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, প্রভৃতিরূপে প্রতীত হইয়া সহজে কাহারও লক্ষীভূত হন না॥ ১॥

রাগভক্তি ও বৈধীভক্তি-জাত ভেদে ভাবের দ্বিবিধত্ব

সেই ভাবও আবার রাগভক্তি-জাত ও বৈধীভক্তি-জাত—ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে প্রথমটী জাতি (বৈশিষ্ট্য) ও প্রমাণের (পরিমাণের) আধিক্যহেতু এবং ভগবানের ভগবত্তা, প্রভুত্ব, ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত মহিমাযুক্ত জ্ঞানের প্রতি অনাদর-বশতঃ নিজেকে ভগবানের সহিত সমান কিংবা তাঁহার অপেক্ষা অধিক-রূপে বিচার হওয়ায় সেই রাগভক্তিজাত-ভাব গাঢ় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টী উক্ত বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণের বিচারে প্রথমটী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূনতাবশতঃ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-দ্বারা ভগবানের প্রতি মমতা বিদ্ধ অর্থাৎ শিথিলীকৃত হওয়ায় বৈধীভক্তি-

প্রায়ো দ্বিবিধ এবায়ং ভাবো দ্বিবিধানাং ভক্তানাং দ্বিবিধ-চিদ্বাসনা-সনাথেষু হৃদয়েষু স্ফুরন্ দ্বিবিধাস্বাদ্যত্বং ভজতে।

জাত 'ভাবে' গাঢ়ত্বের অভাব হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ-ভাব দ্বিবিধ-ভক্তগণের দ্বিবিধ-চিদ্‌বাসনাযুক্ত হৃদয়ে দ্বিবিধরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে। *[এস্থলে 'রাগভক্তি' বলিতে শ্রীহরির প্রতি কেবল ঈশ্বর-বুদ্ধিতে নয়, বরং উক্ত বুদ্ধিকে অতিক্রমপূর্ব্বক হরিকে নিজ প্রিয় সখা, পুত্র প্রভৃতি বুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ-জনিত ভক্তিকে বুঝানো হইয়াছে এবং 'বৈধীভক্তি' বলিতে শ্রীহরির প্রতি কেবল সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বকারণ-কারণ প্রভৃতি মহিমা-দ্বারা চালিত বুদ্ধিতে সাধিত যে-ভক্তি, তাহা লক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে দ্বিবিধ ভাবের দ্বিবিধ ভক্ত পরিলক্ষিত হয়—**"ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-যুক্ত, কেবল-ভাব আর। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥"**—(চৈঃ চঃ অঃ ৭।২৬)। 'কেবল-ভাব' বলিতে কেবল 'সখা'-'পুত্র'াদি ভাবযুক্ত বুঝানো হইয়াছে। যেস্থলে ভগবানের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি জনিত ভাব, সেস্থলে উক্ত ভাবে প্রেমের গাঢ়ত্বের অভাবহেতু সেই ভাবে ভগবানের অবশীভূততা—**"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥"** (চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ)। অপরদিকে রাগভক্তিতে ভগবানের প্রতি সখা-বুদ্ধিহেতু নিজেকে ভগবানের সহিত সম-জ্ঞান, বা পুত্র-বুদ্ধিহেতু নিজেকে ভগবান্ অপেক্ষা বড়-জ্ঞান—এইরূপ ভাবে প্রেমের গাঢ়ত্ব-হেতু ভগবানের তদধীনত্ব—**"আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন। সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন॥ সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম॥ প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন। বেদ-স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"**—(চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ)। **"গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন। প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন॥ সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'। অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী॥"**—(চৈঃ চঃ অঃ ৭পঃ)। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রাধান্যযুক্ত ভক্তিতে ভগবানের প্রতি সখ্য-পুত্রাদি ভাবেও প্রীতি সঙ্কুচিত থাকে; কিন্তু

ঘনরস ইব রসাল-পনসেক্ষু-দ্রাক্ষাদিষু প্রবিষ্টঃ পৃথক্ পৃথঙ্মাধুর্য্যবত্ত্বং ভজতে। তে চ ভক্তাঃ শান্ত-দাস-সখি-পিতৃ-প্রেয়সীভাববন্তঃ পঞ্চবিধাঃ স্যুঃ। তত্র শান্তেষু শান্তিরিতি দাসেষু প্রীতিরিতি সখিষু সখ্যমিতি পিতৃভাববৎসু বাৎসল্যমিতি প্রেয়সীভাববৎসু প্রিয়তেতি নামভেদমপি। পুনশ্চায়ং স্বশক্ত্যৈ-বাবির্ভাবিতৈর্বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিভিরাত্মৈব রাজেব বা প্রকৃতিভিরুদ্ভূতৈশ্বর্য্যঃ

---

*'রাগভক্তি'-যুক্ত ভক্ত ভগবানের ঈশ্বরত্ব চাক্ষুষ দর্শন করিলেও তাঁহার প্রতি সখা-বুদ্ধি বা পুত্র-বুদ্ধির সামান্যতম হ্রাস হয় না, বা সেই ঐশ্বর্য্য সহিত নিজ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না—"**ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি॥**"—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৯৪)। 'ঐশ্বর্য্য'-পর ভক্ত ও 'কেবল-ভাব'-পর ভক্তের দ্বিবিধ চিদ্বাসনা যেমন, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তে নিজের ও ভগবানের উভয়ের সুখ-তাৎপর্য্য-রতি বর্ত্তমান, কিন্তু 'কেবল-ভাব' যুক্ত ভক্তে স্বসুখবাসনা-শূন্য কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-রতি বিদ্যমান—"**প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥**"—(চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ)। এই দ্বিবিধ ভক্তির সাধ্যও দ্বিবিধ—"**রাগভক্ত্যে ব্রজে 'স্বয়ং ভগবানে' পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥**"—(চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ ৮০/৮১)। এইরূপে রাগভক্তি ও বৈধীভক্তির বৈশিষ্ট্যগত ভেদ প্রদর্শিত হইল।]*

ভাবের প্রকারত্ব; ভাবের স্থায়ীভাব ও রসরূপে পরিণতি

ঘনরস যেরূপ রসাল (আম), পনস (কাঁঠাল), ইক্ষু, দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) ইত্যাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ মাধুর্য্য-বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই ভক্তগণও শান্ত, দাস্য, সখ্য, পিতৃ ও প্রেয়সীভাব-বিশিষ্টরূপে পঞ্চপ্রকার হন। শান্তভক্তে তাহা 'শান্তি', দাস্যপর ভক্তে 'প্রীতি', সখারূপ ভক্তে 'সখ্য', পিতৃ-ভাবযুক্ত ভক্তে 'বাৎসল্য' এবং প্রেয়সীভাবযুক্ত ভক্তে 'প্রিয়তা'—এইরূপে ভাবের নামভেদ হইয়া থাকে। পুনরায়, সেই 'ভাব' (ক্রমে ক্রমে) আবির্ভূত 'বিভাব', 'অনুভাব', 'ব্যভিচারী' ভাবগণকে রাজার ন্যায় নিজশক্তিদ্বারাই বশীভূত করে। উক্ত প্রজাগণ-কর্ত্তৃক উদ্ভূত-ঐশ্বর্য্য হইয়া তাহা 'স্থায়ী'-নামে বৈশিষ্ট্য লাভ করত 'বিভাব' প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া 'শান্ত', 'দাস্য', 'সখ্য', 'বাৎসল্য', 'উজ্জ্বল'-ভেদে রসরূপে

স্থায়ীতি নাম্না বৈশিষ্ট্যং গচ্ছন্ তৈর্ম্মিলিতঃ শান্ত ইতি দাস্যমিতি সখ্যমিতি বাৎসল্যমিতি উজ্জ্বল ইতি লব্ধবিভেদো রসো ভবতি।

---

*পরিণত হয়। [এস্থলে দেখানো হইয়াছে, সাধনভক্তি-ক্রমে কিরূপে আত্মধর্ম্মে রসোদয় ঘটিয়া থাকে। রসাস্বাদন কোন কল্পনা-বশে ঘটে না—"**ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকার-ভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥**" (ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ, 'ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে-স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া কথিত হয়।' নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি-ক্রমে যখন ভাবোদয় ঘটে, তখন সেই ভাব বা রতিই রসসামগ্রী-যোগে রসাবস্থা লাভ করে। চিৎস্বরূপ জীবের নিজ নিজ বিশেষানুসারে 'আমি অমুকলক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া যে স্বরূপানুবন্ধি অভিমান থাকে, তদনুসারেই সেই ভাব বা রতি শান্তভক্তে 'শান্ত-রতি', দাসাভিমানে 'দাস্য বা প্রীত-রতি', সখাভিমানে 'সখ্য বা প্রেয়ো-রতি', পিতা-মাতাভিমানে 'বাৎসল্য বা অনুকম্পা-রতি' ও কান্তাভিমানে 'কান্ত বা মধুরা রতি'-নামে পঞ্চপ্রকার হইয়া থাকে। এই 'রতি' বা ভাবই—স্থায়িভাব-নামে কথিত হয়। "ভাবসমূহের মধ্যে যে-ভাব কর্ত্তৃত্ব করিয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাব-সকলকে নিজের বশে আনিয়া স্বয়ং ভাবগণের রাজ-স্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাম 'স্থায়ী ভাব'।"—(জৈঃ ধঃ)। "স্থায়ী ভাবই রসের মূল। 'বিভাব' রসের হেতু, 'অনুভাব' রসের কার্য্য, 'সাত্ত্বিক'-ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী'-ভাবসমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ স্থায়িভাবকে স্বাদ্যত্ব অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।"—(চৈঃ শিঃ)। "রসক্রিয়ায় 'বিভাব' প্রধান বা মুখ্য-সামগ্রী। বিভাব দুইপ্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিবিধ—আশ্রয় ও বিষয়। রতি যাঁহাতে থাকে, তিনি তাঁহার আধাররূপে আশ্রয়। রতি যাঁহার প্রতি ধাবিত হয়, তিনি ঐ রতির বিষয়। জীব রতির আশ্রয়। কৃষ্ণ রতির বিষয়।..... শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, মোহনতা, সৌন্দর্য্য, রূপ, চেষ্টা, বসন, ভূষণ, স্মিত, সৌরভ, মুরলী, শঙ্খ, পদাঙ্কক্ষেত্র, বৃক্ষ ও ভক্ত—ইহারা রসের উদ্দীপন।" (চৈঃ শিঃ)। চিত্তে স্থায়িভাব বিভাবের দ্বারা ভাবিত হইবা মাত্র চিত্তের দ্বিতীয়*

যো হি "**রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি**" ইতি শ্রুত্যাভিধীয়তে। অয়মন্যত্রাবতারেঽবতারিণি বা সম্ভবন্নপি স্বয়ং সম্পূর্ত্তিমানং তত্র তত্রালভমানো ব্রজেন্দ্রনন্দন এব স্বকাষ্ঠাং লভতে। নদনদীতড়াগাদিষু সম্ভবদপি যথা সমুদ্র এব জলনিধিত্বম্। যো হি ভাবস্য প্রথমপরিণতাবেব উৎপদ্যমান এব প্রেমণি মূর্ত্ত এব রসঃ সাক্ষাদেব তদ্বতা ভক্তেনানুভূয়ত ইতি॥ ২॥

ইতি মাধুর্য্য-কাদম্বিন্যাং পরমানন্দ-নিষ্যন্দিনী নামা সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃ॥৭

ক্রিয়া নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গানাদি 'অনুভাব'-রূপে ও অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চাদি 'সাত্ত্বিক ভাব'-রূপে কার্য্য করিতে থাকে। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি ৩৩টী 'ব্যভিচারী ভাব' কখনও একা, কখনও মিলিত হইয়া স্থায়িভাব যে-রতি, তাহার সহায়রূপে তাহার রসতা-প্রাপ্তির উপকার করে। "জীবের সিদ্ধদেহতেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, কোনক্রমে এই জড় বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে, এ বিষয়ে রস-সাধকেরা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। ইতরবিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা শুদ্ধরতি ও জড়বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহারা রসাধিকার জন্য বিফল চেষ্টা করিতে গেলে রসকে সাধন বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।.....রস সাধনাঙ্গ নয়, অতএব যদি কেহ বলেন, আইস তোমাকে রসসাধন শিক্ষা দেই, সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা মাত্র।" (চৈঃ শিঃ)।]

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বরসের মূলাধার

রস-প্রসঙ্গে শ্রুতি (তৈঃ উঃ ২।৭।১) বলিতেছেন, —"**রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি**" অর্থাৎ, 'ভগবান্ স্বয়ং রসস্বরূপ, তাঁহাকেই লাভ করিলে জীব প্রকৃত আনন্দবিশিষ্ট হন।' উক্ত রস অন্যান্য অবতারে বা অবতারীতে সম্ভূত হইলেও সেই সেই স্থলে স্বয়ং সম্পূর্ত্তি লাভ না করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনেই তাহা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নদ-নদী তড়াগাদিতে জল থাকিলেও যেমন সমুদ্রই জলনিধিস্বরূপ,—তদ্রূপ। *["**ইত্থং সর্ব্বাবতারেভ্যস্ততোঽপ্যত্রাবতারিণঃ। ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুষ্ঠু মাধুর্য্যভর ঈরিতঃ॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৪৯) অর্থাৎ 'সকল অবতার অপেক্ষা এমন কি অবতারী অপেক্ষাও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনে যে সম্যক্ মাধুর্য্যরাশি বর্ত্তমান, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইল।' এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃত 'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী'-টীকায় উক্ত হইয়াছে—"অবতারিণো নানাবতার-কর্ত্তুর্মহাবিষ্ণুতোঽপি"—তদ্রূপ, এস্থলেও 'অবতারী' বলিতে নানা অবতার-কর্ত্তা মহাবিষ্ণুই লক্ষীভূত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণ-কারণ; অবতারী ও অবতারগণ তাঁহারই অংশ ও কলা—"**এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।**" (ভাঃ ১।৩।২৮)। সেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে —তিনি 'রসনিধি'। দশম-স্কন্ধে "**মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্**" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে দৃষ্ট হয়—শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ-রসেরই 'বিষয়'; কংসের রঙ্গসভায় পদার্পণ করিলে পর তিনি যুগপৎ মল্লগণে 'রৌদ্ররস', নরগণে 'বিস্ময়রস', কামিনীগণে 'শৃঙ্গাররস', শ্রীদামাদি গোপগণে 'সখ্য' ও 'হাস্যরস', দুষ্টরাজগণের নিকট শাসনকর্ত্তা-রূপে 'বীররস', শ্রীনন্দ-বসুদেবাদি গুরুবর্গের নিকট শিশুরূপে 'বাৎসল্য' ও 'করুণরস', কংসের নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে 'ভয়ানক-রস', অজ্ঞ-ব্যক্তিগণের নিকট বিরাট্‌রূপে 'বীভৎস-রস', 'যোগিগণের নিকট পরংব্রহ্ম-রূপে 'শান্তরস' এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরদেবতা-রূপে 'দাস্যরসের' বিষয় হইয়াছেন। সেইজন্যই শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে '**অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিঃ**' (ভঃ রঃ সিঃ মঙ্গলাচরণ) রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—"**সিদ্ধান্ততস্ত্বহভেদেপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫৯) অর্থাৎ, 'যদিও নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপদ্বয়ে সিদ্ধান্ত-বিচারে কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার- রসবিচারে কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন—রসতত্ত্বের এই সংস্থান। "**বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী, কামবীজে যাঁর উপাসন॥ পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ শৃঙ্গার- রসরাজ-ময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্তহর॥ লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥**" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭-১৪৪)।*] সেই রসস্বরূপ ভগবান্ ভাবের প্রথম পরিণতিতেই উদিত হইয়া প্রেমাবস্থায় সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ রসরূপে সেই রসলব্ধ ভক্তগণের নিকট অনুভূত হন॥ ২॥

ইতি 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'-গ্রন্থে 'পরমানন্দ-নিষ্যন্দিনী'-নামক সপ্তম অমৃত বৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম্যমৃত-বৃষ্টিঃ

অথ তস্যা এব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ সাধনাভিখ্যে যে পূর্ব্বং দ্বে পত্রিকে লক্ষিতে ইদানীং ততোঽতিচিক্কণানি তাদৃশ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ানি ভাবকুসুম- সংলগ্নানি অনুভাবাভিধানানি বহূনি পত্রাণি সহসৈবাবির্ভূয় ক্ষণে ক্ষণে দ্যোতয়ন্তি যান্যেব ভাবকুসুমং পরিণামং প্রাপয্য পুনস্তদৈব প্রেমাভিধান-ফলত্বমানয়ন্তি। কিঞ্চ আশ্চর্য্যচর্য্যেয়ং ভক্তিকল্পবল্লী যস্যাঃ পত্রস্তবক-পুষ্প-ফলানি প্রাপ্তপরিণতীন্যপি স্বস্বরূপমত্যজন্ত্যেব নবনবান্যেব সহৈব সর্ব্বাণি বিভ্রাজন্তে। ততশ্চাস্য ভক্ত-জনস্যাত্মাত্মীয়-গৃহ-বিত্তাদিষু শতসহস্রশো ভবত্যো যাশ্চিত্তবৃত্তয়ো মমতা-রজ্জুভিস্তেষু তেষু নিবদ্ধা এব পূর্ব্বমাসন্ তা এব চিত্তবৃত্তীঃ সর্ব্বা এব ততস্ততো-হবহেলয়ৈবোন্মোচ্য স্বশক্ত্যা মায়িকীরপি তা মহারসকূপ-স্পৃশ্যমান-পদার্থ-মাত্রাণীব সাকার-চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়ীকৃত্য তাভিরেব মমতাভিঃ সর্ব্বাভি-স্ততস্ততো বিচিতাভিঃ স্বশক্ত্যৈব তথাভূতী-কৃতাভিঃ শ্রীভগবদ্রূপ-নাম-গুণ-

ভাব-কুসুমের প্রেম-ফলে পরিণতি ও পত্র-স্তবকাদি সহ একত্রে অবস্থান

অনন্তর সেই ভক্তি-কল্পলতার 'সাধনভক্তি'-নামক যে দুইটি পত্র পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অতি চিক্কণ এবং পূর্ব্ববৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় 'অনুভাব'-নামক বহুপত্র 'ভাব'-রূপ কুসুমের সহিত সহসা আবির্ভূত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রোদ্ভাসিত হইতে থাকে। তাহারাই সেই ভাবকুসুমকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া পুনরায় তাহাতেই 'প্রেম' নামক ফল আনয়ন করে। কিন্তু আশ্চর্য্য আচরণশীলা এই ভক্তিকল্পলতা—যাঁহার পত্র (সাধনভক্তি), স্তবক (আসক্তি), পুষ্প (ভাব), ফল (প্রেম) পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াও নিজ নিজ স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই নব নবরূপেই সকলে একত্রে শোভিত হইতে থাকে। তদনন্তর এই ভক্তজনের যে-চিত্তবৃত্তিসমূহ পূর্ব্বে শত-সহস্ররূপে তাঁহার নিজদেহ, আত্মীয়, গৃহ, বিত্ত প্রভৃতিতে মমতারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ছিল, সেই চিত্তবৃত্তিসকলকে উহাদের হইতে যিনি অনায়াসে উন্মুক্ত করিয়া থাকেন; এবং মহারসের কূপে স্পৃষ্ট পদার্থমাত্রই যেরূপ সেই রসাত্মক হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সেই চিত্তবৃত্তিসকল মায়িকী হইলেও

মাধুর্য্যেষু যো নিবধ্নাতি সোঽয়ং প্রেম-মহাকিরণমালীব উদয়িষ্যমাণ এব নিখিল-পুরুষার্থ-নক্ষত্রমণ্ডলীঃ সহসৈব বিলাপয়তি। ফলভূতস্যাস্য যঃ স্বাদ্যমানো রসঃ স সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা রসস্য পরমপৌষ্টিকী শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী- ত্যুচ্যতে। যস্মিন্নাস্বাদয়িতুমারভ্যমাণ এব বিঘ্নান্ ন গণয়তীতি কিং বক্তব্যম্। মহাশূরো ভট ইব মহাধনগৃধ্নুরত্যাবেশ-লুপ্তবিচারস্তস্কর ইব স্বাত্মানমপি নাবেক্ষতে। কিঞ্চ রাত্রিন্দিবমেব প্রতিক্ষণমভ্যবহ্রিয়মাণৈশ্চতুর্ব্বিধৈঃ পরমস্বাদুভিরপরিমিতৈরন্নৈ-রপি দুরুপশমনীয়া যদি ক্বাচিৎ ক্ষুধা সম্ভবেৎ তৎসদৃশ্যা উৎকণ্ঠয়া সূর্য্য ইব

মায়িকী চিত্তবৃত্তির চিন্ময়ত্ব লাভ ও ভগবন্মাধুর্য্যে নিবদ্ধতা

তাহাদিগকে যিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা চিদানন্দঘন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া থাকেন✶; পুনরায় সেই সকল মমতাকে সেই সেই পার্থিব সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যিনি স্বীয় শক্তি-দ্বারাই সেইরূপ জ্যোতির্ভূত করিয়া উক্ত মমতাসমূহ-দ্বারাই চিত্তবৃত্তিসকলকে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে নিবদ্ধ করেন, তিনিই সেই 'প্রেম'—মহাসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া নিখিল পুরুষার্থরূপ নক্ষত্রমণ্ডলীকে সহসা নিষ্প্রভ

প্রেমফল-রসের সান্দ্রানন্দত্ব ও কৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও ভক্তের সে-রসে অতিনিবিষ্টতা

করিয়া দেন। এই প্রেমরূপ ফলের অন্তর্ভূত যে আস্বাদনীয় রস, তাহা '**সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা**' এবং সেই রসের পরম পুষ্টিকারিণী শক্তি—'**শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী**'-নামে উক্ত হইয়া থাকে। সেই রস-আস্বাদন আরম্ভ করিবা মাত্র রসমত্ত-ভক্ত যে কোনরূপ বিঘ্নকেই আর গণনা করেন না—ইহাতে আর কি বলিবার আছে? মহাবীর কোন যোদ্ধার ন্যায় অথবা অত্যন্ত আবেশবশতঃ বিচারলুপ্ত মহাধনলিপ্সু চৌরের ন্যায় তিনি নিজের প্রতিও তখন অবলোকন করেন না। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পরমস্বাদু ও অপরিমিত অন্ন দিবারাত্র ও প্রতিক্ষণ ভোজন করিলেও যদি দুরন্ত কোন ক্ষুধা সম্ভূত হয়, সেইরূপ উৎকণ্ঠাদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় ভক্তকে

✶ "ধ্যান মনের কর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ ও চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তিভাবিত মন ক্রমশঃ চিন্ময় হইয়া পড়ে; সেই মনে যে ধ্যান হয়, তাহা অবশ্যই চিন্ময়। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণনাম করেন, তখন জড়জগৎ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা চিন্ময়। চিন্ময় জগতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গ সেবা সুখভোগ করিতে থাকেন।"—(জৈবধর্ম্ম ৪র্থ অধ্যায়)

তাপয়ন্তৎকাল এব স্ফূর্ত্তেরাবির্ভাবিতানি ভগবদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাণ্যপারাণ্যাস্বাদ-বিষয়ীকারয়ন্ কোটীচন্দ্র ইব শিশিরয়তি। যুগপদেব স্বাধারমদ্ভুতোঽয়ং প্রেমা উদিত্য চ যস্মিন্নীষদেব বর্দ্ধমানে ভগবৎসাক্ষাৎকারমেব প্রতিক্ষণমাকাঙ্ক্ষতো ভক্তস্য উৎকণ্ঠাশল্যস্য মহাদাহকস্যেবাতিপ্রাবল্যোদয়াৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত-তদ্রূপ-লীলামাধুর্য্যৈরপি অতৃপ্তস্য তস্য বান্ধবোঽপি নিরুদকান্ধকূপ এব, ভবনমপি

প্রেমের যুগপৎ বিরহোত্তাপ ও স্ফূর্ত্তিজাত শীতলত্ব

তাপিত করিয়া পুনরায় সেইকালেই স্ফূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত ভগবানের অপার রূপ-গুণ-মাধুর্য্যকে তাঁহার আস্বাদনের বিষয় করাইয়া তাঁহাকে কোটীচন্দ্রের ন্যায় শীতল করিয়া দেন। একইকালে বিরহজনিত উত্তাপ এবং ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিবশতঃ শীতলতা—ইহাই প্রেমের অদ্ভুত স্বভাব। *[“**দবানলার্চ্চির্যমুনামৃতং ভবেৎ, তথা তদপ্যগ্নি-শিখেব যদ্বতাম্। বিষঞ্চ পীযুষমহো সুধা বিষং, মৃতিঃ সুখং জীবনমার্ত্তি-বৈভবম্॥ যতো বিবেক্তুং ন হি শক্যতেঽদ্ধা, ভেদঃ স সম্ভোগ-বিয়োগয়োর্যঃ। তথেদমানন্দ-ভরাত্মকং বাথবা মহাশোকময়ং হি বস্তু॥**” (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২২৭-২২৮); অর্থাৎ ‘সেই প্রেমবান্ ভক্তগণের নিকট দাবানল-শিখাও যমুনামৃত-তুল্য হইয়া থাকে, আবার যমুনামৃতও দাবানলের শিখা-তুল্য হইয়া থাকে। বিষ অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষ হয়। মৃত্যু সুখের হয়, অপরদিকে জীবনধারণ যেন আর্ত্তির বৈভব-রূপে প্রতীত হয়। সেই প্রেম সম্ভোগ ও বিয়োগ-রূপে দ্বিবিধ—এইরূপে যে ভেদ, তাহা স্পষ্টভাবে কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ হন না; কেননা, এই ‘প্রেম’ নামক বস্তু আনন্দভরাত্মক অথবা মহাশোকময়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।’ “বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ এই প্রেমাস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২পঃ)।]*

ভগবদ্দর্শনের তীব্রস্পৃহা-হেতু তৎস্ফূর্ত্তিতেও ভক্তের ক্ষোভ

এই অদ্ভুত প্রেম স্বীয় আধারে (ভক্ত-হৃদয়ে) উদিত হইয়া ঈষৎ বর্দ্ধিত হইলেই ভক্তের প্রতিক্ষণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের তীব্র আকাঙ্ক্ষাহেতু মহাজ্বালাময় বাণরূপ উৎকণ্ঠার অতীব প্রাবল্যবশতঃ ভগবানের রূপ-লীলা-মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি লাভ

কণ্টকবনমেব, যৎকিঞ্চনাভ্যবহারোঽপি প্রহারো মহানেব, সজ্জন-কৃতপ্রশংসা অপি সর্পদংশা এব, প্রাত্যহিক-কৃত্যকর্ত্তব্যমপি মর্ত্তব্যমেব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গানি অপি মহাভার এব, সুহৃদ্গণসান্ত্বনমপি বিষদৃষ্ট এব, সদা জাগরোঽপি সাগরো-ঽনুতাপস্যৈব, কদাচিৎ নিদ্রাপি বিদ্রাবিণী জীবনস্যৈব, স্ববিগ্রহোঽপি ভগবন্নিগ্রহো মূর্ত্ত এব, প্রাণা অপি ধানাঃ পুনঃ পুনর্ভৃষ্টা এব, কিং বহুনা প্রাক্ সদৈবাভীষ্টমাসীদ্ যৎ তচ্চ রহো মহোপদ্রব এব, ভগবচ্চিন্তনমেবাত্মনিকৃন্তনমেব। ততশ্চ প্রেমৈব চুম্বকীভাবমাপদ্য কার্ষ্ণায়সীভূতং কৃষ্ণমাকৃষ্যানীয় কস্মিংশ্চন ক্ষণে ভক্তস্যাস্য

হইলেও তাঁহার তৃপ্তিকর হয় না। তখন বন্ধুগণ যেন জলশূন্য অন্ধকূপ, ভবন (গৃহ) যেন কণ্টকবন, যৎকিঞ্চিৎ আহারও মহাপ্রহারবৎ, সজ্জনের প্রশংসা—সর্পদংশন, দৈনিক কৃত্য—মৃত্যুবৎ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও—মহাভারস্বরূপ, সুহৃৎগণের সান্ত্বনাও যেন বিষবর্ষণ, সর্ব্বদা জাগরণও—অনুতাপেরই সাগর, আবার কদাচিৎ নিদ্রাও—জীবন বিনাশিকা, নিজশরীর-ধারণ যেন মূর্ত্তিমান্ ভগবৎ-প্রদত্ত নিপীড়ন, প্রাণও যেন পুনঃ পুনঃ ভর্জ্জিত ধানতুল্য, অধিক কি পূর্ব্বে যাহা সদাই অভীষ্ট ছিল, তাহাও নিতান্তই মহা-উপদ্রব বলিয়া বোধ হয়। এমনকি ভগবচ্চিন্তাও তখন আত্মনাশন-তুল্য। *[পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে-ভগবৎস্ফূর্ত্তি অতি আনন্দদায়ক বলিয়া ভক্তের অতীব আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইত, ‘প্রেম’ উদিত হইলে পরে সেই সকল স্ফূর্ত্তি আরও বিশেষপ্রকারে তাঁহার নিকট সঙ্ঘটিত হইলেও তাহাতে ভক্তহৃদয়ে মহাদুঃখ বোধ হইতে থাকে। ভগবৎসাক্ষাৎকার বিনা তাঁহার কেবল স্ফূর্ত্তি-দ্বারা ভক্তের চাহিদা আর পূর্ণ হয় না। সেই সকল স্ফূর্ত্তিকে বরং ভগবানের দ্বারা কৃত বঞ্চনা মনে করিয়া তাহাতে ভক্তের অন্তর্দ্দাহ হইতে থাকে। ভগবানের প্রতি অভিমান-বশে তাঁহার চিন্তা হইতেও তিনি বিরত থাকিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সে-চেষ্টা তাঁহার বিফলতায় পর্য্যবসিত হয় বলিয়া সেই ভগবচ্চিন্তায় তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে হত হইতে থাকেন। এমতাবস্থায় ভগবানের ভক্তকে সাক্ষাৎকার প্রদান বিনা আর উপায় থাকে না। সেই ‘প্রেম’ই তখন ‘কৃষ্ণাকর্ষিণী’-রূপে ভগবান্‌কে ভক্তের নিকট আকর্ষণ করেন।]*

তদনন্তর সেই প্রেমই চুম্বকী ভাবাপন্ন হইয়া লৌহভূত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া কোনও ক্ষণে সেই ভক্তের সাক্ষাৎ নয়নগোচর করান।

নয়নগোচরীকরোতি। তত্র চ সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-সৌস্বর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরস্যৌদার্য্য-কারুণ্যানীতি স্বীয়াঃ স্বরূপভূতাঃ পরমকল্যাণ-গুণাঃ ভগবতা স্বভক্তস্য তস্য নয়নাদিষ্বিন্দ্রিয়েষু নিধীয়ন্তে। তেষাঞ্চ পরমমধুরত্বে নিত্য-নবত্বে চ ভক্তস্যাস্য চ তদাস্বাদয়িতুঃ প্রেম্নৈব প্রবর্ত্তমানে প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণৌ মহোৎকণ্ঠায়াং চ কোঽপ্যানন্দ-মহোদধিরাবির্ভবন্নার্হতি কবি-সরস্বতীলকুট্যা পরিমেয়তাম্। যথা হি অতিনিবিড়তর-বিটপ-দলকুল-প্রবলিত-মহান্যগ্রোধ-তলস্য সুরদীর্ঘিকা-হিমসলিল-সম্ভৃত-ঘটশতবলয়িত-তটস্যাতিশিশিরত্বে তদাশ্রয়িতুর্জনস্য চ তপর্ত্তু-তরণিকিরণ-তপ্তমরুসরণি-মহাপান্থত্বে চ। তথা কাদম্বিনী-ঘনসারস্যাপারত্ব ইব তদভিষিচ্যমানস্য বন-মতঙ্গজস্য চিরন্তন-দবদবথু-দূনত্বেন চ তথা সুধাকিরণস্যাতিমধুরত্বে তৎপানকর্ত্তুশ্চ মহারোগ-শতবত্ত্বে স্বাদলোলুপত্বে চ যস্তাদাত্মিক আনন্দঃ স এব দিগ্‌দর্শনার্থং তস্যোপমানীক্রিয়তে॥ ১॥

প্রেমাকৃষ্ট ভগবানের ভক্তকে সাক্ষাদ্দর্শনদান ও স্বীয় মাধুর্য্য বিস্তার

ভগবান্ সেকালে তাঁহার স্বীয় স্বরূপভূত—'সৌন্দর্য্য', 'সৌরভ্য', 'সৌস্বর্য্য', 'সৌকুমার্য্য', 'সৌরস্য', 'ঔদার্য্য' ও 'কারুণ্য'—এই পরমকল্যাণকর গুণসকলকে নিজ ভক্তের সেই নয়নাদি ইন্দ্রিয়সমূহে স্থাপন করেন। তাঁহাদের পরমমধুরতা ও নিত্য নবনবায়মানতায় সেই ভক্ত প্রেমসহকারে তাঁহা আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিক্ষণে মহা-উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; আবার তাহাতেই পরমানন্দের কোন এক মহাসাগর আবির্ভূত হয়। তাহাকে কোন কবির বাগাড়ম্বরও পরিমাপ করিতে সমর্থ হয় না।

ভগবদ্দর্শনজনিত আনন্দ জড়বাক্যে অপ্রকাশ্য

যেমন,—সুদীর্ঘকাল যাবৎ গ্রীষ্মকালীয় সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত মরুপথের পথিকত্ব সমাপ্ত হইলে পর অত্যন্ত নিবিড়তর শাখা-পত্র-সন্নিবিষ্ট এক মহাবটবৃক্ষ-তলে হিমশীতল-জলপূর্ণ শতঘটে ধৌত গঙ্গাতটের অত্যন্ত শীতলতায় সেই আশ্রিত জনের যেরূপ আনন্দ হয়; কিংবা যেমন,—সুদীর্ঘকাল দাবানল-সন্তাপে পীড়িত বন্যহস্তী মেঘমালার প্রচুর জলধারায় অভিষিঞ্চিত হইলে, অথবা যেমন শত মহারোগে জর্জ্জরিত হইয়া এক আস্বাদন-লুব্ধ অতিমধুর অমৃতধারা-পানকারীর যেরূপ আনন্দ লাভ হয়, সেরূপ আনন্দ; —এইরূপ যে তুলনা, তাহা কেবল ভক্তের আনন্দের দিগ্‌দর্শনের জন্যেই করা

তত্র প্রথমং লব্ধাপারচমৎকারস্য ভক্তস্য লোচনয়োঃ স্বসৌন্দর্য্যং প্রকাশ্যতে প্রভুণা। ততস্তন্মাধুর্য্যেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ লোচনময়ীভাবে প্রবর্ত্তিতে স্তম্ভ-কম্প-বাষ্পাদিভিঃ কৃতবিঘ্নশ্চ তস্যানন্দকৃতমূর্চ্ছায়াং জাতায়াং প্রবোধয়িতুমিব। দ্বিতীয়ং সৌরভ্যং তদীয়ঘ্রাণেন্দ্রিয়েষু প্রকাশ্যতে। তেনাপি তেষাং ঘ্রাণময়ীভাবে দ্বিতীয়মূর্চ্ছারম্ভে 'অরে মদ্ভক্ত তবাহমেব সম্পদ্যমানোঽস্মি মা বিহ্বলীভূর্নিকামং মামনুভব' ইতি তৃতীয়ং সৌস্বর্য্যং শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যমা-

হয় মাত্র। *["বাক্য ও মন উভয়েই জড়সম্বন্ধে উৎপন্ন—তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলেন, (তৈঃ উঃ ২।২।৯)—**'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'** (মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে।) ✶ ✶ জড়বাক্যে চিদ্বিষয়ের কথা বলিতে গেলেই জড়মল সুতরাং আসিয়া পড়িবে। ✶ ✶ (যেমন), কৃষ্ণ—সূর্য্য হইতে অতিশ্রেষ্ঠ পদার্থ; কৃষ্ণের চিন্মণ্ডল—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল হইতে অতি শ্রেষ্ঠ। এইরূপ হইলেও সৌসাদৃশ্য-স্থলে বিচার করিয়া ঐ সকল উদাহরণ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণসকল প্রাদেশিক-গুণ মাত্র ব্যক্ত করে—সার্ব্বদেশিক-গুণ ব্যক্ত করে না। ✶ ✶ দুগ্ধ জলের মত বলিলে জলের তারল্যমাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা জলের সর্ব্বগুণ যে দুগ্ধে পাওয়া যায়, তাহা কি দুগ্ধ হইতে পারে?"—(জৈবধর্ম্ম ১৫ অধ্যায়)]*॥ ১॥

ভক্তের নিকট ভগবানের স্বীয় সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য প্রকাশ

অপার বিস্ময়-লব্ধ ভক্তের লোচনযুগলে প্রভু সর্ব্বপ্রথমে নিজ '**সৌন্দর্য্য**' প্রকাশ করেন। তাহাতে সেই ভগবন্মাধুর্য্য-প্রভাবে ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়ে ও মনেও লোচনময়ী ভাব প্রবর্ত্তিত হইলে স্তম্ভ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার-দ্বারা তাঁহার দর্শনে বিঘ্ন ঘটিতে থাকে; এবং (সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেই দর্শনজনিত) আনন্দ হইতে তাঁহার মূর্চ্ছা লাভ হয়। তখন তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে ভগবান্ ভক্তের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তাঁহার দ্বিতীয় মাধুর্য্য—'**সৌরভ্য**' (শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ) প্রকাশ করেন। সেই 'সৌরভ্য'-প্রভাবে ভক্তের পুনরায় সকল ইন্দ্রিয়ের ঘ্রাণময়ী ভাব লাভ হইলে দ্বিতীয় বার মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। ভগবান্ তখন তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলেন,—"ওহে! আমার ভক্ত! আমি ত' তোমার সম্পদ-স্বরূপ

বির্ভাব্যতে। পুনস্তেনাপি তেষাং শ্রবণময়ীভাবে তৃতীয়মূর্চ্ছোপক্রমে কৃপয়া চরণারবিন্দেন পাণিভ্যাম্ উরসা চ স্বস্পর্শং দত্ত্বা চতুর্থং স্বসৌকুমার্য্য-মসাবনুভাব্যতে। তত্র দাস্য-ভাববতস্তস্য মূর্দ্ধ্নি চরণেন স্পর্শঃ, সখ্যভাববতঃ পাণ্যোঃ পাণিভ্যাং, বাৎসল্যভাববতঃ স্বকরতলেনাশ্রুমার্জ্জনং, প্রেয়সীভাববতস্তু উরসি স্ববক্ষসা বাহুভ্যামাশ্লেষঃ ক্রিয়তে ইতি ভেদো বোধ্যঃ। পুনশ্চ তেনাপি তথা তথৈব চতুর্থ-মহামূর্চ্ছারম্ভে পঞ্চমং স্বাধরসম্বন্ধি-সৌরস্যং তদীয়রসনে-ন্দ্রিয়গ্রাহ্যং প্রেয়সীভাববত্যেব তৎকাল-প্রাদুর্ভূত-তদভীষ্টাকারবতি ভক্তজন✶ এব প্রকাশ্যতে নান্যত্র। ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তথা তথা ভাবেঽপি তদাতন্যাস্ত্বানন্দ-

তদনন্তর সৌস্বর্য্য, সৌকুমার্য্য ও সৌরস্য বিস্তার

হইয়াছি। সুতরাং এরূপ বিহ্বল হইও না; তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ আমাকে অনুভব কর।" এইরূপে তিনি ভক্তের শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য '**সৌস্বর্য্য**'(সুস্বরতা)-রূপ তৃতীয় মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। পুনরায় সেই সৌস্বর্য্য-প্রভাবে ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহে শ্রবণময়ী ভাব জাত হইলে তৃতীয়বার মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। তখন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া স্বচরণারবিন্দ, করযুগল এবং বক্ষোদেশের সংস্পর্শ প্রদানদ্বারা তাঁহার চতুর্থ মাধুর্য্য—'**সৌকুমার্য্য**'-কে অনুভব করান। সেস্থলে 'দাস্য'-ভাবযুক্ত ভক্তের মস্তকে তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শ, 'সখ্য'-ভাবযুক্ত ভক্তের করদ্বয়ে করকমলযুগলের দ্বারা স্পর্শ, 'বাৎসল্য'-ভাবযুক্ত ভক্তকে নিজকরতলদ্বারা অশ্রুমার্জ্জন, 'প্রেয়সী'-ভাবযুক্ত ভক্তকে কিন্তু বক্ষোদেশে শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্পর্শ এবং বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন প্রদান করেন,—এইরূপে তাঁহার 'সৌকুমার্য্য'-প্রকাশের ভেদ জানিতে হইবে। তদ্দ্বারাও পুনরায় তাঁহার চতুর্থবার মহামূর্চ্ছা আসন্ন হইলে ভগবান্ তাঁহার পঞ্চম মাধুর্য্য—স্বীয় অধর সম্বন্ধীয় '**সৌরস্য**'-কে কেবল 'প্রেয়সী'-ভাব-যুক্ত ভক্তেরই রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করান—অন্য ভক্তজনের নিকট তদভিলাষ-অনুযায়ী তৎকালোচিত ভাবেই তাহা প্রকাশ করেন, সর্ব্বক্ষেত্রে নহে। তদনন্তর

✶ পাঠান্তরে—"তদভীষ্টাকাররতিভজন এব"। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন পুঁথিদ্বয়ে "তদভীষ্টাকারবতি ভক্তজন এব"—এরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ-কর্ত্তৃক এই অংশের পদ্যানুবাদেও দেখা যায়—"মধুর ভক্তের জিহ্বেন্দ্রিয়ে করেন প্রদান। অন্য ভক্তে যথাযোগ্য, সর্ব্ব ভক্তে নয়॥"

মূর্চ্ছায়াস্ত্বতিনৈবিড্যে জাতে ততঃ প্রবোধয়িতুমসমর্থেনেব ভগবতা ষষ্ঠমৌদার্য্যং বিতন্যতে। তচ্চ তেষামেব সৌন্দর্য্যাদীনাং সর্ব্বেষামেব তন্নয়নাদি-সর্ব্বেন্দ্রিয়েষ্বেব যুগপদেব বলাদ্বিতরণম্। তদৈব ভগবদিঙ্গিতজ্ঞেনেব প্রেম্নাপ্যতি-বর্দ্ধমানেন সতা তদনুরূপ-তৃষ্ণাতিরেকং সম্বর্দ্ধ্যাপি তত্র ভক্তে স্বয়ং চন্দ্রত্বমু-পেয়ুষা যুগপদেবানন্দ-সমুদ্রশতলহরী-ব্যতিসংমর্দ্দভর-জর্জ্জরিতত্বমিব তস্য অন্তঃ নির্ম্মিমাণেন স্বয়মেব সাকার-তন্মনোঽধিদৈবতীভবতেব তথা স্বশক্তি-র্বিতীর্য্যতে যথা যৌগপদ্যেনৈব তে তে স্বাদা নির্ব্বিবাদা এব ভবন্তি। ন চৈবং মনসোঽনেকাগ্রত্বেন তত্তদাস্বাদস্যাসান্দ্রতেতি বাচ্যম্। প্রত্যুত সৌন্দর্য্য-

ঔদার্য্যের বিস্তার

পূর্ব্ববৎ সেই সেই ভাবেও তৎকালে অতিনিবিড় আনন্দ-মূর্চ্ছা সমুপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদানে অসমর্থ হইয়া ভগবান্ ষষ্ঠ মাধুর্য্য—'**ঔদার্য্য**' বিস্তার করেন। *["**আত্মাদ্যর্পণকারিত্ব-মৌদার্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে॥**" (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৬৯) অর্থাৎ যে বৃত্তিতে আত্মাদি-সমস্ত বস্তুর সমর্পণ করা হয়, তাহাকে 'ঔদার্য্য' বলে। শ্রীকৃষ্ণ—মাধুর্য্যনিধি, তাঁহার মাধুর্য্যের কোন সীমা-পরিসীমা নাই; সেই মাধুর্য্যরাশি ধারণ করিবার সামর্থ্য 'তটস্থা' শক্তি-জাত জীবের কোথায়? অথচ তাহা ধারণ না করিতে পারিলে ভক্তের জীবন সার্থক হয় না। তাই এস্থলে ভগবান্ নিজকে ভক্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে নিজ 'ঔদার্য্য' বৃত্তি প্রকাশ করেন। তাহা কিরূপ ও কিপ্রকারে বিস্তার করেন, ইহা বলা হইতেছে—]* 'ঔদার্য্য' বলিতে এস্থলে সেই 'সৌন্দর্য্য', 'সৌরভ্য' প্রভৃতি গুণসকলকে বলপূর্ব্বক একইসঙ্গে ভক্তের নয়ন, ঘ্রাণ, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সকলে বিতরণ করা বুঝায়। তখন ভগবানের ইঙ্গিত জানিয়াই যেন 'প্রেম' অতি বৃদ্ধিশীল হইয়া তদনুরূপ ভক্তের তৃষ্ণাকেও অতিশয় সম্বর্দ্ধিত করেন। তাহাতে ভক্তহৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ংই চন্দ্রত্ব স্বীকার করিয়া যুগপৎ আনন্দ-সমুদ্রের শত শত লহরীতে ভক্তহৃদয়কে অত্যন্ত সংমর্দ্দিত ও জর্জ্জরিত করিয়া সেই অন্তঃকরণকে পুনর্নির্ম্মাণ করেন। তদ্দ্বারা স্বয়ংই তিনি সেই ভক্তমনের মূর্ত্তিমান্ অধিদেবতারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া তথায় নিজশক্তি এরূপভাবে বিস্তার করেন, যাহাতে একইকালে এইসকল মাধুর্য্য নির্ব্বিঘ্নে (অর্থাৎ অশ্রু, মূর্চ্ছা প্রভৃতিদ্বারা বিঘ্নিত না হইয়া) ভক্তকর্ত্তৃক আস্বাদিত

সৌস্বর্য্যাদীন্ প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামেব নয়নীভাব-শ্রবণীভাবাদ্যা একদৈব বোভূয়মানা অলৌকিকাচিন্ত্যাদ্ভুত-চমৎকারমেবাতন্বন্তঃ স্বাদস্যাতিসান্দ্রত্বমেব কুর্ব্বন্তি। নৈবাস্তি তত্র লৌকিকানুভব-তর্কদাবদবথোরবকাশোঽপি। "**অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ**" ইত্যাদেঃ॥২॥

ততশ্চ সৌন্দর্য্যাদীনাং যাবন্তি মাধুর্য্যাণি তেষাং সামস্ত্যেনানুবুভূষাবপি অস্মিন্ ভক্তচাতকচঞ্চুপুটে জলদবিন্দ্বাবলীব ন মান্তি তানি বিমৃশ্যাহো তর্হি ময়ৈতানি সৌন্দর্য্যাদীন্যেতাবন্তি কিমর্থং ধৃতানীতি তেষাং সংভোজনায়ৈব সপ্তমং সর্ব্বশক্তিকদম্ব-পরমাধ্যক্ষায়া আগমাদাবপি বিমলোৎকর্ষিণ্যাদীনামষ্ট-দিগ্দলেষু

হইতে পারে। যদি বল, সেই অবস্থায় মনের একাগ্রতার অভাবে অর্থাৎ বহুনিষ্ঠত্বহেতু তত্তৎ আস্বাদন গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না; তদুত্তর এই যে,

ভগবানের তর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ

—ইহা বলা যাইবে না। পরন্তু ভগবানের অলৌকিক, অচিন্ত্য, অদ্ভুত চমৎকারিত্বের বিস্তার ঘটায় ভক্তের সকল (অর্থাৎ প্রতিটী) ইন্দ্রিয়েরই নয়নীভাব, শ্রবণীভাব ইত্যাদি একই সাথে জাত হইয়া ভগবানের সকলপ্রকার মাধুর্য্যের আস্বাদন অতীব গাঢ়ই করাইয়া থাকে। সেস্থলে লৌকিক অনুভবজাত তর্ক- দাবানলে সন্তপ্ত হইবার কোন অবকাশই নাই। কারণ শাস্ত্রে (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব) আছে,—"**অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥**" অর্থাৎ, যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে,—উহা প্রকৃতির অতীত॥২॥

ভক্তের ভগবন্মাধুর্য্য সম্পূর্ণ গ্রহণে অসামর্থ্য-হেতু কারুণ্যের বিস্তার

অতঃপর ভগবানের 'সৌন্দর্য্য', 'সৌরভ্য' প্রভৃতি যতপ্রকার মাধুর্য্য বর্ত্তমান, (সেই সকলপ্রকার মাধুর্য্য ভগবানের 'ঔদার্য্য'-গুণের প্রভাবে ভক্ত সকল ইন্দ্রিয়-দ্বারা যুগপৎ আস্বাদনে সমর্থ্য লাভ করিয়া) সেইসকল মাধুর্য্য সমস্ত-পরিমাণে অনুভব করিবার ইচ্ছা থাকিলেও চাতকের চঞ্চুপুট যেরূপ মেঘমালার সকল জলবিন্দু ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ভক্তও ভগবানের সীমাহীন মাধুর্য্যরাশি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ্য হন না। ইহা দেখিয়া 'অহো! তাহা হইলে এত সকল সৌন্দর্য্যাদি কিজন্য ধারণ করিতেছি?'—এইরূপে শ্রীভগবান্ বিশেষ

বর্ত্তমানানাং স্বরূপশক্তীনাং মধ্য এব কর্ণিকায়াং মহারাজচক্রবর্ত্তিন্যা ইব স্থিতায়া হ্যনুগ্রহাভিধানত্বেনোক্তায়াঃ ভগবতো নয়নারবিন্দ এব আত্মানং ব্যঞ্জয়ন্ত্যাঃ কৃপাশক্তের্বিলসিতং ক্বচিৎ দাসাদৌ বাৎসল্যমিতি ক্বচিৎ কারুণ্যমিতি প্রিয়াদৌ চেতোদ্রব ইতি ক্বচিদনু কতি নাম্নাভিধীয়মানমুদয়তে। যয়ৈব কৃপাশক্ত্যা সর্ব্বব্যাপিন্যপি তদীয়েচ্ছাশক্তিঃ সাধুষু সাধ্বেবং রঞ্জিতা পরমাত্মারামানপি মহাচমৎকৃতিভূমীরধ্যারোহয়তি। যয়ৈব ভগবতো ভক্ত-বাৎসল্যং নাম এক এব গুণঃ সম্রাড়িব প্রথমস্কন্ধে পৃথিব্যোক্তান্ স্বরূপভূতান্ সত্যশৌচাদীন্

'কারুণ্য'—ভগবানের সর্ব্বপ্রধান শক্তি

চিন্তা করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যসকল ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করাইতে তিনি তাঁহার সপ্তম গুণ—'**কারুণ্য**' উদয় করেন। ভগবানের এই শক্তি তাঁহার সর্ব্বশক্তিসমূহের মধ্যে পরম অধ্যক্ষস্বরূপ। আগমাদিতে (পদ্ম পুঃ উঃ-খণ্ড) উল্লিখিত—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহবী, সত্যা ও ঈশানা—ভগবানের এই অষ্ট স্বরূপশক্তিগণ যোগপীঠস্থ পদ্মের যে অষ্টদিগ্দলে বর্ত্তমান, তাহাদের মধ্যস্থিত কর্ণিকায় মহারাজ-চক্রবর্ত্তিনীর ন্যায় 'কারুণ্য'-শক্তি অবস্থিতা। তিনি 'অনুগ্রহ'-নামে কথিতা হইয়া

ভগবন্নয়ন-মাধ্যমে বিভিন্ন ভক্তপ্রতি নানারূপে কৃপাশক্তির প্রকাশ

ভগবানের নয়নকমলের মাধ্যমেই নিজকে প্রকাশ করিয়া দাসাদিভক্তকে কখনও বাৎসল্যরূপে, কখনও কারুণ্যরূপে, প্রিয়াদিভক্তে চিত্তদ্রবকারিণীরূপে, আবার কোথাও তদনুরূপ অন্য কোন নামে কৃপাশক্তির সেই বিলাসকে উদয় করান। সেই কৃপাশক্তি-দ্বারাই ভগবানের সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি সাধুগণে সম্যক্-রূপে রঞ্জিতা হইয়া (তাঁহাদের মাধ্যমে) পরম আত্মারামগণকেও মহাচমৎকৃতিময় স্থানে আরোহণ করাইয়া থাকেন। *["নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক-জ্ঞানী। বিধি-শিব-নারদমুখে কৃষ্ণ-গুণ শুনি'॥ সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়। কৃষ্ণভজন করায়, 'মুমুক্ষা' ছাড়ায়॥ নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ। মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ)।]*

'ভক্তবাৎসল্যই' ভগবৎ গুণগণের সম্রাট্

সেই কৃপাশক্তির দ্বারাই ভগবানের 'ভক্তবাৎসল্য'-নামক এক গুণ সম্রাটের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।১৬।২৭-৩০) 'পৃথিবী'-দেবীর কথিত ভগবৎস্বরূপ-ভূত সত্য, শৌচ,

কল্যাণগুণান্ শাস্তি। **"মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ।। অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ।।" "অষ্টাদশ-মহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্তনুঃ"** ইতি ভগবতি সর্ব্বথা নিষিদ্ধা অপ্যেতে দোষা যদনুরোধেন রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু ক্বচিৎ ক্বচিদ্বিদ্যমানা এব সন্তো ভক্তৈ-রনুভূয়মানা মহাগুণায়ন্তে ॥ ৩ ॥

দয়া, ক্ষান্তি, বদান্যতা প্রভৃতি কল্যাণময় গুণগণকে শাসন করেন। *[অর্থাৎ 'ভক্তবাৎসল্য'-নামক গুণের আনুগত্যেই ভগবানের অন্যান্য গুণসকল পরিচালিত হন, স্বয়ং তাঁহারা ক্রিয়াশীল হন না। যেমন, শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট অপরাধী হইয়া দুর্ব্বাসা ঋষির ভগবৎশরণ-গ্রহণ সত্ত্বেও তৎপ্রতি দয়াময় শ্রীহরির নির্দ্দয়ত্ব। অপরদিকে নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে প্রহাররত যবন-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে শ্রীহরি সুদর্শন-চক্রকে প্রেরণ করিলেও ঠাকুরের প্রার্থনা-বশতঃ যবনগণের প্রতি তাঁহার দয়া।]*

শ্রীভগবানে নির্দ্দোষত্ব; দোষেরও সেস্থলে মহাগুণে পরিণতি

(এক্ষণে ভগবানের সেই কৃপাশক্তির অপর এক প্রভাব বর্ণিত হইতেছে—) বিষ্ণুযামলে অষ্টাদশপ্রকার দোষের উল্লেখ আছে, যেমন—"**মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা-মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদ-পরিশ্রমৌ॥ অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥**" অর্থাৎ, 'মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরস, কামোগ্রতা, চঞ্চলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ দোষ কথিত হয়।' কিন্তু এইসকল দোষ ভগবানে থাকে না, যেমন—"**অষ্টাদশ-মহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্তনুঃ।**" (বৈষ্ণবতন্ত্র) অর্থাৎ, 'সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সত্য-বিজ্ঞানানন্দ-ঘন যে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, তাঁহা অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিত।' সুতরাং এইসকল দোষ যদিও শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, তথাপি সেই কৃপাশক্তির অনুরোধেই এই দোষসমূহ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি অবতারে কখনও কখনও বিরাজ করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা মহাগুণরূপেই পরিণত হয়,—ইহা ভক্তগণ-কর্ত্তৃকই অনুভূত হইয়া থাকে।

ততশ্চ সর্ব্বাণ্যেব তদ্বিতীর্ণানি সৌন্দর্য্যাদীন্যাস্বাদয়িতুং লব্ধৌজসি ভক্তে আস্বাদ্যাস্বাদ্য চ তাং তাং চমৎকৃতিপরমকাষ্ঠামধিরুহ্যাধিরুহ্য চাশ্রুতচরং ভগবতো ভক্তবাৎসল্যমিদমিবেতি মনসা মুহুর্মুহুরেবানুভূয় দ্রবীভাবমাসেদুষি তস্মিন্নরে মদ্ভক্তবর্য্য বহুনি জন্মানি মদর্থং দারাগারধনাদিকং পরিত্যজ্য

---

*["**তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যঃ সমন্ততঃ॥**"—(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত কৌর্ম্মবচন)। অর্থাৎ 'তথাপি পরমেশ্বরে কোন প্রকারেই দোষ যাজন করা যাইতে পারে না। ঐ সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও, ভগবানে সর্ব্বতোভাবে গুণ বলিয়াই যুক্ত হইবে।' অর্থাৎ, দোষ কখনও ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না; তবে 'কৃপাশক্তি'র অনুরোধে যখন তিনি দোষসমূহকে অঙ্গীকার করেন, তখন সেই দোষসমূহ ভগবৎসেবায় অধিকার লাভ করেন। তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে ভগবান্‌কে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সেই দোষসান্নিধ্যে তিনি দোষদুষ্ট হইয়া পড়েন না—বরং সেই দোষসমূহ ভগবৎ-সান্নিধ্যে মহাগুণেই পর্য্যবসিত হয়। ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রাকৃত-গুণে যুক্ত হন না, শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ প্রাকৃত-গুণ হইতে মুক্ত হইয়া নির্গুণত্ব লাভ করেন।—"**এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥**"—(ভাঃ ১।১১।৩৮)। সমস্ত গুণগণধাম নির্গুণ শ্রীভগবান্ এরূপই নির্ম্মল যে, তাঁহার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আপাতদৃষ্টিতে পাপও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। অপরদিকে 'অচ্যুত-ভাববর্জ্জিত' আপাতধর্ম্মও প্রকৃতপক্ষে পাপরূপে পরিগণিত হয়—"**মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥**"—(পদ্ম পুঃ)।]॥ ৩ ॥

ভগবৎকৃপায় তন্মাধুর্য্য-আস্বাদনে ভক্তের সামর্থ্য ও ভগবানের ভক্ত-প্রশংসা

তদনন্তর ভগবানের দ্বারা বিস্তারিত 'সৌন্দর্য্য', 'সৌরভ্য' প্রভৃতি সকল মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া সেই ঔজস্বী ভক্ত তাহা তাহা আস্বাদন করিতে করিতে চমৎকৃতির পরাকাষ্ঠায় উত্তরোত্তর আরোহণ করিতে থাকেন এবং ভগবানের এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য অন্তরে অনুভব করিয়া

মৎপরিচর্য্যানুরোধেন শীত-বাত-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যথাময়াদীন্ বহূনেব ক্লেশান্ সোঢ়বতে, জনাবমানাদীনপ্যগণিতবতে, ভিক্ষুচর্য্যাং গৃহীতবতে, ভবতে কিমপি দাতুমশক্নুবন্ ঋণী কেবলমভূবম্। সার্ব্বভৌমত্ব-পারমেষ্ঠ্য-যোগসিদ্ধ্যাদিকঞ্চ ন ভবদনুরূপমিতি তত্তৎ কথং বিতরিষ্যামি। নহি নহি পশুভ্যো রোচমানং ঘাষ-তুষ-বুষাদিকং কস্মৈচিন্মনুষ্যায় দীয়তে। তদহমজিতোঽপি ভবতাধুনা জিত এব বর্ত্তে নর্ত্তে ভবৎসৌশীল্যবল্লীং সম্যগবলম্বনম্' ইতি ভগবতো বাঙ্মাধুরীং

দ্রবীভূত হইয়া যান। তখন শ্রীভগবান্ বলিতে থাকেন,—"হে ভক্তবর্য্য! তুমি বহু বহু জন্ম আমার জন্য ধন, জন, গৃহ, দার পরিত্যাগ করিয়া আমারই পরিচর্য্যা-অনুরোধে শীত, বাত (বায়ুপ্রবাহ), ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা প্রভৃতি প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, অজ্ঞজনগণের কোন অবমাননাই গণনা কর নাই, ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছ। অথচ আমি তোমাকে কিছুই দিতে না পারিয়া কেবল ঋণীই থাকিয়া গেলাম। সার্ব্বভৌমত্ব, ব্রহ্মার পদ, কিংবা যোগসিদ্ধি প্রভৃতির কোনটীই তোমার যোগ্য নহে। সুতরাং কি-প্রকারে তাহা তোমাকে বিতরণ করিব? না, না, পশুদিগের রুচিকর সেই ঘাষ-তুষ-বুষ ইত্যাদি কিরূপে মানবকে দান করা যায়? *[এস্থলে লক্ষিতব্য যে, সার্ব্বভৌমত্ব, ব্রহ্ম-পদ, যোগসিদ্ধি প্রভৃতিকে ভগবান্ পশুর ভোক্তব্য খাদ্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন—তাহা মানব-কুলের গ্রহণযোগ্য নহে। অর্থাৎ পূর্ণবিকশিত-চেতন না হওয়া পর্য্যন্তই সার্ব্বভৌমত্ব প্রভৃতি জীবের নিকট লোভনীয় বলিয়া মনে হয়, সুতরাং ঐসকল তাহাদেরই উপযুক্ত—কিন্তু ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী পূর্ণবিকশিত মানবগণের পক্ষে তাহা বঞ্চনা-স্বরূপ।]* আমি সেই 'অজিত' হইলেও তোমার নিকট এখন পরাজিত হইয়া বর্ত্তমান। এমতাবস্থায় তোমার সুশীলতা বিনা কোনই সম্যক্ অবলম্বন আমার নাই।" *[ভগবান্ ও জীব পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত; কিন্তু জীব ভগবদ্বিমুখতা বশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে তাহারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী বিষয়ী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি আকারে কপটতা মাত্র অবলম্বন করে; সেকালে তাহাদের যে আপাতঃ ভক্তি, তদ্দ্বারা ভগবান্ 'অজিত'ই থাকেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত, যাঁহার কেবল ভগবৎসুখ-বিধান মাত্র কামনা, তজ্জন্যই কেবল জীবন-ধারণ, তজ্জন্যই কেবল আকুল ক্রন্দন, তাঁহার নিষ্কপট প্রেমে ভগবান বশীভূত হইয়া পড়েন—*

পরমস্নিগ্ধবর্ণাং কর্ণাবতংসীকৃত্য 'প্রভো ভগবন্ কৃপাপারাবার ঘোরসংসার-প্রবাহ-প্রাপিত-ক্লেশচক্র-নক্রব্যূহ-চর্ব্ব্যমাণং মাং বিলোক্য কারুণ্যোদ্যোত-দ্রবচেতো-নবনীতোঽখিললোকাতীতো ভগবন্ শ্রীগুরুরূপধারী মদনাদ্যবিদ্যা-বিদারী স্বদর্শনেন সুদর্শনেনৈব তন্নির্ভিদ্য তদ্দংষ্ট্রাতটাদেবোন্মোচ্য নিজ-চরণকমল-যুগল-দাসীচিকীর্ষয়া স্বমন্ত্রবর্ণবীথীং মৎকর্ণবীথীং প্রবেশ্য নির্ব্যথীকৃত্য মুহুর্মুহুরপি স্বগুণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিভির্ম্মাং যদশূশুধন্নিজভক্তৈরপি সঙ্গমিতৈঃ স্বসেবামপ্যবূবুধত্তদপি দুর্ম্মেধোঽহমধমতমো দিবসমেকমপি ন প্রভুং পর্য্যচরং কদর্য্যচর্য্যস্তদয়ং জনো দণ্ডয়িতুমেবার্হঃ প্রত্যুতৈতাবদ্দর্শনমাধুরীং পায়িতঃ। কিঞ্চ ঋণীভবামীতি শ্রীমুখবাণ্যা প্রভুবরেণ বিড়ম্বিতোঽস্মীতি মন্যেঽহং

---

*ভক্তের নিকট আত্মসমর্পণ করেন—"**তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**" (গীঃ ৪।১১) অর্থাৎ 'আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ভজনা করি'—"**ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্**" (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯)— এইসকল বাক্যের সার্থকতা প্রদান করেন।]*

ভগবানের নিকট ভক্তের দৈন্য প্রকাশ

ভগবানের এইরূপ পরমস্নিগ্ধবর্ণা বাণীমাধুরীকে ভক্ত তাঁহার কর্ণ- ভূষণ করিয়া স্তুতি করিতে থাকেন,—"হে প্রভো! হে ভগবন্! হে কৃপা-পারাবার! এই ঘোর সংসার-প্রবাহে ক্লেশের আবর্ত্তে পতিত আমি কুম্ভীরকুল-কর্ত্তৃক চর্ব্বিত হইতেছিলাম দেখিয়া কারুণ্যে উদ্দীপিত অখিল লোকাতীত তোমার নবনীতসম চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। তখন হে ভগবন্! তুমি মদনাদি অবিদ্যা-বিদারী শ্রীগুরুরূপে নিজ দর্শনরূপ সুদর্শন-চক্রের দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক সেই কুম্ভীরদিগের করাল গ্রাস হইতে আমাকে উন্মুক্ত করিয়াছিলে। অতঃপর তুমি আমাকে নিজ চরণকমল-যুগলের দাসী করিবার ইচ্ছায় নিজমন্ত্র-বর্ণবীথী আমার কর্ণবীথীতে প্রবেশ করাইয়া সকল ব্যথা দূর করত বারম্বার নিজনাম-গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিদ্বারা আমাকে শোধন করিয়াছ। পশ্চাৎ নিজ ভক্তগণেরও সঙ্গদানদ্বারা স্বীয় সেবা- সৌষ্ঠবও আমাকে শিখাইয়াছ। তথাপি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অধমতম আমি একদিনের জন্যও হে প্রভো, তোমার পরিচর্য্যা করিলাম না। এইরূপ কদাচারী ব্যক্তি তোমার দণ্ডলাভেরই যোগ্য। তাহা না করিয়া বরং তাহাকে এত পরিমাণে নিজ দর্শনমাধুরী পান করাইয়াছ! আবার কিনা বলিতেছ,—'আমি ঋণী'! হে প্রভুবর, তোমার এরূপ

তৎ কিং করোমি পঞ্চ বা সপ্তাষ্টাথবা লক্ষ-কোটয়োঽপি যদ্যপরাধা ভবেয়ুস্তদপি তান্ সম্প্রতি ক্ষময়িতুং ধার্ষ্ট্যমালম্বেত মাম্। পরার্দ্ধতোঽপ্যধিকাংস্তানবধারয়ামি। কিঞ্চ তে তেঽতিপ্রবলাশ্চিরন্তনা ভুক্তভোক্তব্যফলা বর্ত্তন্তাং নাম। সম্প্রতি পূর্ব্বেদ্যুরেব নীরদেন নীলনীরজেন নীলমণিনা শ্রীমদঙ্গস্য চন্দ্রমসা শ্রীমুখস্য নবপল্লবেন শ্রীচরণস্য দ্যুতিমুপমিমানেন ময়া দগ্ধ-সর্ষপার্দ্ধেন কনকশিখরিণমিব চনককণেন চিন্তামণিমিব ফেরুণা কেশরিণমিব মশকেন গরুড়ন্তমিব সমীকুর্ব্বতা দুর্ব্বুদ্ধিনা স্পষ্টমপরাদ্ধমেবেত্যধুনৈবাবগতম্। তদা তু প্রভুমহং স্তৌমীতি

শ্রীমুখ-বাণীতে আমি বিড়ম্বিতই হইতেছি। তাই মনে হইতেছে,—কি করি? পাঁচ, সাত, আট অথবা লক্ষ-কোটীও যে অপরাধ বর্ত্তমান, উহাদিগকে ক্ষমা করিতে বলিলে আমার ধৃষ্টতা অবলম্বনই হয়। সেই অপরাধের পরিমাণ পরার্দ্ধ (লক্ষগুণিত লক্ষকোটী) অপেক্ষাও অধিক বলিয়াই নিশ্চয় করিতেছি। আবার উহারা অত্যন্ত প্রবল এবং প্রাচীন, সুতরাং উহাদের ফলসমূহ যাহা ভুক্ত হইয়াছে এবং যাহা ভোক্তব্য,—তাহা সকলই প্রবর্ত্তিত হউক্।" *[শুদ্ধভক্তের ভুক্ত বা ভোক্তব্য কোন কর্ম্মফল থাকে না—তাহা শ্রীল গ্রন্থকার এই গ্রন্থের 'তৃতীয়ামৃত-বৃষ্টি'র সর্ব্বশেষ ভাগে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। তবে এক শুদ্ধভক্ত নিজেকে কখনই 'ভক্ত'ই বলিয়া মনে করেন না, কর্ম্মফলাধীন ক্ষুদ্র কীট বলিয়াই অভিমান করেন। ইহাই 'দৈন্য'-রূপে তাঁহার ভজনবৃদ্ধি করিয়া থাকে। 'দৈন্য' কাহাকে বলে? "**যেনাসাধারণাশক্তাধমবুদ্ধিঃ সদাত্মনি। সর্ব্বোৎকর্ষান্বিতেঽপি স্যাদ্বুধৈস্তদ্দৈন্যমিষ্যতে।।**" (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২২২)—অর্থাৎ, 'যে-ভাবের উদয়ে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিও নিজেকে অসাধারণ-রূপে সর্ব্বদা অসমর্থ ও অধম-বুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহাকে পণ্ডিতগণ 'দৈন্য' বলিয়া থাকেন।' এই দৈন্য পরিপাক হইলে অজস্র প্রেম বিস্তারিত হইয়া থাকে—"**পরিপাকেণ দৈন্যস্য প্রেমাজস্রং বিতন্যতে**" (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২২৫)। আবার, "**দৈন্যন্তু পরমং প্রেম্ণঃ পরিপাকেণ জন্যতে**" (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২২৪)—প্রেমের পরিপাক-দশায় দৈন্য উৎপন্ন হয়। এইজন্য দৈন্য ও প্রেমের পরস্পর সর্ব্বদা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। সুতরাং দৈন্য কি সাধক-দশা, কি সিদ্ধ-দশা—সর্ব্বাবস্থায়ই নিত্য। সিদ্ধদশায় তাহা বরং আরও তীব্র আকার ধারণ করে।]*

স্বীয়মবিদ্বত্ত্বমপি কবিত্বমেতদিতি জনেষ্বপি প্রখ্যাপিতম্। অতঃপরন্তু মদীক্ষণেন ক্ষণেন সমীক্ষিত-শ্রীমূর্ত্তিরূপেণ বৈভবেন জবেন তর্জ্জ্যমানা ধৈর্য্যরহিতা গৌরিব মে গৌঃ শ্রীমৎসৌন্দর্য্য-কল্পবল্লীমুপমানরদনৈর্দূষয়িতুং ন প্রভবিষ্যতীত্যেবং বহুবিধং শংসতি তস্মিন্নতিপ্রসন্নেন ভগবতা পুনরপি প্রেয়স্যাদিভাববতস্তস্য

ভগবৎ-রূপ সকল উপমার অতীত

(ভগবানের নিকট ভক্তের বিলাপ—) "সম্প্রতি পূর্ব্বদিনেই নবমেঘ, নীলপদ্ম বা নীলমণির সহিত তোমার শ্রীঅঙ্গের, চন্দ্রমার সহিত তোমার শ্রীমুখের, নবপল্লবের সহিত তোমার শ্রীচরণের দ্যুতির উপমা দিয়াছি—এইরূপে তপ্ত এক অর্দ্ধ সরিষা-বীজের সহিত স্বর্ণপর্ব্বতকে, চণক-কণার সহিত চিন্তামণিকে, শৃগালের সহিত সিংহকে, মশকের সহিত শ্রীগরুড়কে সমান জ্ঞান করিবার যেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি, সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-বশে নিশ্চয়ই যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহা এখনই অবগত হইলাম। তখন কিন্তু 'আমি প্রভুকে স্তব করিতেছি'—এইরূপ অভিমানে নিজের অবিদ্বত্ত্বকেই কবিত্ব-রূপে জনসমাজে ঘোষণা করিয়াছি। অতঃপর যখন আমার নেত্রে ক্ষণকালের জন্যও ঐ শ্রীমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছেন, তখন সেই শ্রীরূপ-বৈভবের দ্বারা তাড়িত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুতা গাভীর ন্যায় আমার বাক্য যেন সবেগে কোন উপমারূপ দন্তদ্বারা সেই সৌন্দর্য্য-সম্পত্তিরূপা কল্পলতাকে দূষিত করিতে সমর্থ না হয়।" *['স্বয়ংরূপ' ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাবতীয় রূপের আকর,—তাঁহা হইতেই সকল রূপের সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে স্রষ্টার তুলনা কখনও সৃষ্টের সহিত হইতে পারে না। আবার, যেস্থলে তাঁহার সম অথবা অধিক কোন রূপেরই অবস্থান নাই, সেস্থলে তাঁহার রূপের উপমা কিরূপেই বা সম্ভব? "**বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্।**" (ভাঃ ৩।২।১২)। সেই অসমোর্দ্ধ রূপমাধুরীর মনোহরত্বে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই অত্যন্ত বিস্ময় উৎপাদন হইয়া থাকে—তাঁহা অলঙ্কারেরও অলঙ্কারস্বরূপ। এমতাবস্থায় তাঁহার রূপের তুলনা তিনি স্বয়ংই। তথাপি 'শাখাচন্দ্র-দর্শন'-ন্যায়ানুসারে শাস্ত্রে ভগবৎ-রূপের উপমা দৃষ্ট হয়। তাহাতেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণ আরোহ-পন্থায় 'ধ্যান' করার নামে ভগবৎরূপের কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু নহেন। কেবল সেবোন্মুখ ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু, চিত্তে তাঁহারা*

যথাসম্ভবমভীপ্সিতং তাদাত্মিকতৎ-স্ববিলাস-বিলক্ষিতং শ্রীবৃন্দাবনং কল্পশাখিনং মহাযোগপীঠং স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং তৎসখীঃ শ্রীললিতাদ্যা-স্তৎকিঙ্করীরপি স্ববয়স্যান্ শ্রীসুবলাদীন্ স্বপাল্যমানা-নৈচিকীশ্চ শ্রীযমুনাং শ্রীগোবর্দ্ধনং ভাণ্ডীরঞ্চ নন্দীশ্বরগিরিং তত্রত্য-জনক-জননী-ভ্রাতৃ-বন্ধু-দাসাদীন্ সর্ব্বানেব ব্রজৌকসো রসোৎকর্ষেণ দর্শয়িত্বা তত্তদানন্দ-মহামোহ-তরঙ্গিণ্যাং তং নিমগ্নীকৃত্য স্বয়ং পরিকরণেনান্তর্ধীয়তে। ততশ্চ কিয়দ্ভিঃ ক্ষণৈর্লব্ধপ্রবোধঃ পুনরপি প্রভুং দিদৃক্ষুলোচনমুদ্রামুন্মোচ্য, তং নাবলোকয়ন্নাত্মানমশ্রুভিরভিষিঞ্চন্, কিমিয়ং স্বপ্ন আলোকিতঃ, নহি নহি শয্যালস্য-নয়নকালুষাদ্যভাবাৎ, কিমিয়ং কস্যচিন্মায়া বা, নহি নহি এতাদৃশানন্দস্য মায়িকত্বাসম্ভবাৎ, কিংবা চিত্তস্যৈব

---

*আপনা হইতেই প্রকাশিত হন—"**অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখ হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥**"(ভঃ রঃ সিঃ)। "ধীর-ব্যক্তি চিৎসমাধি-দ্বারা অপ্রাকৃত সত্যের অনুভব করেন।" (জৈবধর্ম্ম ১৫অঃ)।]*

ভক্তের ভগবদ্ধাম ও ভগবৎপরিকর দর্শন

এইরূপে ভক্ত বহুপ্রকারে স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ তাঁহার প্রতি অতি প্রসন্ন হন। পুনরায় তিনি প্রেয়সী প্রভৃতি ভাবযুক্ত ভক্তকে তাহার অভিলাষ-অনুযায়ী যথাসম্ভব এবং তৎকালোচিত স্বীয় বিলাস-বিলক্ষিত—শ্রীবৃন্দাবন ধাম, কল্পতরু ও মহাযোগপীঠ, তাঁহার প্রেয়সীমধ্যে প্রধানা—শ্রীবার্ষভানবী দেবী, শ্রীললিতাদি সখীগণ, তাঁহাদের কিঙ্করীগণ, শ্রীসুবলাদি নিজসখাগণ, স্বীয় পাল্যদাসীগণ, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, ভাণ্ডীর বন, নন্দীশ্বরগিরি, তত্রত্য জনক-জননী, ভ্রাতৃ, বন্ধু ও দাস-দাসী প্রভৃতি ব্রজবাসিগণকে রসোৎকর্ষের সহিত দর্শন করান এবং ভক্তকে সেই সেই দর্শনজনিত আনন্দের মহামোহ-তরঙ্গিণীতে নিমগ্ন করাইয়া পশ্চাৎ স্বপরিকরে অন্তর্হিত হন। অতঃপর কিছু সময় পরেই সেই আনন্দ-দশা হইতে বাহ্যদশায়

শ্রীহরির অন্তর্দ্ধানে ভক্তের নানা সংশয়

উপনীত হইয়া পুনরায় প্রভুর দর্শনেচ্ছায় নয়ন-উন্মীলন করিলেও তাঁহার দর্শন না পাইয়া নিজকে অশ্রুজলে অভিষিঞ্চিত করিতে থাকেন; ভাবিতে থাকেন,—'আমি কি ইহা স্বপ্ন দেখিলাম? না, না, নিদ্রাজনিত আলস্য অথবা নয়নের কালুষ্য (অস্বচ্ছতা) কিছুই বোধ হইতেছে না। তাহা হইলে কি ইহা কাহারও মায়া? না,

ভ্রমময়ী কাপি বৃত্তিঃ, নহি নহি লয়বিক্ষেপাদ্যননুভাবাৎ, কিংবা মনোরথ-পরিপাক প্রাপ্তোঽয়ং বস্তুবিশেষঃ, নহি নহি ঈদৃশপদার্থস্য সীম্নোঽপি কদাপি মনোরথেনা-ধিরোঢ়ুমশক্যত্বাৎ, স্ফূর্ত্তিলব্ধোঽয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকারো বা, নহি নহি সম্প্রতি স্মর্য্যমাণাভ্যঃ পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূতাভ্যঃ স্ফূর্ত্তিভ্যোঽস্যাতিবৈলক্ষণাৎ ইত্যেবং বিবিধ-মেব সংশয়ানঃ শয়ান এব ধূলিধোরণিধূসারায়াং ধরণৌ, যথা তথাস্তু পুনরপি তদ্দর্শনং মে ভূয়াদিতি মুহুরাশাসানোঽপি তদনুপলভমানঃ খিদ্যন্ লুঠন্ রুদন্ গাত্রাণি ব্রণয়ন্ মূর্চ্ছয়ন্ প্রবুধ্যমান উত্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ অভিদ্রবন্ ক্রোশন্নুন্মত্ত ইব, ক্ষণং তুষ্ণীমাসীনো মনীষীব, ক্ষণং লুপ্তনিত্যক্রিয়ো ভ্রষ্টাচার ইব, ক্ষণম্ অসম্বদ্ধং প্রলপন্ গ্রহগ্রস্ত ইব, ক্ষণং কস্মৈচিদাশ্বাসকায় নিভৃতং পৃচ্ছতে ভক্তজনায় স্ববন্ধবে স্বানুভূতমর্থং ব্রুবাণঃ, ক্ষণঃ প্রকৃতিস্থ ইব 'সখে ভূরিভাগ ভগবৎ-

---

না, এইপ্রকার আনন্দ কখনও মায়িক হইতে পারে না। তবে কি ইহা চিত্তেরই কোন ভ্রমময়ী বৃত্তি? না, তাহাও ত' নহে, কারণ লয়-বিক্ষেপাদি অনুভব হইতেছে না। কিংবা ইহা কি মনোরথের পরিপাকেই লব্ধ কোন বস্তুবিশেষ? না, না, মনোরথের দ্বারা কখনও এইরূপ পদার্থের সীমাতেও আরোহণ সম্ভব নহে। তবে হয়ত' স্ফূর্ত্তিতেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে। না, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ সম্প্রতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব উদ্ভূত স্ফূর্ত্তিসমূহ এখনও স্মরণে বর্ত্তমান, উহাদের হইতে এইটী সম্পূর্ণ পৃথক্।" এইরূপ বিবিধ প্রকারে সংশয়ে আক্রান্ত

ভগবদ্দর্শনাভাবে ভক্তের উন্মাদবৎ আচরণ

হইয়া তিনি ভূতলশায়ী হইয়া অনবরত ধূলিধূসরিত হইতে থাকেন। ''যেমন তেমনভাবে হউক্, পুনরায় সেইরূপ দর্শন যেন আমার হয়,"—এইপ্রকার মুহুর্মুহুঃ আশা করিয়াও তাহা লাভ করিতে না পারিয়া খেদ-সহকারে ভূলুণ্ঠিত হইতে থাকেন, কখনও রোদনপূর্ব্বক গাত্র ক্ষতবিক্ষত করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন। পুনরায় সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া বসেন, কখনও অত্যন্ত বেগে গমন করেন, কখনও বা উন্মত্তের প্রায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন। আবার কখনও মনীষিগণের ন্যায় তুষ্ণীম্ভূত হন, কখনও ভ্রষ্টাচারবৎ সকলপ্রকার নিত্যক্রিয়া ত্যাগ করেন, কখনও গ্রহগ্রস্তের প্রায় অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি করেন। পুনরায়, কখনও কোন ভক্তকে বা নিজ বন্ধুকে অথবা কেহ আশ্বাসন-পূর্ব্বক নিভৃতে প্রশ্ন করিলে,

সাক্ষাৎকার এবায়ং তবাভবদিতি' তেন যুক্ত্যা প্রতোষ্যমাণো হৃষ্যন্নেব, 'হন্ত তর্হি কথমেব পুনর্ন ভবতীতি' তদৈব বিষীদন্, হন্ত কস্যচিন্মহানুভাব-চুড়ামণের্মহাভাগবতস্য কাপি কৃপাবিতানপরিণতির্বা দুর্ভগস্যাপি মে ভগবৎ-পরিচর্য্যায়া ঘুণাক্ষর-ন্যায়েন বা কস্মিংশ্চিদ্দিবসে কথঞ্চিদুৎপন্নায়া নিষ্কৈতবতায়াঃ ফলমিদং বা, কিংবা বৈগুণ্য-সমুদ্রেঽপি ক্ষুদ্রে ময়ি ভগবদ-নুকম্পায়া নিরুপাধিত্বমেব মূর্ত্তং প্রকটীবভূব, হন্ত হন্ত কেন বা অনির্ব্বচনীয়-ভাগ্যেন স্বয়ং হস্তপ্রাপ্তো নিধিরজনি, কেন বা মহাপরাধেন ততশ্চ্যুতমিতি নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোঽহং ন প্রভবামি তদ্বাধা-বাধিতধীঃ, ক্ব যামি কিং বা করোমি কমুপায়মত্র কমুহ বা পৃচ্ছামি মহাশূন্যমিব নিরাত্মকমিব নিঃসরণমিব

তাঁহার অনিবারণীয় খেদ

তাঁহাকে তিনি স্বীয় অনুভূত বস্তু ব্যাখ্যা করেন। ''ভাই! ভগবানের সাক্ষাৎকার তোমার হইয়াছে, তুমি ত' অসীম ভাগ্যবান্।"—এইরূপ যুক্তিতে তাঁহারা বুঝাইলে তিনি যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া হৃষ্ট হন। ''হায়! ভাগ্যবান্ হইলে পুনরায় কেন সেই দর্শন হইতেছে না?"—এই বলিয়া আবার তখনই বিষাদ্গ্রস্ত হইয়া পড়েন। ''হায়! কোনও মহানুভাব-চূড়ামণি মহাভাগবতের কোন কৃপাবিস্তারের পরিণতি স্বরূপেই হয়ত এরূপ দর্শন হইয়াছে। অথবা ঘুণকীট কাষ্ঠে ছিদ্র করিতে করিতে যেমন তাহা দৈবাৎ কথঞ্চিৎ কোন অক্ষরে পরিণত হয় তেমনই এই মাদৃশ দুর্ভাগার ভগবৎসেবা কোনওদিন হয়ত' নিষ্কপটে সংঘটিত হইয়াছে,—তাহার ফলেই এই ভগবদ্দর্শন হইয়াছে। অথবা ভগবানের কৃপার নিরুপাধিকতার জন্যই দোষের সমুদ্র এই ক্ষুদ্র আমার নিকটও তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকটিত হইয়াছেন। হায়! হায়! কোন্ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশে সেই নিধি স্বয়ং হস্তগত হইয়াছিল? আবার কোন্ বা মহাপরাধে তাহা হস্তচ্যুত হইল? নিশ্চেতন (অজ্ঞ) আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তাঁহার দর্শনলাভের বাধায় আমার বুদ্ধি বাধিত (বিঘ্নিত) হইয়াছে। এমতাবস্থায় কোথায় যাই? কিই বা করি? এখন কি উপায়? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? দেখিতেছি—এই ত্রিভুবন যেন মহাশূন্যের ন্যায়, যেন এখানে কোন আত্মীয় নাই, আশ্রয় নাই ও দাবানল-পূর্ণ ত্রিভুবন যেন আমাকে নিঃশেষে

ভগবদ্বিরহে ভক্তের নিকট জগৎ মৃত্যুতুল্য

দাবপ্লুষ্টমিব মাং নিগিলদিব ত্রিভুবনমবলোকে। লোকেভ্যো নিঃসৃত্য তদেভ্যঃ ক্ষণং বিবিক্তে প্রণিদধামীতি। তথা কুর্ব্বন্ হা প্রভো সুন্দরমুখারবিন্দমাধুরীক সুধা-ধারাধুরীণ ভাবিত-বাসিত-নিখিল-বিপিন-শ্রীবিগ্রহবর পরিমল-বনমাল-চটুলিতালিজাল পুনরপি ক্ষণমপি তত্রভবন্তং দৃশ্যাসং; সকৃদেব চ স্বাদিত এব, স্বাদিত-তন্মাধুরীকো ন পুনরেবমভ্যর্থয়িষ্যে ইতি বিলপন্ লুঠন্ শ্বসন্ মূর্চ্ছনুন্মাদ্যন্ প্রতিদিশমেব তং পশ্যন্ হৃষ্যন্ শ্লিষ্যন্ হসন্নটন্ গায়ন্ পুন-রপ্যনীক্ষমাণোঽনুতপন্ রুদন্ অলৌকিকচেষ্টিত এবায়ুংসি নয়ন্ স্বদেহো-

---

গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। *["**যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥**"—(শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)। 'গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষমাত্র-কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় অশ্রু পতিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।' "**শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে। ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥**"—(শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী)। আমার জীবাতু-স্বরূপ শ্রীরূপের বিরহে মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায়, এমনকি শ্রীরাধাকুণ্ডও ব্যাঘ্রমুখের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।]*

ভক্তের নিরন্তর বিলাপ ও অলৌকিক চেষ্টা

''সুতরাং লোকালয় হইতে বাহির হইয়া নির্জ্জনে গিয়া কিছুক্ষণ প্রণিধান (মনোনিবেশ) করি।" পুনরায় সেইস্থানেও গিয়া তিনি ব্যাকুলিত-চিত্তে রোদন করিতে থাকেন,—''হে প্রভো! হে সুন্দর-মুখকমল-মাধুরী-ধারিন্! হে সুধাধারা- ধারক! নিখিল বৃন্দাবিপিন যাঁহার সৌরভে ভাবিত ও বাসিত, তুমি সেই শ্রীবিগ্রহবর; ভ্রমরকুল যে পরিমলে চঞ্চলিত (ধৈর্য্যচ্যুত) হইয়া যায়, তুমি সেই শ্রীবনমালী। হে প্রভো! পুনরায় ক্ষণকালের জন্যও কবে সেই তোমাকে দর্শন করিব? একবার মাত্র আস্বাদনের সৌভাগ্য হইয়াছে, আবার সেই স্বাদিত মাধুরীকে পুনরায় কি অভ্যর্থনা করিতে পারিব না?"—এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন, উন্মত্ত হন। পুনরায়, কখনও তাঁহাকে চতুর্দ্দিকেই দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, আনন্দে হাস্য, নর্ত্তন, কীর্ত্তন করিতে থাকেন। আবার তাঁহার অদর্শনে

হপ্যস্তি নাস্তিবা নানুসন্দধতে। ততশ্চ সময়ে পঞ্চতাং গচ্ছন্তং স্বদেহং ন জানন্ ময়াভ্যর্থিতঃ স এব করুণাবরুণালয়স্তথৈব প্রত্যক্ষীভূয় সাক্ষাৎ সেবায়াং মাং নিযুঞ্জানঃ স্বভবনং নয়তীতি জানন্ কৃতকৃত্যো ভক্তো ভবতীতি॥ ৪॥

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।" ইত্যর্থঃ সাধুবিবৃতঃ। অতোঽপি যথোত্তর-স্বাদু-বৈশিষ্ট্য-ভাজিত-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগানুরাগ-মহাভাবাখ্যানি ভক্তি-কল্পবল্ল্যাঃ ঊর্দ্ধোর্দ্ধপল্লবগামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ-সম্পদৌষ্ণশৈত্য-সংমর্দ্দ-সহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং

অনুতাপ করিতে করিতে রোদন করেন। এইরূপ অলৌকিক চেষ্টাপর হইয়াই তিনি আয়ুষ্কাল যাপন করিতে করিতে নিজদেহ আছে কি নাই—তাহাও অনুসন্ধান করেন না। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে তিনি পঞ্চত্ব লাভ করেন

ভক্তের নিত্যলীলায় প্রবেশ

—তখন নিজদেহকে তিনি জানেন না (অর্থাৎ প্রেমমত্ততা বশে তাঁহার নিজদেহ-বিষয়ে জ্ঞান থাকে না); কেবল অনুভব করেন যে,—'আমার নিত্য অভ্যর্থিত সেই করুণা-বরুণালয় শ্রীভগবান্ পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আমাকে তাঁহার নিত্যসেবায় নিযুক্ত করিতে স্বীয় ভবনে লইয়া যাইতেছেন।'—এইরূপ জানিয়া ভক্ত কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। *[ইহাকে শাস্ত্রে 'বস্তুসিদ্ধি' বলা হয়। শ্রীল গ্রন্থকার মহোদয় তাঁহার 'রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—'সাধকদেহের ভঙ্গকালেই সেই প্রেমবান্ ভক্তকে চিদানন্দময় গোপীদেহ প্রদান করা হয়। সেই সিদ্ধদেহই 'যোগমায়া' বৃন্দাবনীয় লীলার 'প্রকট'-প্রকাশকালে কৃষ্ণপরিকর-গণের আবির্ভাব-সময়ে গোপীগর্ভ হইতে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এস্থলে কালবিলম্বের অপেক্ষা নাই, যেহেতু প্রকটলীলার বিচ্ছেদ নাই—যে ব্রহ্মাণ্ডেই বৃন্দাবনীয় লীলার প্রাকট্য ঘটিয়া থাকে, সেই ব্রজভূমিতেই গোপীগর্ভে সাধনসিদ্ধগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে।']*॥৪॥

অতএব **"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।"**—(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫-১৬) শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী

তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি ন তান্যত্র বিবৃতানি। কিঞ্চেহ রুচ্যাসক্তি-ভাব-প্রেমসু লক্ষয়িত্বা সাক্ষাদনুভব-গোচরতাং প্রাপিতেষু তত্র সন্ত্যপি ভূরীণি প্রমাণানি নোপন্যস্তানি। প্রমাণাপেক্ষায়াং হ্যনুভববর্ত্ম-পারুষ্যাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ তান্য-পেক্ষাণি চেৎ **"তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতেঃ"** ইতি রুচৌ; **"গুণেষু সক্তং**

সাধকের প্রেমোত্তরফল আস্বাদনের অযোগ্যতা

যে প্রেম-অভ্যুদয়ের বিষয় তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা যথার্থই হইয়াছে। প্রেমরূপ ফলের পর ভক্তিকল্পলতার ক্রমশঃ উপরিউপরি শাখায় উত্তরোত্তর আস্বাদন ও বৈশিষ্ট্য-ভাবিত—'স্নেহ', 'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'মহাভাব'-নামক ফলসমূহ বিরাজমান থাকে। সাধকদেহ সেই সকল সম্পদের আস্বাদনজনিত উষ্ণতা, শীতলতা ও সংমর্দ্দন সহনের যোগ্য নহে। সুতরাং সে-দেহে 'স্নেহ', 'মান' প্রভৃতির প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া এ-স্থলে আর তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইল না। আবার 'রুচি', 'আসক্তি', 'ভাব' ও 'প্রেমে'র লক্ষণ-বিষয়ে ও উহাদের সাক্ষাৎ অনুভবগোচরতা-বিষয়ে প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকিলেও এ

রুচি, আসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

যাবৎ তাহা উপস্থাপিত হয় নাই। কারণ প্রমাণের অপেক্ষা করিলে অনুভবের পথে অমাসৃণ্য অনুভূত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রমাণসমূহ অনুসন্ধানের অপেক্ষা করিলে নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণসকল আলোচ্য। *[শ্রীল গ্রন্থকার-কৃত 'শ্রীপ্রেমসম্পুট'-গ্রন্থে স্বয়ং শ্রীমতি রাধারাণীর শ্রীমুখোক্তিতে জানা যায়,—**"প্রেমা হি কোঽপি পর এব বিবেচনে সত্যন্তর্দধাত্যলমসাববিবেচনেঽপি॥"** অর্থাৎ—প্রেম কোন এক অনির্ব্বচনীয় শ্রেষ্ঠবস্তু, যাঁহা বিচার করিলে অন্তর্হিত হয়, আবার বিচার না করিলেও অন্তর্হিত হয়।' 'প্রেম' বিচার-দ্বারা উপলব্ধির বিষয় হন না। অপরদিকে **"'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'। সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।"**—(চৈঃ চঃ অঃ ৫/৯৭)। এমতাবস্থায় বিচারেরও অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ প্রেমের এই অবিচারণীয়ত্বে কোনরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ বা স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ নাই। **"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"**—(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত-ব্রহ্মযামল-বাক্য) অর্থাৎ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে উল্লিখিত বিধিসমূহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া*

বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে” ইত্যাসক্তৌ; “**প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ**” ইতি রতৌ; “**প্রেমাতিভর-নির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃত**” ইতি প্রেমণি; “**তা**

---

*শ্রীহরিভক্তির আপাতঃ ঐকান্তিক অনুষ্ঠানেও উৎপাতই লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ নামভজন অবলম্বন করিয়া চলিলে সাধকের ক্রমশঃ ‘নিষ্ঠা’, ‘রুচি’, ‘আসক্তি’ প্রভৃতি-স্তরে অবশ্যই উন্নতি ঘটিতে থাকে ও তত্তৎ অনুভূতি লাভ হইতে থাকে। যাহা অনুভব-গম্য বিষয়, তাহাতে প্রমাণ-অনুসন্ধানের অপেক্ষা থাকে না। প্রমাণ-অনুসন্ধান-পূর্ব্বক চলিলে অনুভব-পথের মাসৃণ্য থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া সে-সকল অনুভব অপ্রামাণিক কিছু নহে। কারণ এই নামভজন—নির্দ্দোষ মহাজন-পন্থা। তাহাতে সকল কিছুরই শাস্ত্রীয় প্রমাণ-দ্বারা সমর্থন আছে। তবে অধিকার-বহির্ভূত বা বিধি-বহির্ভূত হরিভজনের আপাতঃ ঐকান্তিক অনুষ্ঠান-জনিত যে-সকল অনুভব, তাহা নিশ্চয়ই অপ্রামাণিক—উহা উৎপাত বিশেষ। পুনরায়, প্রমাণ-অনুসন্ধান পূর্ব্বক ভজনরস-আস্বাদন কিছু অবিধি নহে, কারণ—“**বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস-আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ**”—এইরূপ মহাজন-নির্দ্দেশও আছে। সেহেতু প্রমাণ-অনুসন্ধানের অপেক্ষা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের জন্য সে-সকল প্রমাণ এক্ষণে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।—]*

‘রুচি’-বিষয়ে প্রমাণ—“**তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে প্রিয়শ্রবস্যাস্খলিতা মতির্মম।**”—(ভাঃ ১।৫।২৭)। শ্রীবেদব্যাস-প্রতি শ্রীনারদঋষি বলিতেছেন,—হে মহামতে, সেই উত্তমশ্লোক-ভগবানে রুচির উদয় হইলে আমার অচলা বুদ্ধি হইল।

‘আসক্তি’-বিষয়ে প্রমাণ,—“**গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥**”—(ভাঃ ৩।২৫।১৫)। জননী দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি,—ঐ চিত্ত বিষয়ে অনুরক্ত হইলেই জীবের বন্ধন হয় এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবানে আসক্ত হইলে তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

‘রতি’-বিষয়ে প্রমাণ,—“**প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।**”—(ভাঃ ১।৫।২৬)। শ্রীবেদব্যাস প্রতি শ্রীনারদোক্তি—প্রত্যহ ঋষিগণের নিকট মনোহর শ্রীকৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে উত্তমশ্লোক-শ্রীহরিতে আমার রতির উদয় হইল।

যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশন-তৃড্ভয়-শোক-মোহ” ইতি রুচ্যনুভাবে; “**গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ**” ইতি আসক্ত্যনুভাবে; “**যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণে-র্যদৃচ্ছয়া॥**” ইতি রত্যনুভাবে; “**এবং ব্রত**” ইত্যত্র “**হসত্যথো রোদিতিরৌতি গায়তী**”তি প্রেম্নোঽনুভাবে; “**আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসী**”তি

‘প্রেম’-বিষয়ে প্রমাণ,—“**প্রেমাতিভর-নির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।**”—(ভাঃ ১।৬।১৮)। শ্রীনারদ বলিলেন,—হে মহর্ষি বেদব্যাস, গভীর প্রেমভরে আমার শরীর পুলকরোমাঞ্চিত এবং নিরতিশয় সুখ অনুভব হইয়াছিল।

রুচির অনুভাব-বিষয়ে প্রমাণ,—“**তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশন-তৃড়্-ভয়শোকমোহাঃ॥**”—(ভাঃ ৪।২৯।৪০)। প্রাচীনবর্হির নিকট শ্রীনারদ বলিলেন,—হে রাজন্, যাঁহারা অতৃপ্ত ও অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে কৃষ্ণকথা-রূপ সেই সুধা-বাহিনী স্রোতস্বিনীর সেবা করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ, স্পর্শ করিতে পারে না।

আসক্তির অনুভাব-বিষয়ে প্রমাণ,—“**গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ।**”—(ভাঃ ১১।২।৩৯)। মহারাজ-নিমির প্রতি যোগেন্দ্র শ্রীকবির উক্তি,—ভগবান্ শ্রীহরির ত্রিলোক-কীর্ত্তিত সুমঙ্গল জন্ম, কর্ম্ম এবং তদ্বিষয়ক নামসমূহের কীর্ত্তন করিতে করিতে লজ্জা-রহিত হইয়া অনাসক্তভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

রতির (ভাবের) অনুভাব বিষয়ে প্রমাণ—“**যথা ভ্রাম্যতয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষ-সন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥**”—(ভাঃ ৭।৫।১৪)। শ্রীশুক্রাচার্য্য-পুত্র ষণ্ডামর্কের প্রতি বালক শ্রীপ্রহ্লাদের বচন,—হে ব্রহ্মন্, লৌহ যেরূপ আকর্ষের প্রতি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, সেইপ্রকার আমার চিত্তও যদৃচ্ছাক্রমে চক্রপাণি বিষ্ণুর প্রতি স্বয়ংই ধাবিত হইতেছে।

প্রেমের অনুভাব-বিষয়ে প্রমাণ,—“**এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥**”—(ভাঃ ১১।২।৪০)। মহারাজ-নিমির প্রতি শ্রীকবির বাক্য,—এইপ্রকার ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন সেই

তত্র স্ফুর্ত্তৌ; "**পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যস্য সন্ত**" ইতি সাক্ষাদ্দর্শনে; "**তৈর্দশনীয়া-বয়বৈরুদারবিলাস-হাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ**" ইতি লব্ধদর্শনস্য স্বভাবে; "**বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধ**" ইতি চেষ্টায়াং প্রমাণান্যনুসন্ধায় বিচারয়িতব্যানি।

অনুরাগযুক্ত ও বিগলিত- চিত্ত পুরুষ অন্যান্য লোকের হাস্য বা প্রশংসাদিতে অমনোযোগী হইয়া উন্মাদের ন্যায় উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য করিতে থাকেন।

ভগবৎস্ফূর্ত্তি বিষয়ে প্রমাণ—"**প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥**"—(ভাঃ ১।৬।৩৪)। শ্রীবেদব্যাসের নিকট দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—তীর্থপাদ উত্তমশ্লোক শ্রীহরি তাঁহার স্বীয় লীলাচেষ্টাসকল প্রকৃষ্টরূপে গান করিবার সময় আমার হৃদয়মধ্যে যেন আহূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ দর্শন দান করেন।

সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে প্রমাণ,—"**পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যস্য সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণ-লোচনানি। রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥**"—(ভাঃ ৩।২৫।৩৫)। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিলেন,—হে মাতঃ, প্রসন্ন বদন ও অরুণলোচন-বিশিষ্ট আমার বরপ্রদ-দিব্যমূর্ত্তি ভাগবতগণ দর্শন করেন এবং তাঁহাদের স্পৃহণীয় সেবাভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

ভগবদ্দর্শন-লব্ধ-ব্যক্তির স্বভাব-বিষয়ে প্রমাণ,—"**তৈর্দশনীয়াবয়বৈরুদার-বিলাস-হাসেক্ষিত-বামসূক্তৈঃ। হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো গতিমগ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে॥**"—(ভাঃ ৩।২৫।৩৬)। আমার মনোহর অবয়ব, উদার লীলাবিলাস, হাস্য, দৃষ্টি, মধুর-ভাষণ প্রভৃতিদ্বারা ভক্তগণের চিত্ত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সকল অপহৃত হয়। অর্থাৎ তদ্দ্বারা ভক্তগণ ব্যবহারিক কোন ক্রিয়া পুনরায় আর সম্পাদন করিতে পারেন না।

লব্ধদর্শন-ব্যক্তির চেষ্টা বিষয়ে প্রমাণ,—"**দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥**"—(ভাঃ ১১।১৩।৩৬; ভাঃ ৩।২৮।৩৭)। উদ্ধব-প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য,—'মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত পুরুষ যেরূপ নিজ পরিহিত বসন গাত্র হইতে স্খলিত হইলে অথবা পুনরায় দৈববশতঃ গাত্রে

অত্রেদং তত্ত্বং "**অহংকারস্য দ্বে বৃত্তী অহন্তা মমতা চেতি।**" তয়োর্জ্ঞানেন লয়ো মোক্ষঃ, দেহগেহাদি-বিষয়ত্বে বন্ধঃ। অহং প্রভোর্জনঃ সেবকোঽস্মি সেব্যো

সংলগ্ন হইলেও দেখিতে পায় না, সেইরূপ সিদ্ধপুরুষগণও স্বরূপজ্ঞান লাভ হওয়ায় এই নশ্বর দেহে স্থিত থাকুন বা তথা হইতে উত্থিত হন, তিনি তাহা অনুভব করেন না।' এই সকল প্রমাণ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বিচার করিতে হইবে। *["সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করহ অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"—(চৈঃ চঃ আ ২।১১৭)।]*

জীবের বদ্ধতা ও তৎমোচনোপায়

এক্ষণে জীবের বদ্ধদশা এবং উহার মোচন-বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতেছে। অহঙ্কারের দুইটী বৃত্তি—অহংভাব ও মমতা। (জড়) দেহগেহাদি-বিষয়ে উহারা নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা বন্ধন হইয়া থাকে। ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞানের দ্বারা জড়বিষয়ে উহাদের ধ্বংসাবস্থাই মুক্তি। *[বস্তু এবং বস্তুর-ধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চিৎকণবিশিষ্ট জীব সুতরাং 'অহং-মম' ভাব-রূপ ধর্ম্ম লইয়াই গঠিত। কিন্তু সেই ধর্ম্ম মূলচিদ্বস্তু—শ্রীভগবৎ-কেন্দ্রিক না হইয়া যখন স্বতন্ত্র-ভাব অবলম্বন করে, তখন তাহা বস্তুতঃ স্বধর্ম্ম-বিরোধী হওয়ায় ক্লেশদায়কই হইয়া থাকে। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। সেই ক্লেশে ভীত হইয়া ব্রহ্মবাদিগণ আত্যন্তিক-দুঃখ- নিবারণের জন্য 'জীবসত্ত্বা' মাত্র স্বীকারপূর্ব্বক সত্ত্বার ধর্ম্মকে অবলুপ্ত করিতে প্রয়াসী হন। তাহাতে সুখ বা দুঃখ—কিছুই অনুভবের বিষয় হয় না; এইরূপে যে দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটে, তাহাই তাঁহাদের নিকট মুক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। অপরদিকে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ 'মূলচিৎসত্ত্বার' সহিত 'জীবসত্ত্বার' আত্যন্তিক একত্ব কল্পনা-পূর্ব্বক স্বয়ং মূলচিদ্বস্তুরও সত্ত্বা ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র-ধর্ম্মকে মায়িক-জ্ঞানে অস্বীকার করিয়া বসেন। ইহাতে তাহারা নিজকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিলেও প্রকৃতপক্ষে যমদণ্ড্যরূপেই পরিগণিত হন। কিন্তু শুদ্ধতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবের 'অহং-মমভাব'-রূপ ধর্ম্মকে ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া বস্তুর সহজধর্ম্মকেই অবলম্বন করেন। "**মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।**" —(ভাঃ ২।১০।৬)। মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়রূপই জীবের 'অন্যথা-রূপ'। তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-জৈবস্বরূপে (ভগবদ্দাস-স্বরূপে) অবস্থানের নামই যথার্থ 'মুক্তি'।]*

মে প্রভুর্ভগবান্ সপরিকর এব রূপগুণমাধুরী-মহোদধিরিতি পার্ষদ-রূপবিগ্রহ-ভগবদ্বিগ্রহাদি-বিষয়ত্বে প্রেমা স হি বন্ধ-মোক্ষ্যাভ্যাং বিলক্ষণ এব পুরুষার্থ-চূড়ামণিরিত্যুচ্যতে।

তত্র ক্রমঃ। অহন্তামমতয়োর্ব্ব্যবহারিক্যামেব বৃত্তাবতিসান্দ্রায়াং সত্যাং সংসার এব। অহং বৈষ্ণবো ভূয়াসং প্রভু মে ভগবান্ সেব্যো ভবত্বিতি যাদৃচ্ছিক্যাং শ্রদ্ধাকণিকায়াং সত্যাং তদ্বৃত্তেঃ পারমার্থিকত্ব-গন্ধে ভক্তাবধিকারঃ। ততঃ সাধুসঙ্গে সতি পারমার্থিকত্ব-গন্ধস্য সান্দ্রত্বং ততো ভজনক্রিয়ায়া-মনিষ্ঠিতায়াং সত্যাং তয়োঃ পরমার্থে বস্তুন্যেকদেশব্যাপিনী বৃত্তির্ব্যবহারে

'প্রেম'—বদ্ধত্ব ও মোক্ষ উভয় হইতেই পৃথক্

আমি—প্রভুর জন ও তাঁহার সেবক, (এইপ্রকারে শুদ্ধ 'অহং'-ভাব) এবং সপরিকর শ্রীভগবান্ যিনি রূপ-গুণ-মাধুরীর মহাসাগর অর্থাৎ যিনি 'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' মাত্র নহেন, তিনি আমার প্রভু এবং সেব্য (এইপ্রকারে শুদ্ধ 'মমতা')—এইরূপভাবে ভগবৎ-পার্ষদরূপ বিগ্রহ এবং ভগবদ্বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রেম উদিত হয়, তাহা জীবের বদ্ধদশা বা মোক্ষদশা—উভয় হইতেই সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পুরুষার্থ-চূড়ামণি-রূপে ঘোষিত হয়। *[**"ন পারমেষ্ঠং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"**—(ভাঃ ১১।১৪।১৪) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন, —আমার প্রতি সমর্পিতাত্ম ব্যক্তি আমা বিনা ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌম-পদ, পাতাল-লোকের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি, এমনকি মুক্তিও কামনা করেন না।' তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিখিল পুরুষার্থের শিরোমণিরূপে নিত্য শোভিত হইয়া বিরাজমান।]*

অহন্তা ও মমতার 'ব্যবহারে' নিবৃত্তি ও 'পরমার্থে' প্রবৃত্তির ক্রম

এক্ষণে জীবের 'অহং মমভাবে'র ব্যবহারিক বৃত্তিতে নিবৃত্তি ও পারমার্থিক বৃত্তিতে প্রবৃত্তির ক্রম বর্ণিত হইতেছে। ব্যবহারিক বৃত্তিতে অহংতা ও মমতা অতিগাঢ় হইলে সংসার গতিই হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় 'আমি বৈষ্ণব হইব এবং প্রভু শ্রীভগবান্ আমার সেব্য হউন্'—এইরূপে যাদৃচ্ছিকী শ্রদ্ধাকণিকা জাত হইলে পারমার্থিক বৃত্তির গন্ধ উদয় হওয়ায় ভক্তিতে অধিকার হইয়া থাকে। তদনন্তর সাধুসঙ্গ হইলে পারমার্থিকতার গন্ধ গাঢ়ত্ব লাভ করে। অতঃপর অনিষ্ঠিতা

পূর্ণৈব।[১] তস্যাং নিষ্ঠিতায়াং পরমার্থে বহুদেশব্যাপিনী ব্যবহারে প্রায়িক্যেব।[২] রুচাবুৎপন্নায়াং পরমার্থে প্রায়িক্যেব[৩] বৃত্তির্ব্যবহারে তু একদেশব্যাপিনী। আসক্তৌ জাতায়াং পরমার্থে পূর্ণা ব্যবহারে তু গন্ধমাত্রী। ভাবে তু পরমার্থ এবাত্যন্তিকী বৃত্তির্ব্যবহারে তু বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়েনাভাসময়ী। প্রেমণি তয়োরহন্তামমতয়োর্বৃত্তি পরমার্থে পরমাত্যন্তিকী ব্যবহারে নৈকাপীতি। এবঞ্চ ভজনক্রিয়ায়াং ভগবদ্ধ্যানং বার্ত্তান্তরগন্ধি ক্ষণিকমেব। নিষ্ঠায়াং তদ্ধ্যানে

ভজনক্রিয়ার আরম্ভে অহংতা ও মমতা পরমার্থে 'একদেশব্যাপিনী' অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে কিছু অংশে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ব্যবহারে তাহা (পূর্ব্বাপেক্ষা কম কিন্তু) 'পূর্ণাই' থাকে। 'নিষ্ঠা' জাত হইলে পরমার্থে উহারা 'বহুদেশ-ব্যাপিনী' কিন্তু ব্যবহারে 'প্রায়িকী' অর্থাৎ প্রায় অংশেই বিদ্যমান থাকে। 'রুচি' উৎপন্ন হইলে উহারা পরমার্থে 'প্রায়িকী' (প্রায়রূপেই নিযুক্ত হয়) অপরদিকে ব্যবহারে 'একদেশব্যাপিনী' অর্থাৎ কিছু অংশ বর্ত্তমান থাকে। 'আসক্তি' জাত হইলে উহারা পরমার্থে 'পূর্ণা' (পূর্ণরূপে) এবং ব্যবহারে গন্ধমাত্রী। 'ভাব'-অবস্থায় পরমার্থে উহারা 'আত্যন্তিকী' অর্থাৎ অত্যন্ত পরিমাণে ভগবদ্বিষয়ে নিযুক্ত হয়; অপরদিকে ব্যবহারে 'বাধিতানুবৃত্তি' ন্যায়ানুসারে আভাসময়ী হইয়া থাকে। *[কোন চক্রকে বলপূর্ব্বক ঘুরাইতে থাকিলে তাহা ঘুরিতে থাকে; পরে বল-প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিলেও তাহা পূর্ব্ব ভরবেগে ঘুরিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা মন্দগতি হয়—ইহাকে বলে 'বাধিতানুবৃত্তি'। তদ্রূপ, ব্যবহারিক জগতে ভাবাবিষ্ট ভক্তের অভিনিবেশ না থাকিলেও উহার আভাসেই ব্যবহারিক কার্য্যসমূহ ঘটিতে থাকে।]* প্রেমাবস্থায় সেই অহংতা ও মমতা পরমার্থে 'পরম আত্যন্তিকী' হইয়া থাকে, ব্যবহারে কিছুমাত্র থাকে না।

ভগবদ্ধ্যানের ক্রম

এইপ্রকারে ভজনক্রিয়াতে ভগবৎধ্যান ব্যবহারিক বার্ত্তার গন্ধযুক্ত এবং ক্ষণিক হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবস্থায় উক্ত ধ্যানে বিষয় বার্ত্তার আভাস থাকে। 'রুচি' উদয় হইলে বিষয়বার্ত্তা-রহিত

১। পাঠান্তরে—'প্রায়িক্যেব'; ২। 'তস্যাং নিষ্ঠিতায়াং.....প্রায়িক্যেব'—এই অংশ 'সং ৭৭'-প্রাচীন পুঁথিতে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু 'সং ২২৫'-প্রাচীন পুঁথিতে দৃষ্ট হয়। ৩। পাঠান্তরে —'আত্যন্তিকী' (সং ২২৫), এই অংশে এইপ্রকার নানা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

বার্ত্তান্তরাভাসঃ। রুচৌ বার্ত্তান্তররহিতমেব তদ্ধ্যানং বহুকালব্যাপি। আসক্তৌ তদ্ধ্যানমতিসান্দ্রম্। ভাবে ধ্যানমাত্রমেব ভগবতঃ স্ফূর্ত্তিঃ। প্রেমণি স্ফূর্ত্তে-র্বৈলক্ষণ্যং তদ্দর্শনঞ্চেতি॥৫॥

হইয়া তাহা বহুকালব্যাপি বর্ত্তমান থাকে। 'আসক্তি' জাত হইলে সেই ধ্যান অতিগাঢ়ত্ব লাভ করে। ভাবাবস্থায় ধ্যানমাত্রই ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রেমাবস্থায় ভগবৎস্ফূর্ত্তির বিলক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয় এবং সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন ঘটিয়া থাকে॥৫॥

হরিভজনের বিভিন্ন স্তর	লৌকিক ব্যবহারে অহন্তা ও মমতা	ভগবদ্বিষয়ে অহন্তা ও মমতা	ভগবদ্বিষয়ে ধ্যান
শ্রদ্ধা	অতিসান্দ্র	গন্ধমাত্র	—
সাধুসঙ্গ	ঐ	গন্ধের গাঢ়ত্ব	—
ভজনক্রিয়া (অনিষ্ঠিতা)	পূর্ণা (পূর্ণ রূপে)	একদেশব্যাপিনী (কিছু অংশে)	বিষয়বার্ত্তার গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক
নিষ্ঠা	প্রায়িকী (প্রায় রূপে)	বহুদেশব্যাপিনী (বহু অংশে)	বিষয়বার্ত্তার আভাস
রুচি	একদেশব্যাপিনী (কিছু অংশে)	প্রায়িকী (প্রায় রূপে)	বিষয়বার্ত্তাহীন ও বহুকালব্যাপী
আসক্তি	গন্ধমাত্র	পূর্ণা (পূর্ণ রূপে)	অতিগাঢ়
ভাব	আভাসমাত্র	আত্যন্তিকী	ধ্যান-মাত্র ভগবৎস্ফূর্ত্তি
প্রেম	কিছুমাত্রও নহে	পরম আত্যন্তিকী	ভগবৎস্ফূর্ত্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও ভগবদ্দর্শন

সাধন-ভজনের বিভিন্ন অবস্থায় পার্থিব ও পারমার্থিক বিষয়ে জীবের অহন্তা ও মমতার যথাক্রমে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির এবং ভগবদ্ধ্যানের ক্রম

মাধুর্য্যবারিধেঃ কৃষ্ণচৈতন্যাদুদ্ধৃতৈঃ রসৈঃ।
ইয়ং ধিনোতু মাধুর্য্যময়ী-কাদম্বিনী জগৎ॥৬॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিতায়াং মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং পূর্ণমনোরথো নামাষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ॥৮॥

সমাপ্তৈষা মাধুর্য্য-কাদম্বিনী॥

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মাধুর্য্য-বারিধি হইতে সংগৃহীত রসদ্বারা এই মাধুর্য্যময়ী কাদম্বিনী সমগ্র জগৎকে পরিতৃপ্ত করুন। *[গ্রন্থকার এই মাধুর্য্যময়ী মেঘমালার উৎস-স্বরূপে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক মাধুর্য্য-মহাসাগরকেই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। "**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥**"—(চৈঃ চঃ)। অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রকুমার সকল মাধুর্য্যের একমাত্র সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষক। তাঁহার সম কিংবা অধিক মাধুর্য্য অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপে নাই। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ স্বীয় মাধুর্য্যের অংশ—তাঁহার অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহে প্রকট করিয়াছেন। সেই মূল-বিষয়বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন মূল-আশ্রয়বিগ্রহের ভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-রূপে স্বীয় অপার মাধুর্য্যের আস্বাদক এবং বিতরণকারী। নিজমাধুর্য্যের পারাবারতা তিনি নিজমুখেই ঘোষণা করিয়াছেন,—"**সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।**" —(চৈঃ চঃ মঃ ২১।১৩৭)। কিন্তু সেই মাধুর্য্যামৃতের মহাসাগরে অবগাহন করিবার সামর্থ্য সাধারণ-জীবের নাই। তজ্জন্য ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক মেঘমালারূপে সকল জীবের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক মাধুর্য্যামৃতের বর্ষণদ্বারা প্রেমবন্যা সৃষ্টি করিয়া স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, অন্ধ এমনকি অবশেষে মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দক-গণকেও প্রেমরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন। সে-রসে অভিষিঞ্চিত হইলে জ্ঞানী, যোগিগণেরও পরমসাধ্য কৈবল্য-রূপ মুক্তিও নরকতুল্য হইয়া পড়ে, কর্ম্মিগণের পরমাকাঙ্ক্ষিত অমরাপুরীও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটবৎ তুচ্ছরূপে পরিগণিত হয়, কালসর্প-রূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত বিষদন্তের ন্যায় হইয়া পড়ে, সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণ-সেবানন্দময় ধামরূপে প্রতীত হয়। গ্রন্থকার মাধুর্য্যামৃতের এইরূপ বর্ষণে ত্রিতাপ-সন্তপ্ত*

জীবকুলকে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতে আহ্বান করিতেছেন। তাহা হইলেই জীব যথার্থরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে করুতানুরাগম্॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

হে সাধুগণ! আমি দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া শত শত কাকুতি সহকারে এইমাত্র বলিতেছি—আপনারা মনঃকল্পিত অথবা শাস্ত্রে গৌণরূপে কথিত সকল ধর্ম্মকেই দূর হইতেই পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগ বিশিষ্ট হউন।]।৬॥

ইতি শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী'-গ্রন্থে 'পূর্ণমনোরথ'-নামক অষ্টম অমৃতবৃষ্টির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।৮।।

সমাপ্ত

হরিভজনের বিভিন্ন স্তর	সুকৃত-জাত/ দুষ্কৃতজাত অনর্থ	ভক্তি-জাত অনর্থ	অপরাধ-জাত অনর্থ
ভজনক্রিয়া	প্রায়িকী	একদেশবর্ত্তিণী	একদেশবর্ত্তিণী
নিষ্ঠা	পূর্ণা	পূর্ণা	বহুদেশবর্ত্তিণী
রুচি	পূর্ণা	আত্যন্তিকী	বহুদেশবর্ত্তিণী
আসক্তি	আত্যন্তিকী	—	বহুদেশবর্ত্তিণী
ভাব/রতি	—	—	প্রায়িকী
প্রেম	—	—	পূর্ণা
ভগবৎপদ প্রাপ্তি	—	—	আত্যন্তিকী

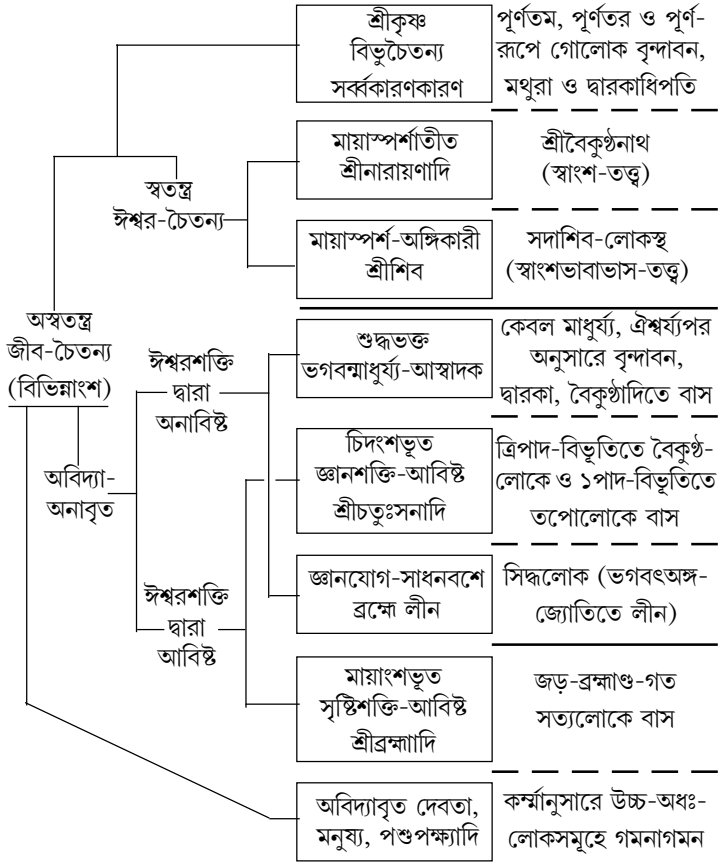

হরিভজনের বিভিন্ন স্তর	লৌকিক ব্যবহারে অহন্তা ও মমতা	ভগবদ্বিষয়ে অহন্তা ও মমতা	ভগবদ্বিষয়ে ধ্যান
শ্রদ্ধা	অতিসান্দ্র	গন্ধমাত্র	—
সাধুসঙ্গ	ঐ	গন্ধের গাঢ়ত্ব	—
ভজনক্রিয়া (অনিষ্ঠিতা)	পূর্ণা (পূর্ণ রূপে)	একদেশব্যাপিনী (কিছু অংশে)	বিষয়বার্ত্তার গন্ধযুক্ত ও ক্ষণিক
নিষ্ঠা	প্রায়িকী (প্রায় রূপে)	বহুদেশব্যাপিনী (বহু অংশে)	বিষয়বার্ত্তার আভাস
রুচি	একদেশব্যাপিনী (কিছু অংশে)	প্রায়িকী (প্রায় রূপে)	বিষয়বার্ত্তাহীন ও বহুকালব্যাপী
আসক্তি	গন্ধমাত্র	পূর্ণা (পূর্ণ রূপে)	অতিগাঢ়
ভাব	আভাসমাত্র	আত্যন্তিকী	ধ্যান-মাত্র ভগবৎস্ফূর্ত্তি
প্রেম	কিছুমাত্রও নহে	পরম আত্যন্তিকী	ভগবৎস্ফূর্ত্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও ভগবদ্দর্শন